উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 1 December 2023 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

তারাদের কথা

নিঃশব্দে ববি

‘দারুণ’। বিশেষণটা জুড়ে গিয়েছিল কেরিয়ারের শুরুতে। কিন্তু সময় এগোতেই হালে পানি পাননি। কাজ নেই হাতে। মনখারাপের জন্মদিনগুলোতে শুরু হল মদ্যপান। ডুবে গেলেন অতলে। ঘুরে দাঁড়ালেন ওয়েব সিরিজ থেকে। ববি দেওল। আজ তাঁর ‘অ্যানিম্যাল’–এর মুক্তি।

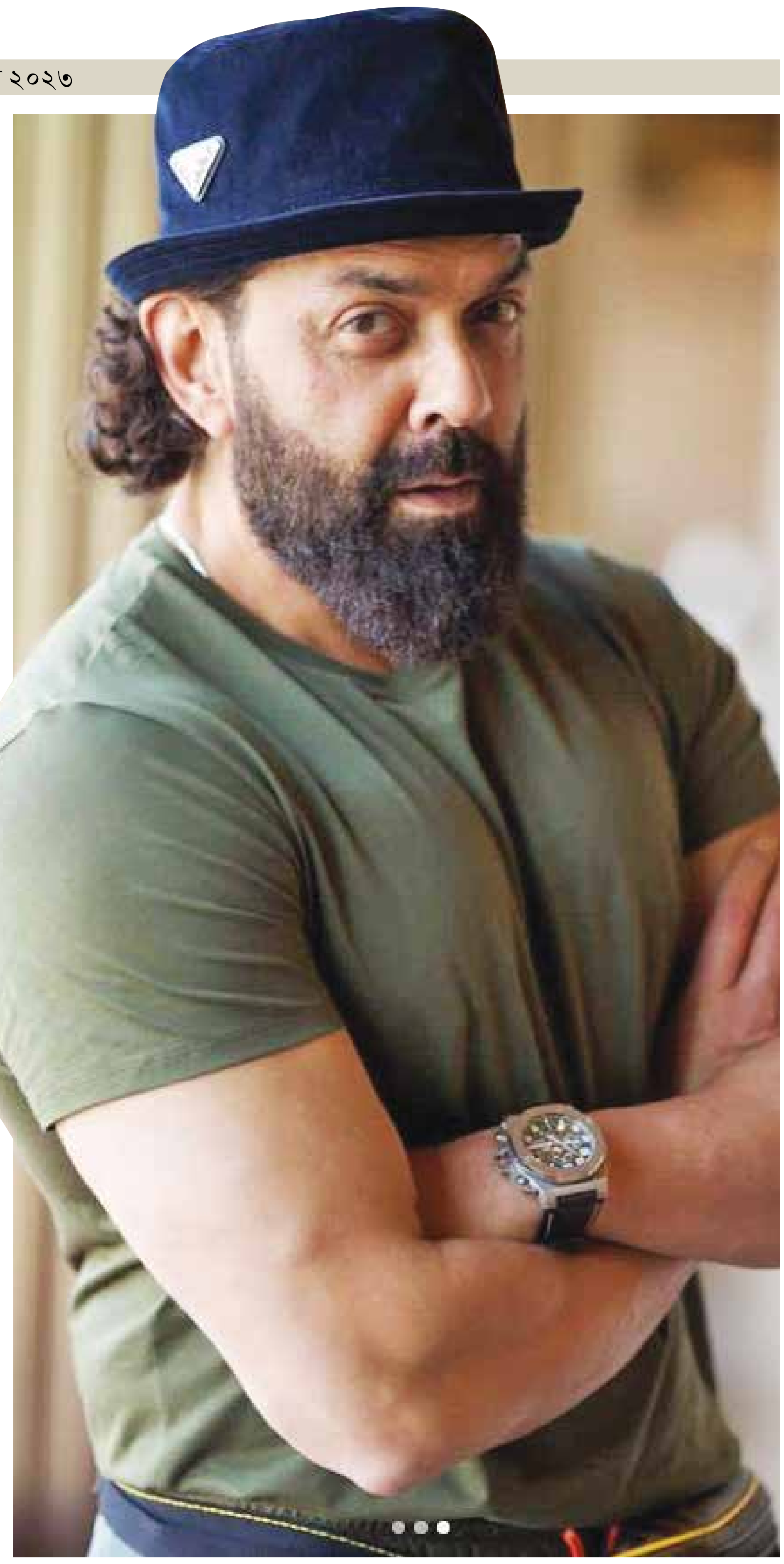

এ কটা ঝড় উঠেছিল। ধর্মেন্দ্রর কনিষ্ঠ পুত্র, সানি দেওলের ছোটভাই ববি দেওল হিন্দি ফিল্মে ডেবিউ করছেন। প্রযোজক বাবা। ছবির প্রচার সহ বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব নেন সানি নিজে। নায়িকা ডিম্পল–রাজেশ খান্নার কন্যা টুইঙ্কল। ডিম্পলের সঙ্গে আবার সানির প্রেম ছিল। সব মিলিয়ে বলি–সাম্রাজ্যে জমজমাট এন্ট্রি ছিল ববি দেওলের। ববির প্রথম ছবি ‘বাদল’ ভালো চলেনি, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে সাড়া জাগিয়েছিলেন। সে সাড়া এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে অভিষেক বচ্চনের প্রথম ছবি ‘রিফিউজি’ মুক্তির সময় অমিতাভ বচ্চন ধর্মেন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন ববির ছবির মুক্তি পিছিয়ে দিতে। ওই সময়েই ববির একটি ছবি–মুক্তির কথা ছিল। তাঁর ছবির মুক্তি না আটকালে পাঞ্জাব ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অভিষেকের ছবি চলার সম্ভাবনা কমে যাবে! স্বয়ং অমিতাভ এমন কথা ভেবেছিলেন। ঝাঁকড়া চুল, সরল মুখচোখ, হাসি, বেশ কিছু হিট ছবি, নামি নায়িকা, তবু...

ববি হারিয়ে গেলেন।

তবে হারিয়ে থাকলেন না। ফিরে এলেন।

এই মুহূর্তে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছবি অ্যানিম্যাল–এ নায়ক রণবীর কাপুরের সঙ্গে সমান তালে, কখনও একটু বেশিই হাততালি পাচ্ছেন ববি দেওল। ছবির মুক্তি আজ ১ ডিসেম্বর। প্রথমে টিজারে তাঁর ঝলক, পরে ট্রেলারেও মাত্র কিছুক্ষণের জন্য তাঁর উপস্থিতি শোরগোল তো ফেলেইছে, সঙ্গে এনেছে হাজারও অনুমান—বিব আসলে কী? কে তিনি? জন্তুর মতো কেউ? নরখাদক? ববিও অনুমানে জল–হাওয়া দিয়ে বলেছেন, ‘কিছু একটা খেয়েছি’। এই চরিত্রের জন্য নিজের চেহারার আমূল পরিবর্তন করেছেন, ট্রেনার প্রজ্জ্বল শেট্টির দেখানো রাস্তায় নিজেকে জন্তু–র মতো শক্তিশালী করে তুলেছেন, যার জন্য ট্রেলারে তাঁর রণবীরের সঙ্গে অ্যাকশন দৃশ্য দেখে দর্শক বলছে ববিই আসল জন্তু। ববির কাছে অবশ্যই এসব বড় উপহার। আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছোনোটা ববির কাছে সময়ের সঙ্গে লড়াইয়ে জেতার নজির।

অ্যানিম্যাল–এ ববির চরিত্রের বিশেষত্ব এখানেই শেষ নয়। ছবিতে তাঁর চরিত্রের কোনও সংলাপ নেই। এই চরিত্র পুরো ছবিতে কোনও কথা বলবে না। ছবির পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি বাঙ্গা বলেছেন, ‘ববির কথা মাথায় রেখেই চরিত্রটা লিখেছি। সংলাপ দিইনি ইচ্ছে করে। সব ভিলেনেরই বিশেষত্ব থাকে, এটা এই চরিত্রের বিশেষত্ব।’ এমন চরিত্র শুধু পর্দায় এসেই দায়িত্ব শেষ করে না, তার অভিনয়ের সেই মাত্রাও থাকতে হবে যাতে পুরো ছবি জুড়ে কোনও কথা না বলে চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন, অন্য চরিত্রের সঙ্গে সমন্বয় রাখবেন এবং ছবির গতিকে আটকে দেবেন না—ববির মধ্যে এতটা ছিল, নায়ক হবার দিনে তিনি নিজেও বোঝেননি। তবে আজ তিনি খুশি ভিলেন হয়ে। ববি বলেছেন, ‘আমাকে এই চরিত্রের জন্য ভাবা হয়েছে, এ আমার দ্বিতীয় জন্ম।’

শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানের পরিচালনায় আসছে ওয়েব সিরিজ স্টারডম। এতে ববি আছেন। রেড চিলিজের আগের ওয়েব সিরিজও তিনি করেছেন। দক্ষিণেও তিনি পা রাখছেন। নন্দামুরি বালাকৃষ্ণর সঙ্গে তেলুগু ছবিতে অভিনয় করবেন ববি। এখানেও কঠিন একটি পাথর ওলটালেন ববি। তাঁর পরিবারের কেউই এভাবে আওয়াজ তুলে দক্ষিণী ছবিতে কাজ করেননি। দেওল পরিবারের ঐতিহ্য তিনি তেমনভাবে মানেননি। বাবা ধর্মেন্দ্র, দাদা সানি—সফল। সাফল্যকে দু হাত ভরে নিয়েও সব হারিয়ে দেওল পরিবারের পরম্পরা থেকে ছিটকে যান তিনি। পরের পর ছবি ফ্লপ। তাৎপর্যহীন ছবি, শুধু ব্যর্থই নয়, ছবিগুলো ছাপ রাখতে পারেনি, তার উপস্থিতি বা অভিনয়ও জাতে ওঠেনি। হাতে তখন ছবি নেই। ববি যেন প্রমাণ করে দিলেন, হিন্দি সিনে–সাম্রাজ্যে নেপোটিজম নিয়ে চর্চা অর্থহীন। কিছুদিন আগে কফি উইথ করণ–এর চলতি সিজনের একটি পর্বে এসে তিনি বলেছিলেন, ‘চূড়ান্ত ব্যর্থতা আর হতাশায় ডুবেছিলাম। শুধু মদ খেতাম। ভাবতাম কেন কেউ আমাকে কাজ দেয় না! তুমিও (করণকে) দাওনি। একদিন শুনলাম, আমার ছেলে তার মাকে বলছে, বাবা বাড়িতে বসে থাকে, আর তুমি কাজ করতে যাও। প্রচণ্ড শক পেয়েছিলাম। তারপরই ঠিক করি, আর নয়, এবার ফিরতে হবে। তবে সময় লেগেছিল, রাতারাতি কিছু হয়নি।’ ববি চোখে জল নিয়ে বলেছিলেন।

সেই শুরু ববির ফেরা। প্রযোজকদের ফোন করা, তাদের অফিসে যাওয়া এবং কাজ চাওয়া-- ধর্মেন্দ্রর ছেলের পক্ষে যে কাজটাতেই ‘মাথা নীচু’ হওয়ার কথা ছিল। ববি ‘মাথা নীচু’ করাটা শুধু গিলে নেননি, হজম করেছিলেন। তিনি বলেছেন, ‘ছবিতে আমাকে কাস্ট করার পরও বাদ দেওয়া হয়েছে। একবার একজন প্রযোজক আমাকে বলেছিলেন, আমার আপত্তি নেই তোমাকে নিতে, কিন্তু ছবির প্রধান নায়ককে জিজ্ঞাসা করো, তার আপত্তি নেই তো! তার কিন্তু কোনও আপত্তি ছিল না।’ কথাগুলো বলে ববি ম্লান হাসলেন।

সলমন খানের কাছে কাজ চেয়েছিলেন ববি। তারপরই হয় রেস ছবিটি। সলমনের ছবি। অন্যদের সঙ্গে এতে ববিও ছিলেন। তবে ‘রেস’ চলেনি।

ফেরার লড়াইয়ে জেতার স্বাদ অনেকদিন পেয়েছিলেন ওয়েব সিরিজ ‘আশ্রম’ থেকে। পরিচালক প্রকাশ ঝা–র কাছ থেকে ফোন পেয়ে বিশ্বাস করতে পারেননি। প্রকাশের সঙ্গে দেখা হবার পরও তিনি বলেছিলেন, ‘আপনার কোনও ভুল হচ্ছে না তো?’ প্রকাশ বলেছিলেন, ‘আমি জানি, আমি কী করছি।’ ভণ্ড ধর্মগুরু বাবা নিরালা–র চরিত্রে অভিনয়ের পর ববি নিজেকে এবং দর্শক ববিকে আবিষ্কার করেন।

ববি নিজের অঙ্কে নতুন রাস্তা খুঁজেছেন, অনেকটা তাঁর অভিনীত নতুন চরিত্রের মতোই তাঁর কেরিয়ারের ইউ টার্ন হয়েছে—

নিঃশব্দে!

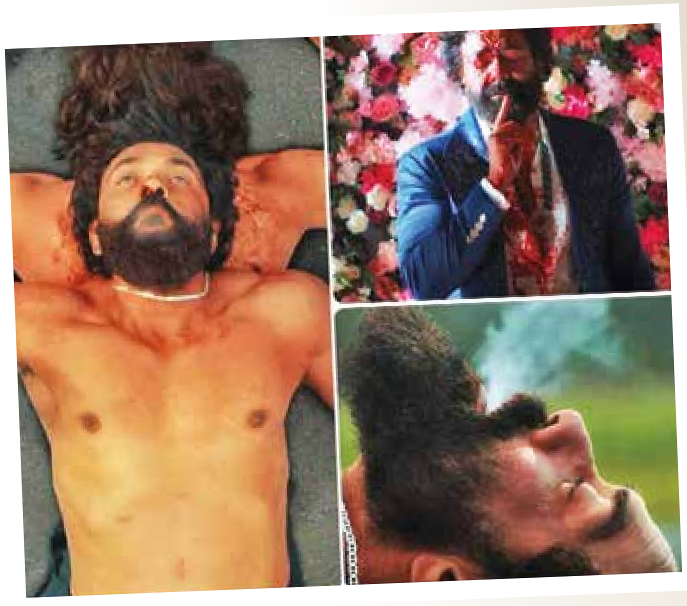

মেয়ের মা হলেন শুভশ্রী

বৃহস্পতিবার কন্যাসন্তানের জন্ম দিলেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এক্স প্ল্যাটফর্মে রাজ চক্রবর্তী এই খবর দিয়ে পোস্ট করেছেন, ‘আমাদের বাড়িতে ভালোবাসা ও আনন্দের আগমন হয়েছে। আমরা ভীষণ খুশি। আমাদের রাজকন্যার জন্য আশীর্বাদ চাই।’ তারপরই তাঁর কমেন্ট বক্সে শুভেচ্ছার বাণ ডেকেছে। লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মী এল চক্রবর্তী –পরিবারে। শুভশ্রী চেয়েছিলেন তাঁর মেয়ে হোক, তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। কোভিডের সময়ে শুভশ্রী জন্ম দেন পুত্র ইউভানের। তখনই ঠিক করেছিলেন ইউভান তিন বছরের হলে তাঁর খেলার সঙ্গী আনবেন। এবার সেই খেলার সঙ্গী এল। শুভশ্রী পুত্রের নামের সঙ্গে মিলিয়ে কন্যার নাম রেখেছেন ইয়ালিনি চক্রবর্তী।

মাইকেল পেলেন সত্যজিৎ নামাঙ্কিত সম্মান

গায়ায় অনুষ্ঠিত ৫৪তম ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের নামাঙ্কিত জীবনকৃতি সম্মান পেলেন হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা মাইকেল ডগলাস। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সারা জীবনের অবদানের জন্য এই সম্মান দেওয়া হল তাঁকে। পুরস্কার নিয়ে স্পষ্টতই অভিভূত এই অভিনেতা। মঞ্চে সে কথা উল্লেখও করেন। এর সঙ্গে উপরি পাওনা, মঞ্চে আরআরআর ছবির বিখ্যাত গান নাটু নাটু–র সঙ্গে রীতিমতো জমিয়ে নাচলেন তিনি। উল্লেখ্য, এই গানের জন্য কম্পোজার এম কিরাবানি অস্কার পেয়েছিলন। সম্প্রতি অ্যান্ট–ম্যান–ফ্র্যাঞ্চাইজির সুপার হিরো ছবিতে মাইকেলকে দেখা গিয়েছে।

দোনো মে বচ্চন হ্যায়

অভিষেক বচ্চন আর অগস্ত্য নন্দার ছবি শেয়ার করে অমিতাভ বচ্চন আবেগতাড়িত হয়ে এই মন্তব্য করেছেন। মেঘনা গুলজার পরিচালিত ছবি সাম বাহাদুর–এর প্রদর্শনে বচ্চন–পুত্র ও নাতি উপস্থিত ছিলেন। দুজনে ছবিও তুলেছেন একসঙ্গে। সেই ছবি পাপারাৎজিরা প্রকাশ করতেই তা শেয়ার করে সিনিয়র বচ্চন লিখেছেন, ‘রক্ত বইছে। দুজনেই বচ্চন। তাঁর আশীর্বাদ সবসময় তোমাদের ওপর থাকুক।’(রক্ত বহতা হ্যায়। দোনো মে বচ্চন হ্যায়। উনকা আশীর্বাদ সদা তুম দোনো পে।) এই পোস্ট দেখে অমিতাভর নাতনি নভ্যা নভেলি নন্দা হার্ট ইমোজি দিয়ে দাদুর মন্তব্যের উত্তর দিয়েছেন। অভিষেকও বড় আলিঙ্গনের ইমোজি দিয়ে এর উত্তর দিয়েছেন। অমিতাভর ফ্যানেরাও তাঁর এই পোস্টের জন্য ভালোবাসা জানিয়েছেন। আবার অভিষেক ও অগস্ত্যর ছবি দেখে অনেকে লিখেছেন, ‘অগস্ত্যকে অভিষেকের ভাই মনে হচ্ছে, ভাগ্নে নয়। কেউ লিখেছেন অভিষেক তাঁর জুনিয়ার ভার্সানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ অগস্ত্যকে অভিষেকের কপিপেস্ট বলে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত, অগস্ত্যর প্রথম ছবি দ্য আর্চিজ আগামী ৭ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে, নেটফ্লিক্সে।

বিয়েতে কী পরবেন জানেন না সন্দীপ্তা

সপ্তাহখানেক বাদেই বিয়ে। অথচ কী পরবেন, এখনও জানেন না সন্দীপ্তা। আসলে ভেবেই পাচ্ছেন না তিনি। বিভিন্ন সিরিয়ালে এতবার বউ সেজে ফেলেছেন, যে নতুন কী সাজ বাকি আছে, তাই বুঝে উঠতে পারছেন না। সন্দীপ্তাকে বিয়ের সাজ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন, ‘মেগা সিরিয়ালে অনেকবার বিভিন্নভাবে বউ সেজে ফেলেছি। তাই ইচ্ছে আছে হালকা সাজগোজের।’ মেহেন্দি পরার ইচ্ছে একেবারেই নেই। তবে আলতা পরতে পারেন।

তবে এনগেজমেন্টের দিন সন্দীপ্তা ভেবে রেখেছেন লেহঙ্গা পরবেন। সৌম্য পরবেন তাঁর সঙ্গে মানানসই ইন্দো–ওয়েস্টার্ন পোশাক। তবে বিয়ের পোশাক সৌম্য ফাইনাল করে ফেললেও, ভাবনাচিন্তা চালিয়েই যাচ্ছেন সন্দীপ্তা। শাড়ি না লেহেঙ্গা, কিছুই এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি।

বছর দুয়েকের সম্পর্ক পরিণতি পাবে ডিসেম্বর মাসে। ২ ডিসেম্বরে হবে আংটি বদল। আর বিয়েটা ৭ ডিসেম্বর। টলিপাড়ার এই জুটির বিয়ে দেবেন মহিলা পুরোহিত নন্দিনী ভৌমিক। হবে না কোনও কন্যাদান। বিয়ের দিনই রিসেপশন পার্টি থ্রো করছে বর–কনে। আপাতত জোর কদমে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এমনিতে দুজনেই বড় ব্যস্ত। কাজের ফাঁকে সময় বের করেই চলছে কেনাকাটা।

মহারাজ এবার বলিউড সিংহাসনে

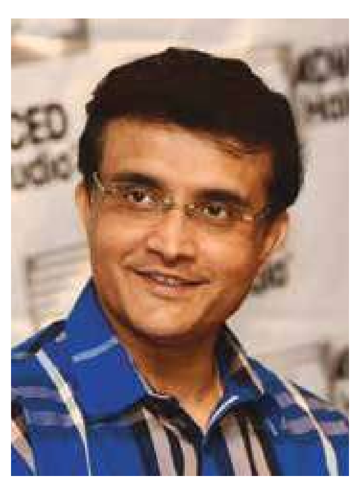

অবশেষে স্বস্তি, নায়ক ঠিক হয়েছে। সেই কবে থেকে হচ্ছে–হবে করে দিন কাটছে, কিন্তু শুরু আর হয় না! বাংলার মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক নিয়ে বেশ কিছু বছর ধরেই চর্চা তুঙ্গে। দাদাগিরি রিয়্যালিটি শোয়ে এই প্রসঙ্গে মুখও খুলেছিলেন বাংলার দাদা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবার আসল নামটা সামনে এল। না, কাপুর পরিবারের কাছে নয়, বরং এই ছবি প্রস্তাব পেলেন আয়ুষ্মান খুরানা। আয়ুষ্মান খুরানা বরাবরই খুব ভালো ক্রিকেট খেলতে পারেন। আর এই ছবিতে নির্বাচন হওয়ার জন্য প্রাথমিক শর্ত ছিল এটাই।

এক সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বসেন আয়ুষ্মান খুরানা। তাঁর ইচ্ছেপূরণের তালিকায় থাকা একটি ছবি তিনি করতে চলেছেন। এও জানিয়ে দেন, সেই ছবি ক্রিকেটকে কেন্দ্র করেই। আয়ুষ্মানের এই মন্তব্য শোনার পর থেকেই দুইয়ে দুইয়ে চার করে নিতে খুব একটা অসুবিধে হল না। ফলে সকলেই এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় দিন গুনছেন, কবে এই ছবির কাজ শুরু হবে।

ইম্ফলে বিয়ে সারলেন রণদীপ, লিন

বুধবার বিয়ে হয়ে গেল অভিনেতা রণদীপ হুড়া ও লিন লাইশ্রমের। ইম্ফলে একেবারেই ঘরোয়া অনুষ্ঠানে, ঘনিষ্ঠ মানুষজনের উপস্থিতিতে মেইতেই প্রথা মেনে বিয়ে হল তাঁদের। বিয়ের ছবি শেয়ার করে নবদম্পতি পোস্ট করেছেন, ‘আজ থেকে আমরা এক, জাস্ট ম্যারেড।’ রণদীপ পরেছিলেন ঐতিহ্যবাহী পোশাক। পাজামা, কুর্তা, ও মাথায় পাগড়ি। স্থানীয় ভাষায় কোকিয়েট। কনে উজ্জ্বল হয়েছিলেন পোটলোই–তে।

এই খবর পাবার পর প্রিয়াংকা চোপড়া তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন অভিনন্দন। অনেক ভালোবাসা রণদীপ ও লিনকে। এছাড়া নীনা গুপ্তা, বিজয় ভার্মা, সায়নী ঘোষ, গুণিত মোঙ্গা, মানবী গাগরু, আদিল হুসেন, তারা শর্মা প্রমুখ তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সপ্তাহখানেক আগেই দুই অভিনেতা তাঁদের বিয়ের কথা ঘোষণা করে যৌথভাবে লেখেন, ‘মহাভারতে যেমন অর্জুন মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছিলেন, আমরাও বিয়ে করছি পরিবার ও বন্ধুদের আশীর্বাদ নিয়ে। বিয়ে হবে ইম্ফলে, রিসেপশন হবে মুম্বাইয়ে। আপনাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ চাই এই দুই সংস্কৃতির মিলনের দিনে। এই মিলনের কাছে আমরা ঋণী এবং ধন্য।’ রণদীপ হুড়া পরিচিত মনসুন ওয়েডিং, জন্নত ২, সাহেব বিবি অর গ্যাংস্টার ইত্যাদি ছবিতে অভিনয়ের জন্য। তিনি মার্ভেল স্টার ক্রিস হেমসওয়ার্থের সঙ্গে এক্সট্র্যাকশন–এও কাজ করেছেন। অন্যদিকে লিন মডেল, অভিনেত্রী এবং একজন এন্টারপ্রেনার। তিনি ওম শান্তি ওম, মেরি কম, রঙ্গুন, জানে জাঁ ইত্যাদি ছবিতে ছোট পরিসরে অভিনয় করেছেন।

টিম তারাদের কথা মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, শবরী চক্রবর্তী, অমিত মজুমদার, রমাপদ পাহাড়ি ফেসবুক পেজ www.facebook.com/taraderkatha

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
শিলিগুড়ি ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 1 December 2023 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

বিরাট, রোহিতকে ছাড়া টি২০ দল

বারোর পাতায়

শাহি সভা না জমায় অসন্তোষ

নয়ের পাতায়

শা ফিরতেই সিবিআই

২৯ নভেম্বর
বাংলায় দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না।
–অমিত শা

৩০ নভেম্বর
অমিত শা নিশ্চয়ই বলে গিয়েছেন। তারপরই এই সিবিআই হানা।
–ফিরহাদ হাকিম

বিধায়কের বাড়ির শৌচালয়েও টাকা

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কলকাতা ছাড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তৎপর হয়ে উঠল সিবিআই। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বুধবার সকাল থেকে শুরু হল তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তল্লাশি হয়েছে তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের বাড়িতে। কোচবিহারে অবশ্য একটি বিএড কলেজে হানা দেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তবে টাকা উদ্ধার হয় শুধু মুর্শিদাবাদের ডোমকলের বিধায়ক জাফিরুল ইসলামের বাড়ি থেকে।

বৃহস্পতিবার রাতে সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী জাফিরুলের বাড়ি থেকে প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে সিবিআই। রাতেও মেশিন দিয়ে টাকা গোনা চলে। ডোমকলের ওই বিধায়কের শুধু শৌচাগারের লফটে মজুত ছিল ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। পরে তাঁর অন্যান্য ঘর থেকে আরও নগদ ২৫ লক্ষ টাকা ও বেশ কিছু সোনা-গয়না আটক করা হয়।

বুধবার কলকাতায় এসে বিজেপির জনসভায় অমিত শা হুমকি দিয়েছিলেন, 'বাংলায় দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না।' পরদিনই সিবিআইয়ের এই সক্রিয়তার সঙ্গে শা'র মন্তব্যের যোগ দেখছে তৃণমূল নেতৃত্ব। পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম দুপুরেই বলেন, 'অমিত শা নিশ্চয়ই বলে গিয়েছেন। তারপরই এই সিবিআই হানা।' ডোমকল, কোচবিহার ছাড়াও সিবিআই পৌঁছে গিয়েছিল তৃণমূল বিধায়ক তথা পরিচিত কীর্তন গায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তীর বাড়িতে।

দেবরাজ বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলার। কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তের বাড়িতেও হানা দেয় সিবিআই। বাপ্পাদিত্য একসময় প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। পার্থর ক্লাব বলে পরিচিত উদয়ন সংঘের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা তিনি। ডোমকলের বিধায়ক ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই।

ফিরহাদ অবশ্য চ্যালেঞ্জ করেছেন, 'এসব করে কোনও লাভ হবে না। বিজেপি আমাদের সঙ্গে লড়তে পারবে না। এজেন্সি বা পুলিশ দিয়ে লড়াই হয় না।' বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ প্রথম খবর মেলে যে, বড়ঞার কুলিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী সুজল আনসারি ওরফে ঝন্টু শেখের বাড়িতে তল্লাশি হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

মানিক-যোগে কোচবিহারে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩০ নভেম্বর : তাঁর সঙ্গে 'চ্যানেল' ছিল নাকি খোদ মানিক ভট্টাচার্যের। নিয়োগ দুর্নীতিতে নাকি এতটাই জড়িয়ে ছিলেন কোচবিহার-২ ব্লকের বাসিন্দা শ্যামল কর। তাঁর খোঁজেই এদিন রাজারহাটের টেঙ্গনমারি বিএল এডুকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে হানা দেয় সিবিআইয়ের বিশেষ দল। তবে যাঁকে নিয়ে এত হইচই, তাঁর সন্ধান কিন্তু পাওয়া যায়নি। আর যাবেই বা কী করে? তিনি তো বছরখানেকের বেশি ঘরছাড়া। অগত্যা তাঁর ভাই সজল করকে প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে ম্যারাথন জেরা করেন সিবিআই আধিকারিকরা। কী কী তথ্য মিলেছে, তা নিয়ে একটুও মুখ খুলতে চাননি তাঁরা। জিজ্ঞাসাবাদের পর্ব শেষে কিন্তু সজলকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিবিআইয়ের সাঁড়াশি অভিযান চলে। কলকাতায় তৃণমূলের দুই কাউন্সিলার, মুর্শিদাবাদের ডোমকলে তৃণমূল বিধায়কের বাড়ির পাশাপাশি কোচবিহারেও সিবিআই অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়ে সকালেই। প্রথমেই সিবিআইয়ের একটি টিম কোচবিহার-২ ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি সজল সরকারের বাড়ির চত্বরে যায়। সেখানে তাঁর দাদা সুবল সরকারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অবশ্য সেখান থেকে তাঁরা বেরিয়ে যান। চলে যান টাঙ্গনমারি বিএড কলেজে। পাশাপাশি সিবিআইয়ের আরেকটা ছোট দল যায় বিএড কলেজের এক সময়ের অন্যতম কর্ণধার শ্যামল করের বাড়িতে। ওই তৃণমূল নেতার বাড়িতে যাওয়া প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, নামের ভুলেই নাকি সিবিআই কর্তারা ওই বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন।

সিবিআইয়ের কর্তারা কলেজে ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই কলেজের অন্যতম কর্ণধার সজল করকে হন্তদন্ত হয়ে কলেজে ঢুকতে দেখা যায়।

এরপর দশের পাতায়

দিনভর হইচই

- নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে শ্যামল করের খোঁজে রাজারহাটে বিএড কলেজে সিবিআই
- হানার খবর পেয়েই হন্তদন্ত হয়ে কলেজে আসেন শ্যামলের ভাই সজল
- বছরখানেকের বেশি শ্যামল ঘরছাড়া থাকায় টানা জেরা সজলকেই
- সন্ধের পর সজলকে নিয়ে খাগড়াবাড়ির বাড়িতে যায় সিবিআই

সজল করকে (মাঝে আকাশি শার্ট পরা) নিয়ে কলেজ থেকে বেরোচ্ছে সিবিআই। কোচবিহারে বৃহস্পতিবার। ছবি : জয়দেব দাস

উত্তরের খোঁজে

বঙ্গ রাজনীতির রম্যরচনা এবং উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যে সেমিকোলনের মতো হারিয়ে যাচ্ছে রম্যরচনার দিন। এমন আক্ষেপ করতে দেখা যায় অনেক সাহিত্যপ্রেমীকে। সৈয়দ মুজতবা আলি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়দের নাম করে হাহাকার হয়।

সমস্যা নেই। রাজনীতিকদের ভাষণ শুনলে, রাজনীতিকদের কাজকর্মে খেয়াল রাখলে অনেক রম্যরচনা লেখা হয়ে যাবে।

রম্যরচনা কী? প্রধানত লঘুচালে লেখা হাস্যরসাশ্রিত সুখপাঠ্য রচনা।

জানেন তো, সেদিন অমিত অনিল চন্দ্র শা এসে ভাষণ দিয়ে গেলেন কলকাতায়। কী ভাষণ দিলেন, কতটা পুরোনো সংলাপের পুনরাবৃত্তি, কতটা নতুন, সেই বিতর্কে ঢুকছি না। শুধু টুইটারে অমিত নিজের ভাষণের যে ভিডিও ক্লিপিংস পোস্ট করলেন, সেটা দেখতে বলি। হিন্দি ভাষণের বাংলা অনুবাদ পর্দার নীচে স্ক্রল করা হচ্ছিল। সেখানে বাংলা ভাষার দলাই মলাই দেখে মনে হল, বিজেপির বাঙালির পার্টি হতে অনেকই দেরি।

২২ কোটি লিখতে হচ্ছে 22 কোটি। বাক্য গঠনে কখনও আপনি, কখনও তুমি। বাক্য মাঝেমাঝেই হাস্যকর। শব্দও অর্থহীন। আজকাল গুগল ট্রান্সলেশনের সাহায্যে নয়াদিল্লি বা মুম্বইয়ে এমন বাংলা বিজ্ঞাপন তৈরি হয়, যা স্তম্ভিত করে দেয়। এভাবে বাংলা লেখা যায় বুঝি? রাজনীতিতেও চোখে পড়ল সেই এক ব্যাপার।

অমিত অনিল চন্দ্র শা শোনালেন, 'গুজরাটে রাজনীতি করে এসেছি। কখনও দেখিনি, একজন নেতার বাড়ি থেকে এত নোটের বান্ডিল পাওয়া যাচ্ছে।' তিনি নেতার বাড়িতে এত নোটের বান্ডিল দেখেননি। মানেটা কী? গুজরাটে তা হলে এমনিতে অন্যদের বাড়িতে প্রচুর টাকা দেখা যায়, তিনি মেনে নিচ্ছেন? টাকা নেওয়ার কথা বললেন। অথচ তাঁর পাশে মঞ্চেই ছিলেন এমন নেতা, যাঁকে ঘুষের টাকা নিতে দেখা গিয়েছে টিভিতে। তৃণমূল নেতাদের মতোই।

রম্যরচনা হবে তো?

মাঝে একদিন কলকাতায় কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাড়া দিয়ে হাঁটছি। সেখানে দেখি মুখ্যমন্ত্রীর আর এক ভাই কার্তিকের প্রশংসা করে ব্যানার, দেওয়াল লিখন। মমতা-অভিষেকের জয়ধ্বনির পাশে কার্তিকেরও জয়ধ্বনি।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

আবার উত্তাপ বিধানসভায়

একদিকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও অন্যদিকে দুর্নীতি ইস্যুতে বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও তৃণমূল ও বিজেপি বিধায়কদের স্লোগান ও পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত হল বিধানসভা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে বিধানসভার সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া লোকজনও দাঁড়িয়ে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী বিধানসভা চত্বরে মোতায়েন করতে হয়।

বিস্তারিত নয়ের পাতায়

রাগাকে চ্যালেঞ্জ নমোর

জাতিগত জনগণনা নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দ্বৈরথে এবার পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা শীর্ষক এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি বলেন, 'আমার কাছে সবথেকে বড় চারটি জাত হল গরিব, যুবক, মহিলা এবং কৃষক। এই মানুষগুলির উত্থান হলেই ভারত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।'

বিস্তারিত আটের পাতায়

সমলিঙ্গে বিয়ের স্বীকৃতি নেপালে

ভারত পারেনি, নেপাল পারল। সমলিঙ্গের বিবাহে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি স্বীকৃতির শংসাপত্র দেওয়া হল। প্রথম এই সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন রূপান্তরকামী মহিলা ৩৫ বছরের মায়া গুরুং ও ২৭ বছর বয়সি সমকামী সুরেন্দ্র পান্ডে। নেপালের পশ্চিম লামজুং জেলা কর্তৃপক্ষ বিয়ের শংসাপত্রটি দিয়েছেন। এশিয়ার মধ্যে এতদিন একমাত্র থাইল্যান্ডেই সমলিঙ্গের বিয়ের আইনি স্বীকৃতি ছিল।

বিস্তারিত আটের পাতায়

যাত্রী সেজে টোটো ভাড়া করে চালককে খুনের চেষ্টা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৩০ নভেম্বর : রাখে হরি মারে কে! এই প্রবাদের মর্মার্থ কী তা ভারত-নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন মনজাইজোতের টোটোচালক দিলীপ ছেত্রী এখন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন।

করারই কথা। বছর তিরিশের দিলীপকে দুষ্কৃতীরা চায়ের সঙ্গে নেশার সামগ্রী খাইয়ে গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে খুনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দিলীপের ভাগ্য সহায়। বুধবার রাতে পুলিশ সেই সময়ই বাগডোগরার অদূরে সিঙ্গিঝোরা চা বাগানের নির্জন জায়গাটিতে পৌঁছে ওই টোটোচালককে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচান। এই ঘটনায় যুক্ত অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত জনাব আলি ও নজরুল ইসলাম যথাক্রমে ভক্তিনগরের মান্তাদারি ও রাজগঞ্জের প্রধানপাড়ার বাসিন্দা। পাশাপাশি, দুষ্কৃতীদের ব্যবহৃত একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার আদালতে পাঠানো হয়। তদন্ত চলছে। টোটো হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হলেও দুষ্কৃতীরা কেন এজন্য চালককে খুনের চেষ্টা করবে সেই প্রশ্ন তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। এই ঘটনার সঙ্গে আগের কোনও শত্রুতার জের আছে কি না তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

বৃহস্পতিবার দিলীপের সঙ্গে কথা বলার সময়ও তিনি খুবই আতঙ্কে ছিলেন। কোনও মতে বললেন, 'কিলাকাটা যাওয়ার জন্য বুধবার বিকালে দুজন পানিট্যাঙ্কি থেকে আমার টোটো ভাড়া করে। যাওয়া-আসা মিলে ৪০০ টাকা ভাড়া ঠিক হয়। রাস্তায় এক দোকানে চা, বিস্কুট খেয়ে ফের টোটো চালানোর সময় আমার চোখ ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছিল। ওই সময় যাত্রীদের একজন আমাকে সরিয়ে টোটো চালাতে শুরু করে। এরপর কী হয়েছে তা আমার মনে নেই। ঘুমের ঘোর কাটার পর দেখি আমি পুলিশের হেপাজতে রয়েছি। পুলিশ সময়মতো ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বলেই আমি প্রাণে বেঁচে যাই।'

অন্য পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি প্রবেশনারি এসআই অভিজিৎ দাস বুধবার রাতে বাগডোগরা থানার টহলদারি ভ্যানে ডিউটিতে ছিলেন। এশিয়ান হাইওয়েতে টহল দেওয়ার সময় সিঙ্গিঝোরা চা বাগানের

এরপর দশের পাতায়

সেয়ানে সেয়ানে

পাঁচ রাজ্যে ফল প্রকাশ ৩ ডিসেম্বর। এগজিট পোলে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

মধ্যপ্রদেশ (২৩০)

	টুডেজ চাণক্য	পোলস্ট্র্যাট	সি ভোটার
কংগ্রেস	৭৪(+-১২)	১১১-১২১	১১৩-১৩৭
বিজেপি	১৫১(+-১২)	১০৬-১১৬	৮৮-১১২
অন্যান্য	৫(+-৪)	০-৬	২-৮

রাজস্থান (১৯৯)

	পোলস্ট্র্যাট	সি ভোটার	টুডেজ চাণক্য
কংগ্রেস	৯০-১০০	৭১-৯১	১০১ (+-১২)
বিজেপি	১০০-১১০	৯৪-১১৪	৮৯ (+-১২)
অন্যান্য	০৫-১৫	৯-১৯	৯ (+-৭)

ছত্তিশগড় (৯০)

	পোলস্ট্র্যাট	টুডেজ চাণক্য	সি ভোটার
কংগ্রেস	৪০-৫০	৫৭(+-৮)	৪১-৫৩
বিজেপি	৩৫-৪৫	৩৩(+-৮)	৩৬-৫৪
অন্যান্য	০-৩	০(+-৩)	০-৪

তেলেঙ্গানা (১১৯)

	পোলস্ট্র্যাট	সি ভোটার
কংগ্রেস	৪৯-৫৬	৪৯-৬৫
বিআরএস	৪৮-৫৮	৩৮-৫৪
বিজেপি	৫-১০	৫-১৩
মিম	৬-৮	৫-৯

মিজোরাম (৪০)

	ইটিজি	সি ভোটার	সিএনএক্স
কংগ্রেস	০	২-৮	৮
বিজেপি	০	০	১
এমএনএফ	১৪-১৮	১৫-২১	১৪
জেডপিএম	১০-১৪	১২-১৮	১৭
অন্যান্য	৯-১৫	০-৫	০

আজ ফিরছেন মানিক, গ্রাম অপেক্ষায়

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৩০ নভেম্বর : টানা ১৭ দিন উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারায় অন্ধকার সুড়ঙ্গে কাটিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুক্তি পেয়েছেন মানিক তালুকদার সহ ৪১ জন শ্রমিক। সব ঠিক থাকলে শুক্রবার রাতের মধ্যেই তুফানগঞ্জের বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকাডরা গেরগেন্দারপাড়ের বাড়িতে ফিরতে চলেছেন মানিক। সঙ্গে আসবেন তাঁর ভাইপো বিনয় ও আত্মীয় গৌতম চন্দ। নিশ্চিত মৃত্যুমুখ থেকে প্রিয়জন বাড়ি ফিরছেন, এই খবরে এখন তালুকদারবাড়ি সহ গোটা গ্রামে উৎসবের মেজাজ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উদ্ধারের পর মানিক সহ অন্য শ্রমিকদের স্থানীয় চিনিয়ালিসৌর হাসপাতালে রাখা হয়। বুধবার আকাশপথে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় হৃষীকেশের এইমসে। সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বৃহস্পতিবার ছেড়ে দেওয়া হয় সকলকে। এদিন সন্ধ্যায় মানিকের ভাইপো বিনয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তাঁরা দিল্লির বিমান ধরতে দেরাদুন বিমানবন্দরে রয়েছেন। বিনয় বলেন, 'রাতে দিল্লিতে থাকব আমরা। শুক্রবার সেখান থেকে বিমানে বাগডোগরায় পৌঁছাব। তারপর সড়কপথে সোজা বাড়ি।' তবে শেষ মুহূর্তে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে এই সূচি কিছুটা বদলেও যেতে পারে।

মানিককে সামনাসামনি দেখতে তাঁর স্ত্রী সোমা, ছেলে মণি সহ আত্মীয়, প্রতিবেশীদের যেন আর তর সইছে না। ১৭ দিন ধরে অন্ধকার সুড়ঙ্গে বন্দি প্রিয়জনের জন্য তাঁরা ধৈর্যের কঠিন পরীক্ষা দিয়েছেন। এখন সময় যেন আর কাটছে না তাঁদের। খুব তাড়াতাড়ি সকলে মিলে আনন্দ উদ্দীপনায়

এরপর দশের পাতায়

চা বাগানের গাছ অধিগ্রহণে বাড়ল ক্ষতিপূরণ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩০ নভেম্বর : জনকল্যাণকর নানা প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য মাঝেমধ্যেই ডুয়ার্স, তরাই ও পাহাড়ের চা বাগানের লিজ হোল্ড জমি অধিগ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে জমি বাবদ ক্ষতিপূরণের নির্দিষ্ট অঙ্ক তো রয়েইছে। ওই জমির ওপর থাকা চা গাছ সহ ছায়াগাছ উপড়ে ফেলা বাবদ ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও রয়েছে। এবারে রাজ্য সরকার দু'রকমের গাছ বাবদ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল। চা বণিকসভা ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই।'

সম্প্রতি ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর ওই মর্মে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। সেখানে প্রতি চা গাছ বাবদ সমতলের ক্ষেত্রে বাগানগুলি ক্ষতিপূরণ পাবে ৩৩১ টাকা করে। পাহাড়ের জন্য সেই দাম ধরা হয়েছে ৩৫৪ টাকা করে। অন্যদিকে, পাহাড় বা সমতল দুই এলাকার বাগানের ক্ষেত্রেই ছায়াগাছ প্রতি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ঠিক করা হয়েছে ৬ হাজার টাকা করে। বাগান মালিকরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তবে সেইসঙ্গে জমি অধিগ্রহণের জন্য বর্তমান ক্ষতিপূরণের দর বাড়ানোর দাবিও তুলেছেন।

দপ্তর সূত্রে খবর, জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক, চেকপোস্ট, বর্ডার আউটপোস্ট, বিমানবন্দর ইত্যাদি সরকারি কাজের জন্য ক্ষতিপূরণের

অঙ্ক নতুন করে বেড়েছে। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এই নতুন সিদ্ধান্ত বলবৎ হবে। এর আগে ওই সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের সর্বশেষ সরকারি নির্দেশিকাটি ছিল ২০১৬ সালের। এতদিন সমতলের চা গাছপ্রতি দর ছিল ১৩৫ টাকা ও পাহাড়ের ক্ষেত্রে ১৫৫ টাকা। অন্যদিকে, ছায়াগাছ পিছু পরিমাণ ছিল ৪ হাজার টাকা। চা মহল জানাচ্ছে, এশিয়ান হাইওয়ে থেকে জাতীয় সড়ক ও রেললাইন নির্মাণ, তারপর সম্প্রতি হাসিমারার প্রস্তাবিত বিমানবন্দর তৈরি ইত্যাদি সরকারি প্রকল্পের কাজে চা বাগানের জমি অধিগ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এরপর দশের পাতায়

কিশোরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ মা-ঠাকুমার

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : নেশাসক্ত হয়ে কখনও পাড়ায় ঝামেলা করছে, কখনও চুরি করা সামগ্রী নিয়ে আসছে বাড়িতে। বাধা দিলেই বাড়িতে বয়স্ক ঠাকুমা এবং দাদুর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাচ্ছে। ১২ বছরের কিশোরের এমন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষে থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন মা, ঠাকুমা। ঘটনাটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের টিকিয়াপাড়া এলাকার। স্থানীয় কাউন্সিলার সম্প্রীতা দাসকেও পাড়ার বাসিন্দারা ওই কিশোর ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক কিশোরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ পরিবার থেকে এলাকার মানুষ। অভিযোগ, রাত হতেই ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাইমারি স্কুলের সামনে ফাঁকা জায়গায় অন্ধকারে নেশার আসর বসায় ওই কিশোর ও তার বন্ধুরা। কয়েকজন আশপাশের এলাকা থেকেও আসে। লামা, গাঁজার নেশা চলে। নেশা করার পর এলাকায় ঝামেলা থেকে শুরু করে চুরির মতো একাধিক অপরাধে জড়িয়েছে এই কিশোররা। পরিজনরা বকাবাকি করলে অভিযুক্ত কিশোর বৃদ্ধ ঠাকুমা এবং ঠাকুরদাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। শেষে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ঠাকুমা এবং মা মিলে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ওই কিশোর শহরেরই একটি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। এরপর আর সে স্কুলে যায়নি। টিকিয়াপাড়ার রেল কলোনির বস্তিতে খুপরি ঘরে বাস ওই পরিবারের। বাবা ছোটবেলায় ছেড়ে চলে গিয়েছে। মা, ঠাকুমা এবং ঠাকুরদা মিলে বড় করেছে ওই কিশোরকে। তাই পরিবারের শাসন বলতে তেমন কিছু নেই।

বুধবার রাতে এলাকায় যায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের বকাঝকা করে চলে আসে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া না গেলে অন্তত কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হোক, এমনই চাইছেন এলাকাবাসী ও কিশোরের পরিবার।

কাউন্সিলার সম্প্রীতার বক্তব্য, 'আমি নিজে বেশ কয়েকবার ওই মাঠে গিয়ে কয়েকজনকে ধরেছি। পুলিশকেও বলা আছে। পুলিশ এসে মাঝে মাঝে রাউন্ড দিচ্ছে। কয়েকজনকে তুলেও নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে থানা থেকে ছেড়ে দিচ্ছে।'

এই নেশাসক্ত কিশোরদের স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা, কাউন্সেলিং করা,

এরপর দশের পাতায়

নেশায় বেপরোয়া

- সঙ্গীরা মিলে নেশা করার পর পাড়ায় হুজ্জতি, চুরি করার মতো অভিযোগ
- বাড়িতে শাসন করায় দাদু-ঠাকুমাকে মারধর করে কিশোর
- কাউন্সিলারের কাছে নালিশ স্থানীয়দের
- পুলিশ ধমক দিলেও শোধরায়নি কিশোররা

৬টি প্রাণ বাঁচাতে একজোট ব্যবসায়ীরা

নীলাংশু চক্রবর্তী

জামালদহ, ৩০ নভেম্বর : পথ দেখিয়েছেন সুদূর গুজরাটের ট্রাকচালক সুনীল হেমতরাম কাপড়ি, যিনি মা হারানো নয়টি সারমেয়র জন্য প্রায় দেড় মাস আস্তানা গেড়েছিলেন শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে। এবার এমনই মানবিক ঘটনার নজির দেখা গেল মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহে, যেখানে মা হারানো ছয়টি সারমেয়র জন্য একজোট হলেন ব্যবসায়ীরা।

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাতে। জামালদহ বাজারের দুর্গাবাড়ির এক ওষুধের দোকানের পেছনে তিনদিন আগে ছয়টি বাচ্চার জন্ম দেয় এক সারমেয়। তার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে সেই মা। ঘটনাটি বুধবার রাত আনুমানিক ৯টার সময় চোখে পড়ে স্থানীয় কিছু দোকানদারের। বাজারের ইন্দিরা চৌপথি এলাকায় তখন সেই ছয় বাচ্চার জন্ম দেওয়া মা সারমেয় অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ব্যবসায়ীরা তার চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করেন স্থানীয় প্রাণীবন্ধু সহ আরও দুজনের সঙ্গে। কিন্তু তাঁরা সবাই না করে দেন। ওই রাতেই প্রাণ হারায় মা সারমেয়।

বৃহস্পতিবার সকালে বাজারে এসে বিষয়টি নজরে আসে স্থানীয় কিছু দোকানদারের। চিন্তায় পড়ে যান ব্যবসায়ী উদয়ন ঘোষ, অপূর্ব সরকার, রাজেশ সরকাররা। তখন সদ্য মা হারানো চোখ না ফোটা ছয়টি ছানার তীব্র চিৎকার তাঁদের কানে এসে পৌঁছায়। আর দেরি না করে সবাই ওই ছানাদের দেখভালে লেগে পড়ে। কেনা

কুকুর ছানাকে দুধ খাওয়ানোর মুহূর্ত। বৃহস্পতিবার জামালদহ বাজারে।

হয় গোরুর দুধ এবং দুধ খাওয়ানোর বোতলও। স্থানীয় এক দোকানে সেই দুধ গরম করা হয়। ওই ছানাদের সেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে উদ্ধার করে রাখা হয় একটি বড় খোলা বাক্সে, যাতে তাদের ঠান্ডা না লেগে যায়। বাক্সে রাখা হয় গরম পোশাকের টুকরো।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যবসায়ী মন্টু দাস বলেন, 'বুধবার রাতে ওই মা সারমেয়র চিকিৎসার জন্য আমরা অনেকবার ফোন করেও স্থানীয় প্রাণী চিকিৎসক মহলের সাড়া পাইনি। তাই সদ্য মা হারানো এই ছানাগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।'

আরেক ব্যবসায়ী কৃষ্ণ সরকার রীতিমতো আর্জি জানান, যদি কোনও পশুপ্রেমী সংগঠন এই ছয়টি ছানার দায়িত্ব নেয় তাহলে খুব ভালো হয়। কারণ, তাঁরা রাতে দোকান বন্ধ করে সবাই বাড়ি ফিরে যান।

ছাত্রদের এই মহানুভবতায় দারুণ খুশি জামালদহ তুলসীদেবী হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক সিদ্ধার্থ নিয়োগী। তাঁর কথায়, 'আমার ছাত্ররা যেভাবে এই ছয়টি বাচ্চার জন্য একজোট হয়েছে তাতে খুব আনন্দ লাগছে।'

শিশুকে রক্ষা সভাধিপতির

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৩০ নভেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় পড়া এক শিশুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন।

বৃহস্পতিবার সভাধিপতি তাঁর বাড়ি থেকে কোচবিহারের দিকে আসছিলেন। রাস্তায় কোচবিহার-১ ব্লকের কদমতলায় একটি ছোট গাড়ির সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কা লাগে। ওই ছোট গাড়িতে এক মহিলা তাঁর বাবা ও ১৩ মাসের সন্তানকে নিয়ে কোচবিহারে আসছিলেন চিকিৎসার জন্য। বড় ধরনের কিছু না হলেও সকলে অল্পবিস্তর চোট পান।

জেলা পরিষদের সভাধিপতির কথায়, 'ঘটনাটি নজরে আসার পর তাঁদের গাড়িতে করে কোচবিহারে নিয়ে আসি। শিশুটিকে ডাক্তার দেখানোর পর অফিসে এসেছি।'

গ্রন্থাগারে বই দেখছে পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার পানিঝোরা এফভি স্কুলের মাঠে।

আলো দেখানো শুরু 'আলোকবর্তিকা'র

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৩০ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার কালচিনি ব্লকের পানিঝোরা ফরেস্ট ভিলেজ প্রাইমারি স্কুলে ছোটদের জন্য ছোট্ট গ্রন্থাগার 'আলোকবর্তিকা'র উদ্বোধন হল। ডুয়ার্সের বন সংলগ্ন গ্রাম, চা বাগান সংলগ্ন গ্রাম, পাহাড়ি গ্রাম তথা পিছিয়ে পড়া এলাকার শিশুরা যাতে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং নিয়মিত পড়াশোনার বাইরে জ্ঞান অর্জন করতে পারে তার জন্যই এই উদ্যোগ। এদিন গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করলেন জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, ডিপিএসসি চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন। এছাড়া বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

ওই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ইসু মারাকের কথায়, 'খুব ভালো লাগছে। এখন আমরা পাঠ্যবইয়ের বাইরেও কম্পিউটার শেখার বই, সুকুমার রায়ের আবোলতাবোল প্রভৃতি পড়তে পারব।' একই কথা জানিয়েছে অপর পড়ুয়া আয়ুষ মিঞ্জ, অনুষ্কা সাংমারা। এদের মতো প্রি-প্রাইমারির রূপসনা মঙ্গার, ক্লাস ওয়ানের অভয় মিঞ্জরাও নানা ধরনের বই পড়তে পারার সুযোগে আনন্দিত। এই উদ্যোগে পড়ুয়াদের পাশাপাশি খুশি অভিভাবকরাও।

এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'এই উদ্যোগ প্রতিটা স্কুলের পড়ুয়াদের কাজে লাগবে। আজকে এটা খুব ছোট মনে হচ্ছে। আগামীতে এটা আরও বড় জায়গায় যাবে বলে মনে করি।' ডিপিএসসির চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন থেকে ওই স্কুলের টিআইসি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সকলেই এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন।

আগামীতে জেলার সব ব্লকে আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে পড়বে বলে জানালেন ওই সংস্থার সম্পাদক পার্থ সাহা। তিনি জানান, কালচিনি ব্লকের ৮টি প্রাইমারি বিদ্যালয়, ২টি এসএসকে এবং ১টি অবৈতনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ছোট্ট গ্রন্থাগার চালু হচ্ছে। এরপর কুমারগ্রাম ও আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে এটি শুরু হবে। তারপর গোটা জেলার সব ব্লকেই এই ছোট্ট গ্রন্থাগার করার পরিকল্পনা রয়েছে। গ্রন্থাগারে সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীর জীবনী, বিজ্ঞানভিত্তিক বই যেমন রয়েছে, তেমনই বেসিক কম্পিউটার, ওয়ার্ড বই সহ আরও নানা বই থাকবে। সেইসঙ্গে কিছুদিন পরপর এক স্কুলের বই আরেক স্কুলে আদানপ্রদান করা হবে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৬৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৬৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অফিসে চারা রোপণ, নজির স্বাস্থ্য আধিকারিকের

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৩০ নভেম্বর : প্রতিনিয়ত বেআইনিভাবে গাছ কেটে ফেলার ঘটনা যখন কার্যত স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন নিজের অফিস চত্বরে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করে নজির তৈরি করেছেন মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক (এসিএমওএইচ) অনিন্দিতা দাস। অফিস চত্বরে যেখানেই ফাঁকা জমি পেয়েছেন, সেখানে চারা রোপণ করেছেন তিনি।

তবে চারা রোপণের পাশাপাশি সেগুলি ঠিকমতো বেড়ে উঠছে কি না, সেই ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন অনিন্দিতা। তাঁর দপ্তরের কর্মীরাও কাজের ফাঁকে গাছের পরিচর্যা করছেন। এসিএমওএইচ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের এই উদ্যোগে খুশি বন দপ্তরের মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার ও এলাকার ব্যবসায়ীরাও। খুশি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলিও। মাথাভাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌপথি এলাকায় এসিএমওএইচ অফিস। অফিস চত্বরে প্রচুর ফাঁকা জায়গা থাকলেও সেগুলি ঝোপঝাড়েই ভরে থাকত। এছাড়া শিবরাত্রির মেলার সময় নাগরদোলা ও দোকান সেখানে বসে।

অনিন্দিতার বক্তব্য, 'অচিন্ত্যকুমার হাজরা মহকুমা শাসক থাকাকালীন প্রতিটি সরকারি অফিস চত্বরে সবুজের পরিমাণ বাড়াতে গাছ লাগানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে জুন মাসে অফিস চত্বরে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিই।' তাঁর সংযোজন, 'মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সজল পাল চারাগাছ দিয়ে সাহায্য করেছেন। আমি নিজেও বাজার থেকে গাছ এনে

চারাগাছের সারি। মাথাভাঙ্গা এসিএমওএইচ অফিস চত্বরের ফাঁকা জমিতে।

লাগিয়েছি।'

এখন এসিএমওএইচ অফিস চত্বরে গেলে দেখা যাবে শাল, দেবদারু, জারুল, কদম, চিকরাশি, কাঁঠাল, আম, আমলকী শিউলি, বোগেনভেলিয়ার মতো প্রজাতির দুশো চারাগাছ সকলের নজরদারিতে বড় হচ্ছে।

মাথাভাঙ্গার রেঞ্জ অফিসার সজল পালের কথায়, 'মহকুমা শাসকের পরামর্শে মাথাভাঙ্গার যে সমস্ত সরকারি অফিস চত্বরে সবুজায়নের জন্য চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম এসিএমওএইচ অফিস চত্বর। এই উদ্যোগ অন্যদের উৎসাহিত করবে।' তাঁর মতে, 'এসিএমওএইচ সবুজায়নের জন্য গাছের চারা চেয়েছিলেন। আমরা চারা সরবরাহের পাশাপাশি গাছ বড় করে তুলতে কীভাবে পরিচর্যা করতে হবে সেব্যাপারে সমস্ত রকম পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছি।'

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেটিভ অর্গানাইজেশনের (জিকো) কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস বর্মন বলেন, 'অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ। এসিএমওএইচ অফিস সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী অপু নন্দী বলেন, 'পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে এসিএমওএইচ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্যোগ প্রশংসনীয় এবং গাছগুলি রক্ষার ক্ষেত্রে এলাকার ব্যবসায়ীরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন।'

এসিএমওএইচয়ের উদ্যোগের প্রশংসা করলেও, শিবরাত্রিমেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে এবার থেকে আমাদের বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে মন্তব্য করেন মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক।

রাজ্য কলা উৎসবে পুরস্কারজয়ী জলপাইগুড়ির তিন ছাত্রছাত্রী। বৃহস্পতিবার।

পুরস্কৃত জেলার আরও দুই পড়ুয়া

কলা উৎসবে রাজ্যে প্রথম জলপাইগুড়ির পুনম

শুভজিৎ দত্ত

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : রাজ্য স্তরের কলা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল জলপাইগুড়ি শহরের মাড়োয়ারি গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী পুনম রায়। বুধ ও বৃহস্পতিবার কলকাতায় এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জলপাইগুড়ি জেলার আরও দুই পড়ুয়া দেবজিৎ ভদ্র ও তমোজিৎ দেবনাথ তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে।

অন্য জেলার প্রতিযোগীদের টপকে পুনম একক নাটক বিভাগে সেরার খেতাব ছিনিয়ে নেয়। তার নাটকের বিষয় ছিল দেবী চৌধুরানি। তিন পড়ুয়ার সাফল্যে খুশি জেলা শিক্ষা দপ্তর। সমগ্র শিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ির জেলা শিক্ষা আধিকারিক (ডিইও) সঞ্জীবকুমার দাস বলেন, 'অত্যন্ত আনন্দের খবর। তিন ছাত্রছাত্রীই জেলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। পুনমের সাফল্যের জন্য প্রশংসার কোনও ভাষা নেই। আশা করছি জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতাতেও ওর এমন পারফরমেন্স অব্যাহত থাকবে। প্রত্যেকের প্রতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল।' সম্ভবত আগামী জানুয়ারিতে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

জলপাইগুড়ি শহরের সুকান্তপাড়া কলোনিতে পুনমদের বাড়ি। তার বাবা সঞ্জীব রায় পেশায় সবজি বিক্রেতা। মা কুশল রায় গৃহবধূ। অভাবের সংসারে বড় হওয়া মেয়ের এমন সাফল্যে এখন চোখে আনন্দের জল ওই দম্পতির। গত কয়েকদিনে কার্যত নাওয়াখাওয়া ভুলে পুনমকে তালিম দিয়ে তৈরি করেছিলেন স্কুলের দুই শিক্ষিকা তমালিকা দত্ত ও পারমিতা দত্ত। তাঁদের চোখেমুখেও বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। সেন্ট পলস স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র তমোজিৎ লোকসংগীত বিভাগে ও ময়নাগুড়ির সুভাষনগর হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র দেবজিৎ ধ্রুপদি নৃত্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

জলপাইগুড়ি জেলা থেকে কলা উৎসবে মোট ১৭ জন পড়ুয়া রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। পুরস্কার না পেলেও বিশেষভাবে সক্ষম সাঁতারু মাসুদুর রহমান বৈদ্যের জীবন নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করে ছেলেদের একক নাটক বিভাগে তাক লাগিয়েছে বিশেষভাবে সক্ষম নয়ন দত্ত। সে বাহাদুর মুন্নাস হ্যাপি হোম স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র।

জলপাইগুড়ির টিমের এবারের নোডাল অফিসার ও সমগ্র শিক্ষা মিশনের পেডাগোজি কোঅর্ডিনেটার রাজা দত্ত বলেন, 'জেলার সাফল্য অব্যাহত রইল। এর থেকে আনন্দের আর কীই বা হতে পারে।'

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

JALPAIGURI ZILLA PARISHAD
JALPAIGURI
Memo. No. 1331/Eng
Date: 29.11.2023
e-Tender Notice

e-Tender of NIT No. WBZP/ 49 - DE/JLP/23-24 for Supply of Stationary and Sanitary Articles at Jalpaiguri Zilla Parishad Office, Jalpaiguri vide Tender ID No.2023_ZPHD_610116_1 is invited. Details may be seen in at our website: www.wbtenders.gov.in & simultaneously this office Notice Board during working hours.

Sd/-
District Engineer
Jalpaiguri Zilla Parishad

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE (1st Call)
Tender is invited by the Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E. Dte, Kalimpong on behalf of Governor of West Bengal vide NIT No. 09/EE/NKWSMD/2023-24 for Preparation of Re-draft of proposal including preparation of maps in KML file, DGPS Map, SOI Map, uploading of proposal in PARIVESH PORTAL for forest land diversion in 03(three) number of scheme under JJM (jaljeevan mission). Details will be available in the website. ICA-T24228(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE (1st Call)
Tender is invited by the Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E. Dte, Kalimpong on behalf of Governor of West Bengal vide NIT No. 08/EE/NKWSMD/2023-24 for Preparation of draft proposal including preparation of maps in KML file, DGPS Map, SOI Map, uploading of proposal in PARIVESH PORTAL for forest land under JJM (jaljeevan mission). Details will be available in the website wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 07.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E Dte. ICA-T24227(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE (1st Call)
Tender is invited by the Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E. Dte, Kalimpong on behalf of Governor of West Bengal vide NIT No. 11/EE/NKWSMD/2023-24 for Preparation of draft proposal including preparation of maps in KML file, DGPS Map, SOI Map, uploading of proposal in PARIVESH PORTAL for forest land diversion in 02(two) number of scheme under JJM (jaljeevan mission). Details will be available in the website wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 07.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E Dte. ICA-T24230(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE (1st Call)
Tender is invited by the Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E. Dte, Kalimpong on behalf of Governor of West Bengal vide NIT No. 05/EE/NKWSMD/2023-24 for Preparation of draft proposal including preparation of maps in KML file, DGPS Map, SOI Map, uploading of proposal in PARIVESH PORTAL for forest land diversion in 05 (five) number of scheme under JJM (jaljeevan mission). Details will be available in the website wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 07.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E Dte. ICA-T24224(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE (1st Call)
Tender is invited by the Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E. Dte, Kalimpong on behalf of Governor of West Bengal vide NIT No. 06/EE/NKWSMD/2023-24 for Preparation of draft proposal including preparation of maps in KML file, DGPS Map, SOI Map, uploading of proposal in PARIVESH PORTAL for forest land diversion in 05 (five) number of scheme under JJM (jaljeevan mission). Details will be available in the website wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 07.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E Dte. ICA-T24225(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE (1st Call)
Tender is invited by the Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E. Dte, Kalimpong on behalf of Governor of West Bengal vide NIT No. 10/EE/NKWSMD/2023-24 for Preparation of draft proposal including preparation of maps in KML file, DGPS Map, SOI Map, uploading of proposal in PARIVESH PORTAL for forest land diversion in 05 (five) number of scheme under JJM (jaljeevan mission). Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 07.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E Dte. ICA-T24229(4)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRIDD
e-tender has been invited against NIT No. [illegible] 2023_WRDD_610011_1 to 2023_WRDD_610011_2. Last date & time of application is 11.12.2023 up to 5.00 pm. Other details may also be seen from the office notice board & in https://wbtenders.gov.in website. Corrigendum if any will be published in website only.
Sd/- Executive Engineer (A-I)
Jalpaiguri (A-I) Division
ICA-T24202(2)/2023

Abridged E-Tender Notice

Tender for **eNIT No.- 5009/B.D.O, dated - 29/11/2023 & eNIT No- 5010/B.D.O, Dt - 29/11/2023** of Block Dev. Officer, Balurghat Dev. Block is invited by the undersigned. Last date of submission is **14/12/2023 & 07/12/2023**. The details of eNIT may be viewed & downloaded from the **website of Govt. of West Bengal** **http://wbtenders.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
B.D.O

ABRIDGE NIT NOTICE

NIT No. 07(e)/2023-24/BGP, Dt. : 29/11/2023

is invited by Pradhan, Bedrabad Gram Panchayat, Kaliachak-III Dev. Block, Malda from Bonafide outsider agencies. Details are available on the office notice board in all working day.

Sd/-
Pradhan
Bedrabad Gram Panchayat
Block-Kaliachak-III, Dt. - Malda

Office of the Tufanganj-II Panchayat Samity
Boxirhat :: Cooch Behar

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender are invited vide office NIT No. 14/EO/TFG-II/2023-24/COB/WB Memo no. 3552/Dev-VII/2023-2024 Dated. 29/11/2023. Last Date of Bid Submission is 30/11/23 to 07/12/23 accordingly intending tenderers may contact this office for details.

Sd/- Executive Officer
Tufanganj-II Panchayat Samity

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Siliguri Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte. invites e-Tender for the following work - "Electrical repair and renovation work for Naxalbari RH, Darjeeling. - Additional works." eNIT No. WBPWD/AE/SESD-I/e-NIIRT-22 of 2023-24, Tender ID: 2023_WBPWD_610022_1 Bid submission start date (online): 29/11/2023 from 6:00 P.M. Bid submission closing date (online): 11/12/2023 upto 12:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., Siliguri Electrical Sub-Division-I ICA-T24235(1)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE (1st Call)
Tender is invited by the Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E. Dte, Kalimpong on behalf of Governor of West Bengal vide NIT No. 07/EE/NKWSMD/2023-24 for Preparation of draft proposal including preparation of maps in KML file, DGPS Map, SOI Map, uploading of proposal in PARIVESH PORTAL for forest land diversion in 05 (five) number of scheme under JJM (jaljeevan mission). Details will be available in the website wbtenders.gov.in The Last date for submission of tender is 07.12.2023 upto 02.00 P.M. Sd/- for Executive Engineer, Neorakhola W/S & Mtc. Division, P.H.E Dte. ICA-T24226(4)/2023

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গঙ্গারামপুর পৌর এলাকার সকল নাগরিকবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে, In Exercise of the power conferred by clause (s) Rule 15 of Solid waste management rules, 2016 published under the notification of the Govt. Of India in the Ministry of environment, Forest climate change vide S.O. 1357(E) dated. The 08th April 2016 read with the provisions under West Bengal Municipal Act. 1994 (The West Bengal Act. XXII of 1993)
গঙ্গারামপুর পৌরসভা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর উপর একটি বাই-ল তৈরি করতে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় এই বাই-ল সংক্রান্ত কোন অভিযোগ বা মতামত থাকলে আগামী ইং : ০২-১২-২০২৩ থেকে ১৬-১২-২০২৩ তারিখের মধ্যে গঙ্গারামপুর পৌর কার্যালয়ে এসে কার্যালয় চলাকালীন সময়ে আপনাদের অভিযোগ বা মতামত লিখিত আকারে জানাবেন। আপনাদের মতামত এই বাই-ল তৈরির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুমত্যানুসারে স্বাক্ষর,
পৌরপিতা
গঙ্গারামপুর পৌরসভা, দক্ষিণ দিনাজপুর।

NOTICE

Notice u/s 82 of CrPC against Sh. Naushad Mian issued by the Additional Chief Metropolitan Magistrate-01 Patiala House Court, New Delhi, in relation to CT Case No. 23963/2016

DATE OF ORDER	18.08.2023	NAME OF PROCESS SERVER	
DATE OF FILING OF PF			
DATE OF ISSUE	13.09.2023		
NO OF DOCUMENTS ANNEXED		NUMBER OF PROCESS	
NEXT DATE OF HEARING	13.12.2023	DATE OF RETURN	

Service Through All Permissible Modes/SHO Concerned Process Server is Directed to Appear in Person on Next Date of Hearing. Also Executed by way of Publication in a National News Paper.

CT Case No. 23963/2016
PS
U/S
DRI vs. ABDUL KALAM@MULLAH

Court of Sh Abhishek Kumar Additional Chief Metropolitan Magistrate-01, Patiala House Courts, New Delhi
Proclamation Requiring The Appearance of
A Person Accused (Section 82)

(TO IS DIRECTED TO PERSONALLY SERVE THE PROCESS UPON ALL THE ACCUSED IN TERMS OF JUDGEMENT OF "SUNIL TYAGI V. GOVT. OF NCT OF DELHI, IN CRL. M.C. 5328/2013 OF HONBLE" WITH AFFIDAVIT)

Whereas complainant has been made before me that MD. Naushad Mian, S/o Sh. Idris Ali, R/o Village Churiantpur Ghoshtola, Thana Kaliachak, P.O. Gulabganj, Distt. Malda, West Bengal committed (or is suspected to have committed) the offence punishable under section as mentioned above it has been returned to a warrant to arrest thereupon issued that the said accused cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said accused has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the warrant).

Proclamation is hereby made that the said accused is required to appear before this court to answer the said complaint on or before next date of hearing.

Sd/-
Additional Chief Metropolitan Magistrate-01
Patiala House Courts, New Delhi

চলচ্চিত্র

নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 7595865299. (C/108267)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mukesh Malakar ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুলবশত Mukesh Kumar Mali থাকায় 29/11/23 তারিখ শিলিগুড়ি নোটারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/112798)।

•

আমি রমেশ বর্মন, বাইশগুড়ি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার মৃত্যুশংসাপত্র সংগ্রহে 22/11/23 তারিখে মাথাভাঙ্গা E.M. কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, আমার পিতা Dashi Barman, S/o Late Mashura Barman 7/3/1978 তারিখে মারা যান। (B/S)

কর্মখালি

Motor Starter Repairing কাজ জানা লোক চাই। M : 9832333431/9733022184. (C/108272)

Required

Salesman (Male) for Retail Garments Showroom at Siliguri. Contact :-9800099077.(108268)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE, CESD, P.W.Dte. invite online e-tender for the work of, "Repair & Renovation of the Electrical Installation at Inspection Bungalow under PWD (Roads), Cooch Behar in the district of Cooch Behar. Bid submission Closing Date (online): 12.12.2023 upto 01.00 p.m. Bid submission Start Date (online): 29.11.2023. Corrigendum if any will be published in website only. Details WBPWD/AE/CESD/e-NIT-08/T/CESD (3rd call) of 2023-24 and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- A.E., CESD, P.W.D., GOVT. OF W.B. ICA-T24267(2)/2023

১২ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ই/... [illegible] ... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ই/... [illegible] ... www.ireps.gov.in ...

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ... [illegible] ... www.ireps.gov.in ...

ডিভিশনাল (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Now Showing at
BISWADEEP
ANIMAL
Xing : Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna
Time : 1.00, 4.30P.M (2 SHOWS)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

একত্রিশ বছর ধরে বাঙালির মন জুড়ে
31
বছর উদযাপন
অঞ্জলি জুয়েলার্স
সূচনা ১৯৯২

অঞ্জলির জন্মদিনে সোনা কিনলে সোনা ফ্রি*

4 ডিসেম্বর আপনার জন্মদিন হলে সোনার গয়নার মজুরিতে পান 100%# ছাড়!

গ্রহরত্নে 10% ছাড়!
(হিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)

হিরের গয়নার মজুরিতে 50%** পর্যন্ত ছাড়!

সোনার গয়নায় প্রতি গ্রামে ₹200 + ₹100* ছাড়!

পুরোনো গয়না বদলে নতুন গয়না কিনুন

1 থেকে 4 ডিসেম্বর, 2023 পর্যন্ত

অঞ্জলি জুয়েলার্স

সবার জন্য

GET IT ON Google Play
Download on the App Store
অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইন এ কেনাকাটা করুন

নতুন শোরুমঃ কাঁথি । আসানসোল । আরামবাগ

QR কোড টি স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন

গোলপার্ক । শোভাবাজার । সল্টলেক বি ই । সল্টলেক এইচ এ । বেহালা । হাওড়া পঞ্চাননতলা । বারাসাত ডাকবাংলো মোড় । শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া । বৌবাজার । বহরমপুর । গড়িয়া
হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় । চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় । বড়িশা (শীলপাড়া) । বর্ধমান । হাবড়া । সোদপুর । শ্রীরামপুর । মালদা । দুর্গাপুর । তেঘরিয়া (বাগুইআটি) ।
মেদিনীপুর(পশ্চিম) । কৃষ্ণনগর । নয়াদিল্লি । আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন । এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

Gifty উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম | গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:

Page29/AJ/1223

পথনাটক
মানব পাচার, নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন, পারিবারিক হিংসা রোধ ইত্যাদি নিয়ে চা বাগানের বাসিন্দাদের সচেতন করতে বৃহস্পতিবার বাগডোগরার অদূরে মেরিভিউ চা বাগানে সচেতনতামূলক পথনাটিকা করা হয়।

এনজেপিতে আজ দোকান উচ্ছেদ রেলের

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : পুজো-উৎসব মিটতেই আদালতের নির্দেশকে ঢাল করে এনজেপি স্টেশনের ভিতর ও বাইরে থেকে অবৈধ দোকান উচ্ছেদে নামছে রেল। কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশ কার্যকর করতে শুক্রবার অভিযান হবে। আরপিএফ, জিআরপি কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রেলকর্তারা। রেলের এক আধিকারিক বলেন, 'অবৈধভাবে বছরের পর বছর ধরে দোকান, ক্যান্টিন চলছে। একটি মামলাও হয়। ওই মামলার রায় আমাদের পক্ষে রয়েছে। শুক্রবার আমরা অভিযানে নামছি।'

অবৈধ দোকান বা ভেন্ডার সরিয়ে ফেলতে চাইছে রেল। যার প্রতিবাদে আন্দোলনও শুরু করেছে তৃণমূল। কিন্তু বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা গত ৩ অক্টোবর অবৈধ দোকান সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে রায় দেন। তবে যেহেতু ২১ অক্টোবর থেকে পুজো ছিল, তাই উৎসব শেষ হওয়ার পর এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করা যাবে বলেও তিনি জানিয়ে দেন। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলা শাসককে নির্দেশ দেন অভিযানের সময় একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়োগ করার। স্টেশন চত্বরের বাইরে আইনশৃঙ্খলার যাতে কোনও অবনতি না হয়, তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয় রাজ্যের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা)-কে।

আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পর রাজ্যের তরফেও সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে রেলকে। রেল সূত্রে খবর, ৫০-৬০টি দোকানকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে দোকানগুলি সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেগুলির মালিকরা এখন রেলকর্মী। দোকান ছেড়ে দেওয়ার শর্তেই তাঁদের চাকরি দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁদের একসময়ের কর্মচারীরা

আদালতের নির্দেশ

- উৎসব মিটতেই এনজেপি স্টেশনের ভিতর ও বাইরে থেকে অবৈধ দোকান উচ্ছেদে নামছে রেল
- সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশ কার্যকর করতে শুক্রবার অভিযান হবে
- ৫০-৬০টি দোকানকে অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে
- অবশেষে রাজনৈতিক মদতও কার্যকর হল না

দোকান ছাড়তে নারাজ। মূলত তাঁরাই দোকানগুলি চালাচ্ছেন। তাঁদের পিছনে রাজনৈতিক মদত রয়েছে বলেও রেলের একাংশের ধারণা। তবে আদালতের নির্দেশের জেরে শুক্রবার কোনও বাধার মুখে পড়তে হবে না বলে মনে করছে রেল।

বেহাল সেতু, ক্ষোভে রাস্তা ভাঙলেন গ্রামবাসী

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : বিশ্বাসে মেলায় বস্তু। কিন্তু প্রশাসনিক আশ্বাসে আর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। বেহাল সেতুর প্রতিবাদে সেজন্য তাঁরা পাশের সংকীর্ণ যাওয়ার পথটুকুও ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হলেন। বুধবার রাতের পর বৃহস্পতিবারও ওই রাস্তা খুঁড়তে উদ্যোগী হন মান্তাদারি ও বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। যদি প্রশাসনের টনক নড়ে!

জানা গিয়েছে, পূর্ত দপ্তরের তরফে গজলডোবা-শিলিগুড়ি সংযোগকারী করতোয়া সেতুটিকে দুর্বল সেতু বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাও বছর দেড়েক আগে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন কিংবা পূর্ত দপ্তর এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি। ফলে মার খাচ্ছে গজলডোবার পর্যটন। সমস্যায় পড়ছেন মান্তাদারি ও বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। করতোয়ার একদিকে আবার রয়েছে শিমুলগুড়ি ও বিপরীতে শিবধামবস্তি। স্থানীয় সুশীল রায় জানান, একসময় তাঁরাই বেহাল সেতুর দুইপাশে সরু রাস্তা তৈরি করে সেতুতে ওঠার ব্যবস্থা করেন। যাতে মোটরবাইক বা সাইকেল চলাচল করতে পারে। কিন্তু এখন তাঁরাই বেহাল সেতুর প্রতিবাদ জানাতে রাস্তা বন্ধ করে দিতে চাইছেন। তাঁর অভিযোগ, 'এভাবে আর কতদিন চলবে? বেহাল সেতু দেখেও কোনও হুঁশ নেই কারও। একদিকে যাতায়াত যন্ত্রণা, অন্যদিকে সবসময় বিপদের আশঙ্কা।'

এর প্রতিবাদ জানাতে বুধবার রাতের পর বৃহস্পতিবারও রাস্তা খোঁড়েন অনেকে। গজলডোবার মিলনপল্লির বাসিন্দা রতন মণ্ডল মাঝেমধ্যেই ওই রাস্তা দিয়ে সবজি বিক্রি করতে শিলিগুড়ির দিকে আসেন। এদিন তিনি বলেন, 'এই পথ বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের কয়েক কিলোমিটার ঘুরপথে চলাচল করতে হবে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত সেতুটিকে চলাচলের যোগ্য করে তোলা।'

এই ঘটনায় প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। যদিও পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দীপককুমার সিং বলেন, 'ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সমীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষায় কয়েক ধরনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্ট ওপরমহলে পাঠানো হয়েছে। শীর্ষকর্তারা বিষয়টি দেখছেন।'

দোকানের আবর্জনা সংগ্রহ

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ নভেম্বর : সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন আগেই হয়েছিল। এবারে শুরু হল দোকান থেকে আবর্জনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া। এরপরই বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের কাজও শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। কয়েকমাস আগে চালু হয়েছিল বিধাননগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রকল্পটি। মাঝে কিছুদিন বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার ভীমবার এবং বিধাননগর থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে ৩টি টোটো। অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া এবং ঘোষপুকুর এলাকাতেও প্রকল্প চালু হল। ফাঁসিদেওয়া বাজার এবং ঘোষপুকুরেও আবর্জনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

মেডিকেলে সুপারস্পেশালিটি ব্লক চালু করা নিয়ে অনিশ্চয়তা

সমস্যা সমাধানে স্বাস্থ্য ভবনে যাবেন গৌতম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সুপারস্পেশালিটি ব্লক চালু হওয়া নিয়ে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে আদৌ আমজনতার জন্য এই উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা চালু হবে কি না তা নিয়ে খোদ মেডিকেল কর্তারাই নিশ্চিত কিছু বলতে পারছেন না। বলা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার এখনও সমস্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারেনি। কিন্তু মেডিকেলের অন্দরের খবর, কর্তৃপক্ষেরও চূড়ান্ত ঢিলেমির জেরেই সমস্ত প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। মেডিকেলের তরফে সেভাবে সমস্ত সরঞ্জাম, চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য সেভাবে দরবারই করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকেও সেভাবে কোনও ইস্যু নিয়েই আলোচনা হয়নি। রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব ডিসেম্বর মাসে সমস্ত বিষয় নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে দরবার করবেন বলে জানিয়েছেন।

মেডিকেল কলেজে রোগী কল্যান সমিতির বৈঠক।

> সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য নতুন এমআরআই মেশিন এসেছে। এটাকে পৃথক জেনারেটরের মাধ্যমে দ্রুত ইনস্টলেশন করা হবে। তবে, কেন্দ্রীয় সরকার এখনও বেশ কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট দিতে পারেনি। মেডিকেলের সমস্ত সমস্যা নিয়ে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে কথা বলব।
>
> —গৌতম দেব
> *রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান*

২০১৫ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় ১৫০ কোটি টাকা খরচ করে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের নির্মাণকাজ শুরু হলেও এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সুপারস্পেশালিটিতে বহির্বিভাগের পরিষেবা চালু হয়েছে। সেখানে নিউরোলজি, ইউরোলজি, কার্ডিওথোরাসিক, পেডিয়াট্রিক সার্জারি সহ ছ'টি বিভাগের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। সেই সময় বলা হয়েছিল, তিন মাসের মধ্যে অন্তর্বিভাগের পরিষেবাও চালু হবে। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে এসেও সুপারস্পেশালিটি অন্তর্বিভাগ চালু হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই তৈরি হয়নি।

এদিন মেডিকেলে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক বসে। বৈঠকে সুপারস্পেশালিটি ব্লক চালু করা, মেডিকেল ক্যাম্পাস থেকে বাজার তুলে দেওয়া, সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় আলোচনার জন্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে বৈঠকে বেশিরভাগ বিষয়ে আলোচনাই করা যায়নি। বৈঠক শেষে চেয়ারম্যান বলেন, 'সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য নতুন এমআরআই মেশিন এসেছে। এটাকে পৃথক জেনারেটরের মাধ্যমে দ্রুত ইনস্টলেশন করা হবে। তবে, কেন্দ্রীয় সরকার এখনও বেশ কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট দিতে পারেনি। আমরা চাই দ্রুত এখানে এমআরআই চালু হোক। মেডিকেলের সমস্ত সমস্যা নিয়ে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে কথা বলব।' হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সুপারস্পেশালিটি ব্লকের জন্য ক্যাথল্যাব, হার্ট লাং মেশিন ও ইন্ট্রা অ্যারোটিক বেলনি পাম্প এই তিনটি অত্যাধুনিক দামি মেশিনই এখনও এসে পৌঁছায়নি।

মেডিকেলে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা এমআরআই পরিষেবা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। একটা এসি খারাপ হয়ে যাওয়ায় পুরো এমআরআই পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। ফলে, মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য আসা রোগীদের এমআরআইয়ের প্রয়োজন হলে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ল্যাবে পাঠাতে হচ্ছে। মেডিকেলেই এই পরিষেবা দ্রুত চালু করতে দু'-তিনদিনের মধ্যে বৈঠকে বসবেন বলে মেয়র জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য ৮৮ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। এত টাকা একবারে বরাদ্দ করা সম্ভব নয়। আমরা অল্প অল্প করে কাজ করব।' এদিনের বৈঠকে মেডিকেল ক্যাম্পাস থেকে বাজার উচ্ছেদ নিয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা থাকলেও সেই আলোচনাই হয়নি।

মতুয়াদের মিছিল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে সূত্রধরের তোলা ছবি।

ফড়েদের আনা দেড়শো কুইন্টাল ধান বাতিল

মনজুর আলম

চোপড়া, ৩০ নভেম্বর : চোপড়ায় ধান ক্রয়কেন্দ্রে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হলেও ঘুরপথে ধান ক্রয়কেন্দ্রে ভিড় বাড়ছে ফড়েদের। অভিযোগ, তাঁরা আত্মীয় বা আশপাশের অনেকের নামে আগেভাগে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রির সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এখন শুধু উপভোক্তাকে শিবিরে এনে আঙুলের ছাপ নেওয়া হচ্ছে। আর এই আঙুলের ছাপ ও ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে আসা টাকা তুলে দেওয়ার বিনিময়ে 'সাক্ষীগোপাল' উপভোক্তাদের দেড় থেকে দুই হাজার টাকা দিচ্ছেন ফড়েরা।

এভাবে ফড়েরা কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে তুলনায় খারাপ মানের ধান কিনে বা উপভোক্তার মাধ্যমে তা বিক্রি করায় অসন্তুষ্ট মিল মালিকও। এই অভিযোগে বৃহস্পতিবার চোপড়া ধান ক্রয়কেন্দ্রে প্রায় দেড়শো কুইন্টাল ধান বাতিল করা হয়েছে। মিল মালিক অরূপ পালের কথায়, 'এখানে ৯০ শতাংশই ফড়েরা ধান নিয়ে ভিড় করেন। ধানের মান অত্যন্ত খারাপ। নিজে উপস্থিত থেকে এদিন প্রায় দেড়শো কুইন্টাল ধান বাতিল করেছি।'

একই অভিযোগে বুধবার রাতেও নতুন মিল মালিকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফড়েদের বিবাদ বাধে। মিল মালিকের

চোপড়ার সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে পড়ে ধান।

প্রতিনিধিদের শিবিরে আটকে রাখার অভিযোগও ওঠে। পরে পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে।

চলতি বছর থেকে কৃষকের সুবিধার্থে সহায়কমূল্যে ধান বিক্রির জন্য বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। তবু ফড়েদের ঠেকানো যাচ্ছে না। বিভিন্ন জটিলতার কারণে ফড়েদের কাছে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা। সার্ভারের সমস্যা থেকে শুরু করে আধার লিংক বা সামান্য ভুলভ্রান্তির জন্য নাকাল হতে হচ্ছে কৃষকদের। এছাড়া, স্লট বুকিং-এর ক্ষেত্রেও এলাকায় ব্যাপক কারচুপি শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁদের কথায়, সকালে সাইট খোলার কয়েক মিনিটের মধ্যে ৬০টি আসন বুক হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে দালালদের মাধ্যমে ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা আগাম দিয়ে স্লট বুকিং করতে হচ্ছে। আসারুবস্তি জালালউদ্দিন হাই মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ফারাজুল ইসলাম বলেন, 'গত পাঁচ বছর ধরে একই কার্ডে ধান দিয়ে এসেছি। এবার ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য কয়েকবার ঘুরেও সমস্যা মিটেনি। ছোটখাটো সমস্যায় আমার আত্মীয়দের অনেককে এ বছর ধান বিক্রির জন্য ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।' এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফড়েরা ধান ক্রয়কেন্দ্রে ভিড় বাড়াচ্ছে। ধলতা বেশি নেওয়া সহ একাধিক অভিযোগে শিবিরে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ধান ক্রয়কেন্দ্রে প্রশাসনের নজরদারির অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। চোপড়া শিবিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক রতন মণ্ডল বলেন, 'সার্ভারের সমস্যা শুরুর দিকে ছিল ঠিকই। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। মিল মালিক কিছু ক্ষেত্রে ধানের গুণগত মান নিয়ে সন্তুষ্ট নয়।'

মতুয়াদের মিছিল

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের তরফে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে পদযাত্রা করা হয়। পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন এলাকার মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়ে হিলকার্ট রোড ধরে এয়ারভিউ মোড়ে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের নমশূদ্র ও উদ্বাস্তু সেলের রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত সরকার। তাঁর কথায়, 'রাজ্যজুড়ে বিজেপি সরকার নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে মতুয়াদের বোকা বানাচ্ছে। সেইজন্য 'জাগো মতুয়া জাগো' এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে আমরা সচেতনতামূলক পদযাত্রা করছি।' বুধবার কলকাতার ধর্মতলায় জনসভা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা নতুন করে সিএএ ইস্যুকে খুঁচিয়ে তোলেন। নাগরিকত্ব ইস্যুতে মতুয়া সংঘের একটি বড় অংশ বিজেপির দিকে চলে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে তৃণমূলের তরফে মতুয়াদের নিয়ে নতুন করে সংগঠন চাঙ্গা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রঞ্জিত বলেন, 'বিজেপির নেতারা স্বীকার করে নিচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়াদের জন্য অনেক কাজ করেছেন। প্রকল্পের সুবিধা মতুয়ারা পাচ্ছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে যার প্রভাব ভোটবাক্সে পড়বে বলে আমরা নিশ্চিত।'

কর্মশালা

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : অগ্নিকাণ্ড কিংবা ভূমিকম্পের মতো বিপর্যয় হলে কী করণীয় তা নিয়ে দার্জিলিংয়ে বৃহস্পতিবার একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। দার্জিলিং পুরসভা, দমকল বিভাগ ও দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় দার্জিলিংয়ের বিভিন্ন হোটেলের মালিক ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নয়ানজুলিতে লরি

ফাঁসিদেওয়া, ৩০ নভেম্বর : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ল একটি লরি। বৃহস্পতিবার কাশিরামজোত সংলগ্ন এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে লরিটি নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। চালক লরি ফেলে পালিয়ে যায়। পুলিশ লরিটি আটক করেছে।

গ্রেপ্তার যুবক

নকশালবাড়ি, ৩০ নভেম্বর : ৯০টি সিরিঞ্জ সহ গ্রেপ্তার হল এক যুবক। বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ওই যুবককে হাতিঘিসা এশিয়ান হাইওয়ে টু থেকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম বিরাজ দে।

ডিসেম্বরে নাড্ডা, শা উত্তরবঙ্গে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : আগামী '২৪-এর লড়াইয়েও বিজেপির তাস যে হিন্দুত্ব, তা স্পষ্ট করে দিয়ে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। নতুন করে উসকে দিয়েছেন সিএএ প্রসঙ্গ। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মতুয়াদের নতুন করে পদ্মের ছাতার তলায় আনার কৌশল নিয়ে ফেলল বঙ্গ বিজেপি। যার জন্য কোন বুথে কত মতুয়া রয়েছেন, তাঁদের তালিকা তৈরি এবং রাজনৈতিক অবস্থানগত তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ পৌঁছে গেল জেলায় জেলায়। এই নির্দেশেই স্পষ্ট, সিএএ অস্ত্রে শান দিয়ে উত্তরবঙ্গেও নতুন করে মতুয়াদের মন জয়ের চেষ্টায় নামবে গেরুয়া শিবির।

যদিও বিজেপি নেতৃত্বের প্রকাশ্যে দাবি, মতুয়ারা তাদের সঙ্গে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। শুধু তালিকা তৈরি নয়, আদিবাসী, রাজবংশীদের পাশাপাশি মতুয়াদের জন্য কেন্দ্র কী ভাবছে, তা স্পষ্ট করতে উত্তরবঙ্গে ধারাবাহিক সফরে আসবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, অমিত শা। দিনক্ষণ নির্দিষ্ট না হলেও উত্তরবঙ্গে ডিসেম্বর থেকেই তাদের সফর শুরু হবে বলে বিজেপি সূত্রে খবর।

ধর্মতলার মঞ্চ থেকেই বুধবার লোকসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা। একইসঙ্গে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বিজেপি এবারও হিন্দুত্বের তাস হাতছাড়া করবে না। একটা সময় মনে হয়েছিল এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রধান ইস্যু করবে রাম মন্দিরকে। কিন্তু শাহি সভা থেকে স্পষ্ট, বাংলায় রাম মন্দিরের থেকে গেরুয়া শিবির বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে দুর্নীতির পাশাপাশি হিন্দুত্বকে। যার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছেন সিএএ প্রসঙ্গ। নাগরিকত্ব আইন কার্যকর হবে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। যদিও বিষয়টি নতুন নয়। বাংলায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এলেই সিএএ প্রসঙ্গ সামনে নিয়ে আসা হয়। তবে এবার তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, বুথভিত্তিক মতুয়াদের তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি।

বিজেপি সূত্রে খবর, প্রত্যেকটি জেলা কমিটিকে বলা হয়েছে বুথভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের কথা। গত লোকসভা নির্বাচনে আদিবাসী, রাজবংশীদের পাশাপাশি মতুয়াদের ভোটে পুষ্ট হয়ে বিজেপি উত্তরবঙ্গে আটটির মধ্যে সাতটি আসন দখল করতে সমর্থ হয়। যা বিজেপির ইতিহাসে প্রথম। কিন্তু '২১-এর বিধানসভা নির্বাচন এবং পরবর্তী ভোটগুলির ফলাফলে স্পষ্ট হয়, গেরুয়া ভোটে অনেকটাই ধস নামাতে সমর্থ হয়েছে তৃণমূল। এই প্রেক্ষাপটে বিজেপির মতুয়াদের তথ্য সংগ্রহ লোকসভা নির্বাচনের আগে যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও মতুয়ারা তাদের সঙ্গে রয়েছে বলে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি। শিলিগুড়ির বিধায়ক ও বিজেপির রাজ্য কমিটির সম্পাদক শংকর ঘোষ বলছেন, 'শান্তনু ঠাকুর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ফলে মতুয়াদের নিয়ে আমাদের কোনও দুঃশ্চিন্তা নেই। মতুয়াদের সমর্থন বিজেপির প্রতি ছিল এবং আগামীতেও থাকবে।' একই দাবি তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা থেকে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের।

তবে চা বলয়ে থাবা বসিয়ে তৃণমূল আদিবাসী ভোট নিজেদের দিকে টেনে নিতে সমর্থ হয়েছে। পাশাপাশি,

মতুয়াদের নতুন করে পদ্মের ছাতার তলায় আনার কৌশল

রাজবংশী ও মতুয়াদের ভোট পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছে, তা বুঝতে পারছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। দলীয় সমীক্ষাতেও তা স্পষ্ট হয়েছে। যার জন্য জানুয়ারির পরিবর্তে ডিসেম্বর থেকেই উত্তরবঙ্গ সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতারা। বিজেপি সূত্রে খবর, বিধানসভাভিত্তিক একজন করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা করবেন। অর্থাৎ একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দেওয়া হবে কয়েকটি বিধানসভার দায়িত্ব। ওই তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি, বেশ কয়েকটি জনসভায় যোগ দেবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বিজেপির রাজ্য কমিটির এক শীর্ষ নেতা বলছেন, 'ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় নাড্ডাজি উত্তরবঙ্গে যাবেন বলে আমাদের সূচনা দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও দিন নির্দিষ্ট হয়নি।' এরপরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উত্তরবঙ্গ সফর হবে। তবে তা মূলত ভোট প্রচারের ক্ষেত্রে।

বিরোধী দলনেতা বাছতে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব পদ্মে

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর ঃ বোর্ড গঠনের চার মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও বিরোধী দলনেতাই ঠিক করতে পারেনি দল। ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধী দলনেতা ঠিক করাকে কেন্দ্র করে বিজেপির সাংগঠনিক জেলা কমিটি ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি-২ মণ্ডল কমিটির মতানৈক্যের বিষয়টি সামনে এল। মতানৈক্য এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, জেলা ও মণ্ডল থেকে আলাদা দুজনকে বিরোধী দলনেতার দাবি নিয়ে পঞ্চায়েতে চিঠি জমা দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত স্তরে ১৬ আসনবিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির তিনজন প্রার্থী জিতেছেন। একজন নির্দল প্রার্থী। বাকি ১২টি আসনেই জয়লাভ করেছে তৃণমূল। বিজেপির তিনজন জয়ী প্রার্থী হলেন বন্দনা সিংহ, দামু ছেত্রী ও চন্দন রায়। জেলা কমিটি থেকে চন্দনকে বিরোধী দলনেতা হিসেবে দাবি করে পঞ্চায়েতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সেখানে দামু ও বন্দনা, দুজনেরই স্বাক্ষর রয়েছে। যদিও পালটা হিসেবে মণ্ডল কমিটির সভাপতি বিমল দাস নিজের প্যাডে দামুকে বিরোধী দলনেতা করার অনুরোধ জানিয়ে পঞ্চায়েতে চিঠি দিয়েছেন। সেখানে দামুর পক্ষে বন্দনা ছাড়াও জয়ী নির্দল প্রার্থী কবিতা অধিকারীর স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে। যদিও ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই বিমল দামুকে বিরোধী দলনেতা করার জন্য মণ্ডল কমিটির সভাপতি হিসেবে চিঠি দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন চন্দন। তিনি বলেন, 'আমি মণ্ডলে থাকাকালীন বিমলের ঘনিষ্ঠ এক নেতাকে সাসপেন্ড করেছিলাম। সেকারণেই আমি যাতে বিরোধী দলনেতা না হতে পারি, সেব্যাপারে ও বাধা দিতে চাইছে।' জেলা কমিটির সম্পাদক নিতাই মণ্ডলের কথায়, 'একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়েছে। আমরা আলোচনা করে বিরোধী দলনেতা দ্রুতই ঠিক করে নেব।'

জঙ্গলে কাঠ কুড়াতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৩০ নভেম্বর : খড়িবাড়ি ব্লকে টুকুরিয়াঝাড় বনাঞ্চল সংলগ্ন গ্রামগুলিতে লাগাতার হাতির হানায় আতঙ্কিত গ্রামবাসী। একদিকে, জঙ্গলের ভেতরে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক মহিলার। ঘটনাটি খড়িবাড়ি ব্লকের উত্তর রামধনজোত গ্রাম লাগোয়া টুকুরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের। অন্যদিকে, বুধবার গভীর রাতে একটি দলছুট হাতি বুড়াগঞ্জের লেধারামজোত গ্রামে খাবারের সন্ধানে হানা দেয়। হাতির হানায় এক গৃহস্থের রান্নাঘর সহ একটি দোকানের স্টোররুম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম গৌরী অধিকারী (৩৭)। তাঁর বাড়ি পানিট্যাঙ্কির গৌড়সিংজোতে। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে বনাঞ্চলের ভেতরে ঢোকে গ্রামের কয়েকজন মহিলার একটি দল। জ্বালানি সংগ্রহের সময় হঠাৎ একটি হাতির সামনে পড়ে যান তাঁরা। বাকিরা পালাতে সক্ষম হলে গৌরী পালাতে পারেননি। হাতির আক্রমণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে এদিন দুপুরে ঘটনাস্থলে পৌঁছান টুকুরিয়াঝাড় রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লাল সহ বনকর্মীরা এবং পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। পরে সেখানে যান শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত মশলার গোডাউন। বুড়াগঞ্জের লেধারামজোতে।

পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কিশোরীমোহন বলেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। সাধারণ মানুষকে বারবার বলা সত্ত্বেও জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছেন।' সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বন সংলগ্ন গ্রামগুলিতে আরও সচেতনতা শিবির সংগঠিত করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

অন্যদিকে, বুধবার মধ্যরাতে একটি দলছুট দাঁতাল ফুলবাড়ি চা বাগান থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। হাতিটি খাবারের সন্ধানে প্রথমে ক্ষীরমোহন সিংহের বাড়িতে হানা দেয়। রান্নাঘরে কোনও খাবার না পেয়ে রান্নাঘর ভাঙচুর করে। তারপর যাওয়ার পথে পড়ে ধনেশ্বর বর্মনের দোকান। তাঁর অভিযোগ, 'হাতিটি দোকানের স্টোররুমে হামলা চালিয়ে প্রায় ২০ হাজার টাকার মশলার ক্ষতি করেছে।' বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে টুকুরিয়াঝাড় ও উত্তমছাঁট জঙ্গলে ৩০-৪০টি হাতির একটি দল রয়েছে। তাদের ভয়ে বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার গ্রামগুলিতে মাঠের ধান ইতিমধ্যেই ঘরে তুলে ফেলেছেন এলাকার কৃষকরা। মাঠে ধান না থাকায় এখন খাবারের খোঁজে লোকালয়ে ঢুকছে হাতির দল।

ঘটনা দুটি সম্পর্কে টুকুরিয়াঝাড় রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লাল বলেন, 'লোকালয়ে হাতির হানা রুখতে নিয়মিত টহলদারি চালানো হচ্ছে। দলছুট হাতির হানায় লোকালয়ে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হলে সরকারি নিয়মে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ মিলবে।' তাঁর সংযোজন, 'কিন্তু বনাঞ্চলের ভেতরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তারপরেও নিষেধাজ্ঞা না মেনে জঙ্গলে ঢুকে বন্যপ্রাণীর হামলায় মৃত্যু হলে সরকারি ক্ষতিপূরণ পাবে না পরিবারগুলি।'

কার্সিয়াংয়ে পারিবারিক অনুষ্ঠান, উপস্থিত থাকবেন অভিষেকও

৭ দিনের সফরে আসছেন মমতা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৩০ নভেম্বর : এক সপ্তাহের উত্তরবঙ্গ সফরে ৬ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দাদের সরকারি বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করবেন তিনি। সেইসঙ্গে কার্সিয়াংয়ে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন। সেই অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়িতে আসছেন ৪ ডিসেম্বর। তবে অভিষেক ৮ ডিসেম্বর কলকাতায় ফিরে গেলেও মুখ্যমন্ত্রী এখানে থাকবেন ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কার্সিয়াংয়ের পারিবারিক অনুষ্ঠান ছাড়া অভিষেকের অন্য কোনও সরকারি কর্মসূচি নেই।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে অনুষ্ঠানের সভামঞ্চ তৈরির জন্য জায়গা দেখেছেন নেতা-মন্ত্রী এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা।

সাতদিনের মুখ্যমন্ত্রীর সফর শুরু হচ্ছে পাহাড় দিয়েই। আগেরবার মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিংয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'পাহাড়ের মানুষকে আমি খুব ভালোবাসি। তাই পাহাড়ের মেয়েকেই আমাদের ঘরের বৌ করে নিয়ে যাচ্ছি।' সেই বিয়েতেই আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভাইপো পেশায় চিকিৎসক আবেশ কার্সিয়াংয়ের মেয়েকে বিয়ে করছেন। ৬ ডিসেম্বর সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাগডোগরায় নেমে সরাসরি কার্সিয়াং রওনা হবেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি পাঙ্খাবাড়ি রোডে শিল্পপতি রুদ্র চট্টোপাধ্যায়ের টি রিসর্টে উঠবেন। এখান থেকেই বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবেন। ৬-৭ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি কোনও কর্মসূচি নেই। ৮ ডিসেম্বর কার্সিয়াংয়ের সেন্ট আলফন্সাস স্কুল ময়দানে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এলাকার অর্থাৎ দার্জিলিং এবং কালিম্পং পার্বত্য এলাকার মানুষকে সরকারি সহায়তা প্রদান করবেন। ৯ ডিসেম্বর সকালে কার্সিয়াং থেকে হেলিকপ্টারে মুখ্যমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ার চলে যাওয়ার কথা রয়েছে। হাসিমারা নয়তো আলিপুরদুয়ার

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম পরিদর্শনে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার।

প্যারেড গ্রাউন্ডে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামবে। সেখান থেকে তিনি সরাসরি আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউস অথবা মালঙ্গি বনবাংলোতে যাবেন। ১০ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারে সরকারি সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে। চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেবেন। মুখ্যমন্ত্রীর ওই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে।'

১১ ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে। তবে, মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থল এখনও ঠিক হয়নি। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকরা ধূপগুড়ি ও বানারহাট ব্লকের কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রী এই সফরে ধূপগুড়ি মহকুমার আনুষ্ঠানিক পথ চলা শুরুর কথা ঘোষণা করতে পারেন।

১১ ডিসেম্বর রাতে মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি চলে আসবেন। উত্তরকন্যায় থেকে পরদিন অর্থাৎ ১২ ডিসেম্বর কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদ এলাকার বাসিন্দাদের জন্য সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এই অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ির দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের শিলান্যাস, তিন কোটি টাকা ব্যয়ে মাটিগাড়া এবং নকশালবাড়িতে হাটশেড তৈরি, নকশালবাড়ির লালপুলে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পর্যটনকেন্দ্রের শিলান্যাস করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য এদিন দুপুরে মেয়র গৌতম দেব, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর এবং দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম ঘুরে দেখেন। তাঁরা উত্তরকন্যার নিরাপত্তা ব্যবস্থাও পরিদর্শনে যান।

চিতাবাঘের হানায় জখম

কালচিনি, ৩০ নভেম্বর : ফের কালচিনি ব্লকের চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় শ্রমিক জখম হলেন। বৃহস্পতিবার সকালে কালচিনির চুয়াপাড়া চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে চা পাতা তুলছিলেন বাগানের মহিলা শ্রমিক মাগডালি খাড়িয়া। সেই সময় একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ ওই চা শ্রমিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চিতাবাঘের অতর্কিত হামলায় মহিলা মাটিতে পড়ে যান। তাঁর চিৎকার শুনে কিছুটা দূরে থাকা অন্য শ্রমিকরা ছুটে এলে চিতাবাঘটি পালিয়ে যায়। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন ওই শ্রমিক।

এরপর অন্য শ্রমিকরা জখম মহিলাকে উদ্ধার করে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে অবশ্য তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের অভিযোগ, আগে থেকে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছিল বাগানে। বাগানে যে চিতাবাঘ রয়েছে এদিনের ঘটনায় তা প্রমাণিত হল। আতঙ্কিত শ্রমিকরা বাগানে চিতাবাঘ ধরার খাঁচা বসানোর দাবি তুলেছেন।

পাশাপাশি জখম শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে শ্রমিকদের তরফে।

অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে আসেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অধীন হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের বনকর্মীরা। সংশ্লিষ্ট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অঙ্কন নন্দী জানান, জখম মহিলার চিকিৎসার খরচ বন দপ্তর বহন করবে।

পাশাপাশি মহিলার পরিবার ক্ষতিপূরণের আবেদন জানালে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এছাড়াও শ্রমিকদের মন থেকে আতঙ্ক দূর করতে বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন বনকর্মীরা। বাগান কর্তৃপক্ষ খাঁচা বসানোর আবেদন জানালে ওই বাগানে খাঁচা বসানো হবে বলে জানান রেঞ্জ অফিসার।

এর আগেও কালচিনির ভাটপাড়া, ভাতখাওয়া, আটিয়াবাড়ি, কালচিনি, রাজাভাত চা বাগান সহ একাধিক চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় কয়েকজন শ্রমিক জখম হয়েছেন। চুয়াপাড়া চা বাগানের ৮ নম্বর লাইনের বাসিন্দা মাগডালি খাড়িয়া জখম হওয়ায় আশপাশের কয়েকটি চা বাগানের শ্রমিকরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

নাম বিভ্রাটে তৃণমূল নেতার বাড়িতে সিবিআই

পুণ্ডিবাড়ি, ৩০ নভেম্বর : একজন সজল কর, আরেকজন সজল সরকার। প্রথমজন বিএড কলেজ মালিক এবং দ্বিতীয়জন তৃণমূলের কোচবিহার-২ ব্লক সভাপতি। নাম একই হলেও পদবি আলাদা। তবে দুজনেরই বাড়ি কোচবিহার-২ ব্লকের অন্তর্গত খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পরেশ কর চৌপথি এলাকায়।

এদিন এক সজলের বাড়িতে সিবিআইয়ের টিম হানা দিতে গিয়ে আরেক সজলের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তৃণমূলের কোচবিহার-২ ব্লক সভাপতি সজল সরকারের বাড়িতে সিবিআইয়ের টিম ঢোকায় এলাকায় শোরগোল শুরু হয়। পরে অবশ্য নাম বিভ্রাটের বিষয়টি সিবিআই আধিকারিকদের কাছে পরিষ্কার হতেই তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে বিএড কলেজের মালিক সজল করের বাড়িতে চলে যান।

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সজল সরকারের বৌদি তথা কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গায়ত্রী সরকার বলেন, 'সকাল তখন সাড়ে দশটা। আমি পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যাব বলে তৈরি হচ্ছি। তখনই চারটি গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে কয়েকজন নেমে সোজা আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা। আমি ও আমার স্বামী ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে তাঁদের দেখে প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। সিবিআই আধিকারিকদের পরিচয় জানার পর জিজ্ঞেস করি, কী জন্য সেখানে এসেছেন? সিবিআই আধিকারিকরা জানান, শিক্ষা দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে সজল কর ও সুবল করের বাড়িতে তদন্তে এসেছেন।'

গায়ত্রী বলেন, 'আমরা জানিয়ে দিই তাঁরা ভুল বাড়িতে এসেছেন। পরবর্তীতে সিবিআই আধিকারিকদের ওই বাড়িটি দেখিয়ে দিয়েছি।' সিবিআই টিম চলে যাওয়ায় হাফ ছেড়ে বাঁচেন তাঁরা।

এদিন সকালে সিবিআইয়ের টিম খাগড়াবাড়ি হয়ে পরেশ কর চৌপথির দিকে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের সজলবাবুর বাড়ি কোথায় প্রশ্ন করতেই কয়েকজন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছেন। তার জেরেই সিবিআই তৃণমূল নেতা ও নেত্রীর বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নেননি গায়ত্রী। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের একটি এজেন্সি কীভাবে এত বড় ভুল করে? তাঁরা চাইলেই কি এভাবে যখন তখন কারও বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারেন? বাড়িতে বয়স্ক এবং অসুস্থ মানুষ থাকতে পারেন। হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দল বাড়িতে ঢুকে পড়ায় তাঁদের কিছু ঘটে গেলে তার দায় কে নেবে? তাছাড়া এদিনের ঘটনায় আমাদের হয়রানির পারিবারিক সম্মানহানি হয়েছে।'

> “ কেন্দ্রের একটি এজেন্সি কীভাবে এত বড় ভুল করে? তাঁরা চাইলেই কি এভাবে যখন তখন কারও বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারেন? বাড়িতে বয়স্ক এবং অসুস্থ মানুষ থাকতে পারে। হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দল বাড়িতে ঢুকে পড়ায় তাঁদের কিছু ঘটে গেলে তার দায় কে নেবে?
>
> – **গায়ত্রী সরকার** *সভাপতি, কোচবিহার-২ পঞ্চায়েত সমিতি*

একই সুরে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সজল সরকার বলেন, 'সিবিআইকে নিয়ে কিছু বলার নেই। তারা যখন তখন যাঁর-তাঁর বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। এদিনের ঘটনায় আমার পরিবারের পাশাপাশি দলের সম্মানহানি হয়েছে।'

ফের মৃত ২ মোহন

কোচবিহার, ৩০ নভেম্বর : গতবারের মতো ফের মড়ক দেখা দিয়েছে বাণেশ্বরের শিবদিঘিতে। দেবত্র ট্রাস্টের অধীনে থাকা এই দিঘিতে বৃহস্পতিবার ফের দুটি মোহন মরে ভেসে উঠেছে। আরও দুটি অসুস্থ মোহনকে বন দপ্তর চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছে। গত আটদিনে শিবদিঘিতে পাঁচটি মোহনের মৃত্যু হল।

এদিন বাণেশ্বরে কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বন দপ্তরের আধিকারিকরা গিয়েছেন। বাণেশ্বর মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি পরিমল বর্মন বলেন, 'শিবদিঘির জল ছেঁকে অন্য যে সমস্ত জলাশয়ে মোহনরা ভালো রয়েছে, সেখানকার জল এনে ভরে দেওয়া হোক। মোহনরা যেরকম পরিবেশে থাকে, শিবদিঘিতে তাদের সেরকম পরিবেশ করে দিতে হবে।'

'জীবন উৎসব'

নিউজ ব্যুরো

৩০ নভেম্বর : জীবনবিমার তরফে বুধবার থেকে সূচনা হল একটি নতুন পলিসির। নাম দেওয়া হয়েছে জীবন উৎসব। এই পলিসির সুযোগ নিতে পারেন ৬৫ বছর পর্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তিরা। পলিসির টাকার প্রিমিয়াম পাঁচ থেকে ষোল বছর পর্যন্ত ১৬ কিস্তিতে দিতে হবে। পলিসি গ্রহীতারা আমৃত্যু এই পলিসির পরিষেবা পাবেন। জীবনবিমা নিগমের জলপাইগুড়ি বিভাগীয় ম্যানেজার প্রকাশ মিশ্র বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই নতুন পলিসির বিষয়ে জানান।

রেকর্ড ভেঙে 'উষ্ণতম' নভেম্বর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : চলতি বছরই কি দেরিতে আসছে শীত? শীতের আমেজ না মেলায় প্রশ্নটা ঘুরছে অনেকদিন ধরেই। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যেও স্পষ্ট, অতীতে উত্তরবঙ্গে শীতের জন্য এমন প্রতীক্ষা করতে হয়নি। এমনকি গত এক দশকে চলতি নভেম্বরই উষ্ণতম। আবহবিদরা বলছেন, শীতের জন্য আগে নভেম্বরের অপেক্ষা করতে হত না। অক্টোবরের শেষেই শীতের আমেজ পেত উত্তরবঙ্গ। যার প্রমাণ মিলত কালীপুজোয় গরম পোশাক পরে প্রতিমা দর্শনের ছবিতে। হঠাৎ এমন আবহাওয়ার বদল কেন? অধিকাংশই অবশ্য দায়ী করছেন দূষণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে।

ডিসেম্বরের শুরুতে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আশার আলো দেখালেও বৃহস্পতিবার কতটা বৃষ্টি হবে পাহাড়-সমতলে তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন খোদ আবহবিদরাই। তবে ঝঞ্ঝাটা শক্তিশালী হলে বৃষ্টির হাত ধরে শীতের আমেজ পাওয়া যাবে, বলছেন তাঁরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বুধবার পর্যন্ত বর্তমান আবহাওয়ার পরিবর্তনের তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে বৃহস্পতিবার থেকে পরিবর্তনের কিছুটা আশা করা যাচ্ছে। পাহাড়-সমতলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।'

পারদের নামা-ওঠা

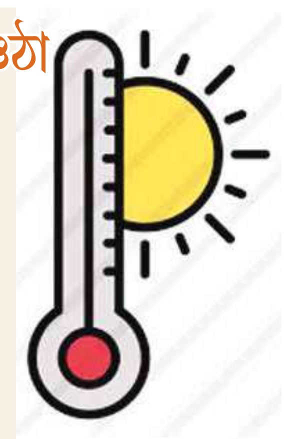

- ২০১৯ সালের নভেম্বরে গ্যাংটকের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস
- সেবছর জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে যথাক্রমে ২৪.৩ এবং ২৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস
- চলতি বছর গ্যাংটকে ১৫.২, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতে ২৪.৩ এবং ২৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস
- গত এক দশকে সবচেয়ে শীতলতম ছিল ২০১৮ সাল
- ওই সালের নভেম্বরে গ্যাংটকের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৩.৩ ও জলপাইগুড়ির ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস

বঙ্গোপসাগরে একের পর এক নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে না উত্তরবঙ্গে। বরং নিম্নচাপগুলি শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মেঘ টেনে নেওয়ায় সরাসরি সূর্যের তাপের স্থায়িত্বে গরম আবহাওয়া থাকছে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরেও। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, যা রবিবার শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। তবে এবারও তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে না। অবশ্য ঘূর্ণিঝড়টি পরিণত হওয়ার পর 'রিটার্ন গিফট' হিসেবে মেঘ ফিরবে এই অঞ্চলে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার যোগফলে বৃষ্টি ঝরতে পারে পাহাড়ের পাশাপাশি হিমালয় সংলগ্ন সমতলে। তবে কোথায় কতটা বৃষ্টি হবে, তা নির্ভর করছে ওই সময়ের আবহাওয়া পরিস্থিতির ওপর। একদিনের বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা পতনের সম্ভাবনা দেখছেন আবহবিদরা। এরপর যদি পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার হানাদারি ঘটে, তবে মাঝ ডিসেম্বর থেকেই শীতের আমেজ পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কিন্তু আবহাওয়া তো নিজের খেয়ালেই চলে। ফলে বৃহস্পতিবারের বৃষ্টি কতটা 'শীত-লক্ষ্মী' আনবে, তা সময়ই বলবে। তবে আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যে স্পষ্ট, গত ১০ বছরে গড় তাপমাত্রায় উত্তরবঙ্গে আবহাওয়ার এমন পরিস্থিতি দেখা যায়নি। ওই তথ্য অনুসারে, চলতি বছরের সঙ্গে একমাত্র কিছুটা তুলনা চলতে পারে ২০১৯ সালের। '১৯-এর নভেম্বরে গ্যাংটকের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে যথাক্রমে ২৪.৩ এবং ২৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চলতি বছর যা গ্যাংটকে ১৫.২, জলপাইগুড়ি ২৪.৩ এবং ২৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গত এক দশকে সবচেয়ে শীতলতম ছিল ২০১৮ সাল। ওই সময় নভেম্বরে গ্যাংটকের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৩.৩ ও জলপাইগুড়ির ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সাধারণত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত নির্ভর করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার ওপর। এবছর কয়েকটি ঝঞ্ঝা এলেও তা তেমন শক্তিশালী ছিল না। ফলে বৃষ্টি নেই ৪ অক্টোবরের পর থেকে। কিন্তু গড় তাপমাত্রার এই বৃদ্ধির মূলে এল নিনোর যোগের বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। তবে তাঁদের বড় একটা অংশ মনে করছেন, সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাড়িঘর, যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াও একটা কারণ।

উন্নতমানের মুগার ডিম উৎপাদন উত্তরেও

নিবেদিতা দাস

মাটিগাড়া, ৩০ নভেম্বর : বাংলার রেশমশিল্পের একসময় জগৎজোড়া সুখ্যাতি ছিল। মোগল আমলে সারা ভারত তো বটেই, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও বাংলার রেশমবস্ত্র রপ্তানি হত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সেই শিল্প। তার এতকাল পরে কি সুদিন আসছে বাংলার রেশমশিল্পে? সম্প্রতি পাওয়া খবরে বাংলার রেশমশিল্প নিয়ে আশা জাগছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অসমে যাচ্ছে 'মুগা' রেশমকীটের ডিম।

একসময় উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে সিল্ক তৈরির জন্য আনা হত রেশমকীট মুগা। যা স্বর্ণরেশম বা গোল্ডেন সিল্ক নামে পরিচিত। তবে এখন পশ্চিমবঙ্গ এতটাই মুগার ডিম তৈরিতে সক্ষম হয়েছে যে, উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে আর নতুন করে মুগার ডিম আনতে হচ্ছে না। বরং এখানকার তৈরি ডিম অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের একাধিক রাজ্যে পাঠানো হচ্ছে।

রবিবার মাটিগাড়ায় রাজ্য সরকারের রেশমশিল্প দপ্তরের কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে দপ্তরের উত্তর বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা ডঃ অরূপ কৃষণ ঠাকুর বলেন, 'একসময় সারা পৃথিবীতে একমাত্র অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে মুগা উৎপাদন হত। কিন্তু এখন সেই গুটি কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দার্জিলিং জেলার পাহাড় এবং সমতল সহ উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে। শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি, মাটিগাড়া রেশম খামার এবং কোচবিহার থেকে প্রচুর পরিমাণে রোগমুক্ত মুগা ডিম ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব ভারতে পাঠানো হয়েছে।'

মাটিগাড়ার খামারে রেশম চাষের গবেষণা। —সংবাদচিত্র

শীতল আবহাওয়ার জায়গায় মুগা চাষ ভালো হয়। এই চাষের সেরা সময় কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস। ২০-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই চাষ করা হয়। এদিন এই দপ্তরের এক কর্মী জানালেন, আশপাশের এলাকার রেশম চাষিদের ডিমের প্রয়োজন মেটানোর পরেও প্রচুর ডিম তাঁরা উৎপাদন করতে পেরেছেন। প্রতিটি ডিম উন্নতমানের এবং রোগমুক্ত। মেঘালয় থেকে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের বিজ্ঞানী মহাশংকর মজুমদার। তাঁর মন্তব্য, 'শিলিগুড়ি সংলগ্ন নকশালবাড়িতে মুগার মৌলিক বীজ রক্ষণাগার তৈরি করা হয়েছে। যা ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গকে মুগা চাষে এক নতুন দিগন্ত দেখাবে।'

এদিন মাটিগাড়ার রেশম খামারে গিয়ে দেখা গেল, চারটি দশায় চাষ হচ্ছে মুগা। ডিম থেকে পোকা, পোকা থেকে গুটি এবং গুটি থেকে মথ। মেল ও ফিমেল মথের মিলন হলে তার ঠিক চারঘণ্টার মধ্যেই ফিমেল মথ খড়িকা অর্থাৎ ঘাসে তৈরি একটি লাঠির ওপর ডিম পাড়তে শুরু করে। সেই ডিম কৃষকরা আট টাকা গ্রাম দরে কেনেন। কয়েক গ্রাম ডিম কিনলেই সেখান থেকে প্রায় এক কেজি গুটি পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য কয়েক হাজার টাকা। ফলে স্বল্প বিনিয়োগে লাভের মুখ দেখছেন চাষিরা।

গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট, কুনকি সুন্দর এখনও নিখোঁজ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩০ নভেম্বর : সুন্দর এখন আর হাতি নেই, উসেইন বোল্ট হয়ে গিয়েছে! অন্তত বৃহস্পতিবারের সকালের পর সেটাই মনে হচ্ছে বনকর্মীদের। উধাও হয়ে যাওয়ার ছয়দিনের মাথায় ময়রাডাঙ্গা বিটের জঙ্গলের ভেতর শক্তি নদীর ধারে সুন্দরের দেখা পান কিন্তু তাকে এদিনও ধরতে পারেননি বনকর্মীরা।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন সকাল ৮টা নাগাদ সুন্দরকে ময়রাডাঙ্গা বিটে শক্তি নদীর ধারে দেখা যায়। ওই জায়গাটি থেকে কার্জিপাড়া গ্রামের দূরত্ব খুব বেশি নয়। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছান ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়ার বিশেষজ্ঞ টিম। এক বনকর্মী জানান, সুন্দরকে দেখামাত্র তাকে লক্ষ্য করে ঘুমপাড়ানি গুলি করেন টিমের এক সদস্য। এরপরেই সুন্দর এমন দৌড় দিয়েছে, বিকেল ৪টা পর্যন্ত ১২টা গোয়েন্দা হাতি পুরো জঙ্গল তোলপাড় করেও সন্ধান পায়নি। এ বিষয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক নভজিৎ দে বললেন, 'এদিনও সুন্দরকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই সুযোগও এসেছিল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। শুক্রবার ফের খোঁজ চলবে।'

> “ এদিনও সুন্দরকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই সুযোগও এসেছিল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। শুক্রবার ফের খোঁজ চলবে।
>
> –নভজিৎ দে
> *সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান*

এদিকে, ঘুমপাড়ানি গুলি করার বিশেষজ্ঞ টিমের দাবি, সুন্দরের শরীরে ঘুমপাড়ানি ডার্টটি লেগেছে। অবশ্য জানা গিয়েছে, গুলি গায়ে লাগলে কুড়ি থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যে ওষুধের কাজ শুরু হয়ে যায়।

সুন্দরের এহেন দৌড়ঝাঁপ দেখে এক বনকর্মীর মন্তব্য, অন্য কুনকি হাতিদের দেখে সুন্দরের পায়ে বোল্টের গতি চলে এসেছে। মুহূর্তের মধ্যে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। আর জঙ্গল এতটাই ঘন যে খুঁজে পেতেও সমস্যা হচ্ছে। ১২টা গোয়েন্দা হাতি নাকানিচোবানি খাচ্ছে। তাঁর কথায়, এখনও হয়তো সুন্দরের মস্তিদশা কাটেনি, তাই তার নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না।

ধৃত অনুপ্রবেশকারী

মেখলিগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : ফের মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি সীমান্তে এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল বিএসএফ। চারদিন আগে কাজের জন্য ভারতে অনুপ্রবেশকারী দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছিলেন বিএসএফের ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের অনুপ্রবেশের অভিযোগে এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেপ্তার করলেন বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের আওতাধীন ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের ওরাওঁ সীমাচৌকির জওয়ানরা।

ধৃত ভাসন সূত্রধর (৭০) বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বাসিন্দা। ধৃত এক সপ্তাহ আগে কাজের সন্ধানে দহগ্রাম সীমান্ত দিয়ে ভারতে আসেন। কাজ না পেয়ে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়ার সময় ধরা পড়েন তিনি। ধৃতের কাছ থেকে বাংলাদেশি ১৫০০ টাকা উদ্ধার হয়। ধৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজের সূত্রে ঘোরাঘুরি করেছেন। কিন্তু কাজ না পেয়ে দালাল মারফত দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতার খোলা সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করেন।

কুচলিবাড়ি সীমান্তে ধৃত ভাসন।

কিন্তু ভারতের কাজ পাননি। তাই দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য কুচলিবাড়ি সীমান্তে এসেছিলেন। সেই সময় বিএসএফ জওয়ানরা গ্রেপ্তার করেন। পরে ধৃতকে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

এদিকে বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থার শোচনীয়। একের পর এক মানুষ কাজ হারিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। জলপাইগুড়ি সেক্টরের বিএসএফের ডিআইজি ব্রিগেডিয়ার বিজয় মেহতা। তাঁর বক্তব্য, 'কাজ, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন কারণে অনুপ্রবেশ ঘটছে। তবে বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তে কঠোর নিরাপত্তা দেওয়ায় মাঝেমধ্যেই অনুপ্রবেশকারী সহ পাচারকারীরা গ্রেপ্তার হচ্ছে।'

১৯৫৫ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিশিষ্ট গায়ক উদিত নারায়ণ।

ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালনী প্রয়াত হন ১৯৭৪ সালে আজকের দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
শুক্রবার, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯২ সংখ্যা

আজান ও শব্দ দূষণ

গুজরাট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুনীতা আগরওয়ালের নেতৃত্বে ডিভিশন বেঞ্চ আজান সম্পর্কিত একটি জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিয়েছে। মামলাকারীর অভিযোগ ছিল, আজানের ধ্বনিতে সন্নিহিত এলাকা শব্দ দূষণের শিকার হচ্ছে। কয়েকটি যুক্তিসংগত প্রশ্ন তুলে মামলাটি খারিজ করে দিয়েছে আদালত। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমান সমাজে ধর্মীয় বিভাজনের প্রেক্ষাপটে এই রায়টি উল্লেখযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

রায়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার কারণ, এই গুজরাট অতীতে ধর্মীয় হানাহানির ফলে অশান্ত হয়ে উঠেছিল। আজ সে রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয় এ রকম রায় দেওয়ায় সাম্প্রদায়িক ভাবনার একটি বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। মামলাকারী ধর্মেন্দ্র প্রজাপতি নিজেকে চিকিৎসক বলে দাবি করে আদালতে বলেছিলেন, মসজিদ থেকে মাইকে আজানের ধ্বনিতে শব্দ দূষণ হচ্ছে এবং তা এলাকায় বিরক্তি উৎপাদন করছে।

মাইকে আজান বন্ধের আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। হাইকোর্ট সেই আর্জিতে কান দেয়নি। আদালত বরং মামলাকারীর আর্জির প্রেক্ষিতে প্রশ্ন তোলে, আজানের ফলে শব্দ দূষণ হচ্ছে, এমন দাবির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না। আদালত আরও কয়েকটি প্রশ্ন তোলে। যেমন, যেভাবে অনেক সময় মাইকে উচ্চঃস্বরে সংগীত শোনানো হয়, তাতে পরিবেশ দূষিত হয় কি না, কিংবা সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে বিভিন্ন মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে ভজনগান পরিবেশ দূষণের কারণ হয় কি না?

প্রশ্নগুলির উত্তর মামলাকারীর আইনজীবীর কাছে ছিল না। মামলাটি খারিজ হওয়ার সবচেয়ে প্রধান কারণ হল, আজানের ফলে শব্দের তীব্রতা বিপদসীমা অতিক্রম করার কোনও তথ্য মামলাকারীর কাছে না থাকা। মানবসমাজে বিজ্ঞান এবং ধর্ম পাশাপাশি থাকে, যেমন থাকে যুক্তি এবং বিশ্বাসের দুই ধারা। দুটি ধারাই মানবজাতির উন্নতিকল্পে কাজে আসে বলে বিশ্বাস আছে। অথচ বহুসময়েই মানুষের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি তাকে কল্যাণের পথ থেকে বিচ্যুত করে বলে দুটি ধারাই বিপথগামী হয়।

বিজ্ঞান সবসময়েই মানুষকে প্রশ্ন করতে এবং সংশয়ী হতে শেখায়। বিজ্ঞান মানবসমাজকে সংস্কারমুক্তির পথ দেখায়, মানুষকে যুক্তির পথে চলতে সহায়তা করে যাতে সে বিশ্বের কল্যাণের জন্য আত্মনিবেদনে প্রস্তুত হতে পারে। ধর্মও মানুষকে অন্য জীব এবং বিশ্বসংসারের প্রতি সহনশীল করে তুলতে পারে। ধর্ম মানুষকে সৎপথে চলতে অনুপ্রাণিতও করতে পারে।

অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার মানুষের জৈবিক সত্তার কাছে তার বৌদ্ধিক সত্তা পরাজিত হয়েছে। সে কখনও ক্ষমতার মোহে, কখনও লোভের বশবর্তী হয়ে তার অন্তরের কল্যাণকর সত্তাটি বিস্মৃত হয়েছে। তখন তার আগ্রাসী চেহারা পরিস্ফুট হয়েছে। কখনও ধর্ম, কখনও বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে সে উদ্ধত হয়েছে। তখন বিজ্ঞান এবং ধর্ম তার কাছে দুটি আয়ুধ মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনে অনেক সুফল এনে দিয়েছে। সে আরামদায়ক জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে। এই প্রযুক্তি আবার মানুষকে মারণাস্ত্র জুগিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রযুক্তির সাহায্যে চলছে ধ্বংসলীলা। বিজ্ঞানকে নিশ্চয়ই এভাবে ব্যবহার করার কথা ছিল না। বিপরীতে ধর্মকে হাতিয়ার করে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চেয়েছে এবং বহুসময় তাতে সফল হয়েছে।

গুজরাট হাইকোর্ট পরোক্ষে এ কথাটিকে মনে করিয়ে দিয়েছে। শব্দ দূষণ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিষয়। শব্দের তীব্রতা বিপদসীমা অতিক্রম করলে তা পরিবেশের পক্ষে অবশ্যই অনিষ্টকারক। কিন্তু বিজ্ঞানের এই যুক্তির অপপ্রয়োগ করে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর রীতি-রেওয়াজকে শৃঙ্খলিত করার চেষ্টা মানবসমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয় না। বরং সমাজে অনৈক্যের বীজ রোপণ করে এবং সংখ্যাগুরুর প্রভুত্ববাদ নখ-দাঁত বার করে সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। গুজরাট হাইকোর্টের রায় এই প্রভুত্ববাদের সামনে সতর্কবার্তার নির্দেশ ঝুলিয়ে দিল।

অমৃতধারা

স্বভাবের পরিবর্তন সহজ নয় — তাতে সময় লাগে, কিন্তু যদি কোনো ভিতরের অভিজ্ঞতা না হয়, যদি ক্রমপর্যায়ে অপরাপর পবিত্র চেতনারাজি যা এই সকলের দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, তার প্রকাশ না ঘটে — তা হলে এমনকি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। তোমার ভিতরে আছে চৈতন্যসত্তা যা ভগবান — যা সরাসরি মায়ের অংশ- এই সকল অপূর্ণতা হতে যা মুক্ত। এ লুক্কায়িত এবং আবরিত হয়ে আছে সাধারণ চেতনা ও স্বভাবের দ্বারা, কিন্তু যখন এ আবরণ মুক্ত হবে ও এগিয়ে আসবে এবং সত্তাকে পরিচালিত করবে — তখন এ সাধারণ চেতনার পরিবর্তন ঘটাবে, এই সকল অদিব্য জিনিসকে দূর করে দেবে এবং বাহিরের প্রকৃতির পুরোপুরি পরিবর্তন ঘটাবে।

–শ্রীঅরবিন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৪

পাশাপাশি : ১। মাসের নাম ৩। হেঁট বা নীচের দিকে ৫। কৌতুক বা খেলা ৬। ছইওয়ালা ছোট নৌকা ৮। ভালো মানুষ ১০। ধারণযোগ্য ১২। মুসলমানদের ধর্মগুরু ১৪। পরাজয় ১৫। ছয় ঋতুর একটি ১৬। পরিবর্তনশীল।
উপর-নীচ : ১। জাপানি কুস্তি ২। মানুষ ৪। তিরস্কার, চোটপাট ৭। সবজি, মোবাইল ফোনে থাকে ৯। আশকারা দেওয়া ১০। মৃত্যুর দেবতা ১১। ক্রমবিপর্যয় ১৩। শ্রীকৃষ্ণ অথবা বসন্তকাল।

সমাধান ■ ৩৬৯৩

পাশাপাশি : ১। মওকা ৩। বররুচি ৪। গহনা ৫। বইমেলা ৭। কাক ১০। দস্তা ১২। আকছার ১৪। কুটিলা ১৫। বাটপাড় ১৬। পলিতা।
উপর-নীচ : ১। মরীচিকা ২। কাগজ ৩। বনাবন্তি ৬। মেয়াদ ৮। কন্দুক ৯। সারকুড় ১১। স্তাবকতা ১৩। গোলাপ।

শিক্ষাঙ্গন এখন অনেক বিস্তৃত, ছাত্রছাত্রীরা তার খবর কতটুকু জানে?

দেবদূত ঘোষঠাকুর

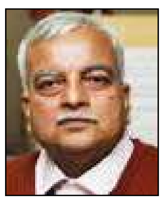

হাওড়ার আমতার মেয়েটি বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চেয়েছিল। কিন্তু বাড়ির লোকের আস্থা ছিল না মেয়েটির বুদ্ধিমত্তায়। কলা বিভাগে উচ্চমাধ্যমিকে পড়েছিল সে। অঙ্কে বরাবর উৎসাহ থাকা মেয়েটি কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে নেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমন এক তথ্য পেয়ে গেল, যা তার অপূর্ণ সাধ মেটানোর পথ বাতলে দিল।

ওই 'ম্যাজিক'-এর নাম ব্রিজ কোর্স। সেটা আবার কী? এটাকে বলা যায় কলা ও বিজ্ঞান কিংবা বাণিজ্য শাখা এবং বিজ্ঞান কিংবা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের এক প্রক্রিয়া। এক ধরনের কাউন্সেলিং আর কি! সত্যি সত্যিই আবেদনকারী বিষয়টি নিয়ে পড়তে পারবে কি না তা পরখ করে নেওয়া। তবে এ ক্ষেত্রে দায়টা পুরো ওই ছাত্র বা ছাত্রীর। তাকেই ঠিক করতে হয় উচ্চমাধ্যমিকে অঙ্ক না পড়েও, সে ওই বিজ্ঞান বিষয়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে কি না। যে মেয়েটিকে নিয়ে লেখার শুরু, সে স্নাতক স্তরে বেছে নিয়েছিল রোবোটিক্সের মতো খটমট বিষয়।

মেয়েটি এখন একটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবোটিক্সের বিএসসি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি বড় কোনও ঝুঁকি নিলে না তো? মেয়েটি ঠান্ডা মাথায় জবাব দিল, 'আমার কাছে এটা যেমন একটা সুযোগ, তেমনই চ্যালেঞ্জ। সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য আমি চ্যালেঞ্জটা নিলাম।'

মেয়েটি ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করে এসে রোবোটিক্স নিয়ে স্নাতকে পড়তে ঢোকায় বাড়ির লোকে অনিশ্চয়তায় পড়েছিলেন। ছোটবেলায় অঙ্কের সঙ্গে মেয়েটির হৃদ্যতা এই জটিল বিষয়ে তাকে মোটামুটি সাবলীল করে তুলেছে। তবে সবার ক্ষেত্রেই যে এমনটা হবে তা কিন্তু নয়। রাজ্যের এক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বলছিলেন, 'এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাটা আমাদের এখানে হালে শুরু হয়েছে। কাউন্সেলিংয়ের সময়েই আমরা বুঝতে পারি কে পারবে আর কে পারবে না। তবুও আমরা সবাইকে বলে দিই, এই ব্রিজ কোর্সে ভর্তির পুরো দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ছেলে বা মেয়েটির।' ওই শিক্ষকের মত, 'আমাদের সময় আমরা এই ধরনের সুযোগ পেতাম না। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের সামনে এই সুযোগ এনে দিয়েছে।'

ওই শিক্ষকের এক দাদার ছোটবেলা থেকেই অঙ্কে খুব ভয় ছিল। এই ভয় কাটানোর জন্য কোনও মানুষ তাঁর স্কুল জীবনে আসেননি। তাই নিজের পছন্দসই বিষয় নিয়ে তিনি পড়তে পারেননি। কলেজের তৃতীয় বর্ষে এমন একজন মানুষ এলেন, যিনি অঙ্কের প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে দিলেন ওই ছাত্রটির মনে। কিন্তু সেই সময় আজকের মতো এমন ব্রিজ কোর্স তো ছিল না। তাই তাঁর দাদার মনের ইচ্ছা কখনও পূর্ণ হয়নি।

সব বাবা-মা ই চান, তাঁদের ছেলেমেয়েরা এমন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করুক যাতে পাশ করার পরে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারে, পরিবার প্রতিপালন করতে পারে। আমাদের রাজ্যে চাকরির সংস্থান তেমন না থাকলেও, পুঁথিগত বিদ্যাতে এখনও আমরা অনেক রাজ্য থেকে এগিয়ে। আমাদের মূল সমস্যা হল যুগোপযোগী হাতেকলমে শিক্ষার অভাব। আমরা লাখে লাখে অধ্যাপক, গবেষক তৈরি করেছি, কিন্তু আমাদের শিক্ষার তৃণমূল স্তর থেকে হাতেকলমে শিক্ষার বড় অভাব। রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিবেকানন্দ সেই কবে দেশীয় শিল্পস্থাপন এবং সেই শিল্পের উপযোগী কর্মী তৈরির পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আইটিআই তৈরি হয়েছে একের পর এক। কিন্তু বাঙালির মানসিকতা বদলায়নি। তাই আমরা চাকরির সেই রকম পরিকাঠামো তৈরি করতে পারিনি। আমাদের রাজ্য থেকে কয়েক লক্ষ মানুষ কাজ করতে যান বাইরের রাজ্যগুলিতে। বারবার শিক্ষা ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে তা বাস্তবমুখী করার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। আমরা 'বাঙালি' রয়ে গিয়েছি।

> আসলে একাদশ-দ্বাদশ স্তরে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পেশাগত সুযোগসুবিধা নিয়ে কোনও কাউন্সেলিং হয় না। বিকল্প কী পথ আছে তা জানা না থাকায়, ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ান।

এই যে ব্রিজ কোর্সের কথা দিয়ে লেখা শুরু করলাম সেটা ক'জনে জানে? আসলে একাদশ-দ্বাদশ স্তরে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পেশাগত সুযোগসুবিধা নিয়ে কোনও কাউন্সেলিং হয় না। বিকল্প কী কী পথ আছে তা জানা না থাকায়, ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ান। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে গিয়ে ভাগ্য অন্বেষণের যে একাধিক পথ খুঁজে নেওয়া যায় সে ব্যাপারে স্কুলের উচিত ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের সজাগ করে দেওয়া। বিশেষ টিউটোরিয়াল হয়, কিন্তু এই কাউন্সেলিং হয় না।

নতুন শিক্ষানীতি আমাদের রাজ্যে সম্প্রতি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু যেসব ছাত্রছাত্রী এখন একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ছে তারা কিংবা তাদের অভিভাবকরা এ সম্পর্কে জানেন কি? স্কুলগুলির কি বিষয়টা একবারও মনে হয়েছে? নতুন শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষার রূপরেখাটাই পুরো বদলে গিয়েছে। সে ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীরা বা অভিভাবকরা এখনই যদি সব জানতে না পারেন তবে উচ্চমাধ্যমিকের পরে ফের তারা অন্ধকারে হারাবে। নতুন নিয়মে কোনও পড়ুয়া তিন বছরের শেষে পড়াশোনা ছেড়ে দিলে সে স্নাতক হবে, অনার্স ডিগ্রি পাবে না। এক বছরের পরে পড়া ছেড়ে দিলে তাকে সার্টিফিকেট দিতে হবে। দু'বছর পরে ছেড়ে দিলে পাবে ডিপ্লোমা। এমনভাবে পাঠ্যসূচি তৈরি করতে বলা হয়েছে, কোনও সময়ে পড়া ছাড়তে বাধ্য হলে ছাত্রটি যেন ওই বিষয়ে কিছু করে খেতে পারে। চার বছরের কোর্স শেষ করলে তবেই মিলবে অনার্স ডিগ্রি।

নতুন নিয়মে মাঝপথে কেউ কোর্স ছাড়তে বাধ্য হলেও তার সামনে ফের পড়াশোনা চালু করার সুযোগ থাকবে। সুযোগ থাকবে অনার্স করারও। পড়ুয়ার প্রাপ্ত ক্রেডিট পয়েন্ট জমা থাকবে ব্যাংকে। পরবর্তী সময়ে পড়াশোনা চালু করলে সেই পয়েন্ট ব্যবহার করা যাবে। ভবিষ্যতে বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা এ দেশে এসে তাদের পড়াশোনা জারি রাখতে পারবে। এ দেশের কোনও পড়ুয়া মাঝপথে কোর্স ছেড়ে গেলে বিদেশে গিয়ে সেই পড়াশোনা জারি রাখতে পারবে। উচ্চশিক্ষাকে গবেষণামুখী করতে এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহ দিতে এই ব্যবস্থা।

শিক্ষা দপ্তরের খবর, নতুন শিক্ষানীতিতে যে ন্যাশনাল ব্যাংক অফ ক্রেডিটের কথা বলা হচ্ছে, তা হল বর্তমানে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করলে সেই তথ্য ও দলিলপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। সেই ছাত্র বা ছাত্রী কী নিয়ে পড়াশোনা করেছে জানতে ভরসা স্রেফ মার্কশিট। নতুন শিক্ষানীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে পড়ুয়াদের ক্রেডিট পয়েন্ট জমা থাকবে, তা সে যে বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়াশোনা করে থাকুক না কেন। সেই সেন্ট্রাল রিপোজিটরি দেখলে খুব সহজেই সেই শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার ইতিবৃত্ত জেনে ফেলা যাবে। এতে গোটা প্রক্রিয়ায় একটা স্বচ্ছতা আসবে। কর্পোরেট সংস্থাগুলোও নতুন চাকরি দেওয়ার সময়ে এই তথ্যভাণ্ডারকে কাজে লাগাতে পারবে। নতুন শিক্ষানীতিতে মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে গেলেও পরে তা শুরু করার সুযোগ রয়েছে।

নয়া ব্যবস্থায় প্রথম বছরের শেষে বেরোলে সংশ্লিষ্ট পড়ুয়া সার্টিফিকেট পাবে, দ্বিতীয় বছরের শেষে ডিপ্লোমা। তৃতীয় বছরে বেরোলে সে স্নাতক হবে এবং চতুর্থ বছরের শেষে সে অনার্স সহ স্নাতক হবে। নতুন নিয়মে এই প্রতিটা ধাপে একজন পড়ুয়া যে যোগ্যতা অর্জন করবে, কর্মক্ষেত্রে তার মূল্য থাকবে। একটা বছরের পড়াশোনা শেষ করার ৭ বছরের মধ্যে পরের পর্বের পড়াশোনা শুরু করার সুযোগ, নতুন নিয়মে আপাতত এমন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় স্নাতকোত্তর হবে এক বছরের পাঠক্রম। কোনও পড়ুয়া অনার্স ডিগ্রি নিয়ে পাঠক্রম শেষ করলে স্নাতকোত্তর পড়তে পারে। নম্বর ভালো থাকলে সরাসরি গবেষণাতেও যেতে পারে।

নতুন পাঠক্রমের চতুর্থ বর্ষের শেষ ছয় মাস পড়ুয়াদের কাছে ইন্ডাস্ট্রি ইন্টার্নশিপের পর্যাপ্ত সুযোগ। ফলে কেউ স্নাতকোত্তর না করলেও তার ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া কঠিন নয়। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমাতে এই জাতীয় শিক্ষানীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই শিক্ষাবিদদের অনেকের ধারণা।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এসব বিষয় বিস্তৃতভাবে ছাত্রছাত্রীদের জানাবে কে?

(লেখক সাংবাদিক)

খুশি আর সুহাদের দুঃস্বপ্ন কাটিয়ে ওঠার অন্য চিকিৎসা

রম্যাণী গোস্বামী

উনিশ বছরের আফগান মেয়ে খুশি একমনে এঁকে চলেছে। সীমাহীন মগ্নতায় সে যা আঁকছে তা আদতে হল একটি সেলফ পোর্ট্রেট। ক্যানভাসে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে খাঁচার ভিতরে আবদ্ধ থাকা জনৈক নীল বোরখার ছটফটানি, আতঙ্ক ও যন্ত্রণার রং। মাস তিনেক আগে ছবিটা সংবাদপত্রের দৌলতে আপামর জনসাধারণের কাছে পৌঁছায়। সকলে নড়েচড়ে বসেন। কে এই খুশি? খুশি আইন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা সামান্য ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট। তালিবানি জুলুমে মেয়েদের পড়াশোনা করতে বাইরে বেরোনো নিষিদ্ধ হল। পৈশাচিক বর্বরতায় তাঁদের মুখের উপর চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা। খুশি এবং খুশির মতো হাজার হাজার আফগান ছাত্রীকে কী অনায়াসেই না ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল গভীর অবসাদের অতল সমুদ্রে। তবুও গোটা বিশ্বের মানুষ কেঁপে উঠেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক! মেয়েগুলো সম্ভ্রম নিয়ে প্রাণে তো বেঁচেছে!

তো যাই হোক। নিঃসীম খাদের অন্ধকারে খুশি তলিয়েই যাচ্ছিল। হঠাৎ কেউ এসে ওর হাত ধরল। এই হাত ধরে ফেলার মানুষগুলি আছেন বলেই হয়তো পৃথিবীটা এখনও বাসযোগ্য। হাতটি যিনি ধরেছিলেন তিনি একজন মনোবিদ এবং তাঁরই পরামর্শে খুশি এবং খুশির মতো আরও অনেক মেয়েরা এসে যোগ দেয় শহরের 'আর্ট থেরাপি' ক্লাসে। একটি এক কামরার স্টুডিওতে ওরা রোজ সাদা কাগজে কালির আঁচড়ে উগরে দেয় ওদের ভিতরে ফুঁসে ওঠা ক্ষোভ, বঞ্চনা, না পাওয়াগুলোকে এবং এইভাবে মনের ক্ষতে শুশ্রূষার শীতল প্রলেপ পড়ে। সমীক্ষা বলছে, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার নিরাময়েও অবিশ্বাস্য ফল মিলেছে আর্ট থেরাপির ব্যবহারে। ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ অ্যাড্রিয়ান হিল প্রথম এই শব্দটির উদ্ভাবন করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই যা জনপ্রিয়তা অর্জন করে মানুষের কাছে। যদিও স্কিল এখানে অতটা জরুরি নয় যতটা হল প্রাণ খুলে মনের আনন্দে কাজটা করে যাওয়া। আঁকা ছাড়াও গানবাজনা, থিয়েটার, নাচ, বিভিন্ন মুভমেন্ট ব্যায়াম (কোরিওথেরাপি), বই পড়া (বিবলিওথেরাপি), এমনকি গল্প বলার মাধ্যমেও মনের অন্ধকারকে আলোকিত করার পথ খুঁজে পাচ্ছেন খাদের কিনারায় পৌঁছে যাওয়া লক্ষ মানুষ।

সে কারণেই হয়তো ইদানীং জাপানে মিউজিক থেরাপির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। কারাওকে বুথের নিভৃতে একাকী গলা ফাটিয়ে গান গেয়ে ওঁরা অব্যাহতি চান দৈনিক কাজের একঘেয়েমি অথবা সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকে। গাঁজার শরণার্থী শিবিরে ইজরায়েল-হামাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ট্রমা থেকে মুক্তি পেতে দশ বছরের সুহা দুই বেণি দুলিয়ে সাদা পাতায় পাগলের মতো এঁকে চলে ঘরবাড়ি, গাছ, আকাশ। মেঘ ছাড়াও সুহার আকাশে আনাগোনা অসংখ্য যুদ্ধবিমানের। ওর স্মৃতিপটেও যারা এসে হানা দেয় রোজ। ঠিক একই কারণে মাটিগাড়ার অদূরে বন্ধ বাগানে বাচ্চাদের হাতে রংপেন্সিল, আঁকার খাতা ধরিয়ে দিলেই তারা ঝাঁপায় কাগজের উপর। সিরিয়ান শরণার্থী যমজ ভাই আইমান-আনাস প্রাণপণে এঁকে চলে ক্যাঙারু-কোয়ালার ছবি।

এভাবেই হয়তো একদিন মা লিয়াংয়ের জাদুতুলি হয়ে উঠবে ওদের হাতের প্যাস্টেল আর অস্ট্রেলিয়ার ভয়াবহ তাপপ্রবাহে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া নিরীহ প্রাণীগুলি আবার চোখ মেলে চাইবে। কে বলতে পারে?

(লেখক অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

বিন্দু বিসর্গ

কপালই খারাপ। ভোরবেলা বাবুর বাথরুম সাফ করতে গেছিলাম, তখন কিছু মিলল না। –অভি

আলোচিত

কোনওভাবেই বিনামূল্যে সরকারি ভরতুকি দেওয়া উচিত নয়। যখন এই ভরতুকি দেওয়া হবে, তখন প্রাপকদেরও কিছু ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। স্কুলে নিখরচায় বিদ্যুৎ দিলে বলা উচিত, স্কুলে উপস্থিতির হার ২০ শতাংশের বেশি দরকার। তাহলেই তা দেব।

–এনআর নারায়ণমূর্তি

আজ

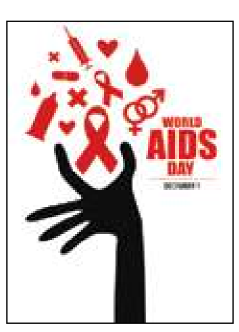

আজ বিশ্ব এইডস দিবস। ১৯৮৮ সাল থেকে দিনটি পালিত হচ্ছে। এইচআইভি ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে দিনটি উদযাপিত হয়। ৪ কোটির বেশি মানুষ এইডস সংক্রামিত হয়ে মারা গিয়েছেন। হু'র তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বে ৩.৭৭ কোটি মানুষ এই রোগে সংক্রামিত।

ভাইরাল

প্রযুক্তির যুগে হাতাহাতি, লাঠালাঠির জায়গা নিচ্ছে মেশিন। সুমাত্রায় মাটি কাটতে এসেছিল একটি সংস্থার জেসিবি। সেই সময় ওখানে চলে আসে প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার মেশিনও। মাটি কাটা নিয়ে ৩টি জেসিবি মেশিনের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। যান্ত্রিক মারমারির ভিডিও ঝড় তুলেছে নেটদুনিয়ায়।

জনমত

শহরে বিপন্ন পথকুকুর-বিড়াল

২৭ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা থেকে জানলাম, শিলিগুড়ির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে ১১টি মৃত কুকুর শাবক পাওয়া গিয়েছে। কে বা কারা (মানুষরূপী) এই জঘন্যতম কাজ করেছে তা তদন্তসাপেক্ষ। তবে বর্তমান সময়ে পাড়ায় পাড়ায় বিড়াল ও পথকুকুররা ভীষণভাবে বিপন্ন। কারও বাড়ির সামনে ওরা শুয়েবসে থাকলেই ওদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়ে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার কখনও দোতলা, তিনতলা থেকে জল ছিটিয়ে, লাঠি ছুড়ে মারছে। কেউ কেউ গরম জল, গরম ভাতের ফ্যানও ছুড়ে দিচ্ছে। এতটা অমানবিক হয় কী করে মানুষ! বলতে গেলে বলে, বেশ করেছি। কেউ কুকুরকে খাবার দিলে তাঁকেও নানা কটূক্তি শুনতে হচ্ছে। আমি নিজেই বাড়ির বাইরে পাঁচটা কুকুরকে খেতে দিই। আমাকেও আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে অনবরত।

এই পৃথিবীটা সকলের জন্য, ভুলে গেলে চলবে কী করে? যদি মনে হয় কুকুরের সংখ্যা বাড়ছে তাহলে শুধু প্রশাসনের দিকে না তাকিয়ে পাড়ায় পাড়ায় সকলের উদ্যোগে লাইগেশন করিয়ে দেওয়া যেতেই পারে।

বর্তমান সময়ে এইসব প্রাণীর খাবারের খুব অভাব। এদের মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মানুষ একমুঠো খাবার দেয়। সাধারণ মানুষ এদের একটু খাবার, একটু ভালোবাসা দিলে, এরাও যে কোনও মানুষের থেকে বেশি বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে ওঠে।

ভালোবাসুন, ভালো থাকুন। আর সকলকে বাঁচতে দিন। মান-হুঁশ সম্পন্ন মানুষ হয়ে যদি না বোঝেন তবে আর কীসের মানুষ!

নূপুর রায়
লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

ভারতের হাতিমৃত্যুতে বিদেশে প্রতিবাদ

আবার হাতিমৃত্যু। রাজাভাতখাওয়া সংলগ্ন বক্সার জঙ্গলে মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল দুই শাবক সহ মা হাতির। আর অন্যদিকে রেল দুর্ঘটনায় হাতিমৃত্যু প্রায় লেগেই আছে। রেল দুর্ঘটনায় বহু হাতির মৃত্যু এখন আর নতুন বিষয় নয়।

এই যে বছরের পর বছর ধরে এত হাতির মৃত্যু হচ্ছে, এর প্রতিবাদ হয় না কোথাও। শুধু মানুষের দুঃখ প্রকাশই যা! বরং দেখেছি হাতি তাড়াতে সংঘবদ্ধ বিক্ষোভ। মানুষ সহ ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি হলে বন বিভাগের অফিসে বিক্ষোভ, পথ অবরোধ হচ্ছে। বৈদ্যুতিক তার ও বিষ প্রয়োগ করে হাতির প্রাণনাশের গোপনে পরিকল্পনা। মোট কথা যে কোনও বন্যপ্রাণীকে বিরক্ত করা মানুষের অভ্যাস। তাতে আনন্দ পায়। কিন্তু আমরা কি কোনও দিন হাতিমৃত্যুর প্রতিবাদে মিটিং-মিছিল দেখেছি? পথ অবরোধ দেখেছি? তাদের বাঁচার অধিকার নিয়ে কোনও অফিস-আদালতে দরবার করেছি? নির্বাচনি জনসভায় হাতিমৃত্যু নিয়ে কোনও কথা হয়েছে, মনে হয় না। কারণ আমরা যে কট্টর পরিবেশবিমুখ তারই প্রমাণ।

কিন্তু এদেশে প্রতিবাদ না হলেও দুর্ঘটনায় ভারতীয় হাতির অকালমৃত্যুর জন্য ব্যাপক প্রতিবাদ হয়েছে লন্ডনে। এই প্রতিবাদ বিক্ষোভে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ এবং অধিকাংশই ছিলেন মহিলা। লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে যখন এই বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছিল, সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দিতে লন্ডনে উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভকারীরা ওই বিশেষ সময়টাকেই বেছে নিয়েছিলেন। কারণ, ভারতে যে বন্যপ্রাণীদের উপর মানুষ অমানবিকভাবে অন্যায় অত্যাচার চালায়, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রধানমন্ত্রী স্বচক্ষে দেখে যান, এটাই তাঁরা চাইছিলেন।

রেল দুর্ঘটনা ও মানুষের অত্যাচারে হাতি সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী আজ বিপন্ন। পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকার এবং বর্তমান সরকার বনের মধ্যে রেলের গতি নিয়ন্ত্রণের কথা বললেও কথা রাখছে না রেল। এছাড়াও হাতিমৃত্যু নিয়ন্ত্রণে অনেক আধুনিক প্রযুক্তির কথা শুনলেও সব বিফল।

পরিশেষে বলব, কেন্দ্র ও রাজ্য সমন্বয়ে হাতিমৃত্যু রোধে জোরদার ব্যবস্থা নিতে হবে। তবেই তারা বাঁচার পরিবেশ ফিরে পাবে।

অশোক সূত্রধর, সাতপুকুরিয়া, পাঁচমাইল, ফালাকাটা।

বাঁশির বদলে হর্ন চাই

রোজ সকালে কর্পোরেশনের বাঁশিওয়ালা বাঁশি বাজাতে বাজাতে সারা পাড়া ঘুরে বাড়ি থেকে ময়লা সংগ্রহ করেন। সেই সময় তাঁদের ময়লা ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়। কিন্তু বাঁশি বাজাতে গিয়ে তাঁদের ওই

নোংরা হাতেই বারেবারে মুখে হাত দিতে হয়। এতে সংক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই কর্পোরেশনকে অনুরোধ, এইসব কাজে বাঁশির বদলে হর্ন জাতীয় কিছু ময়লার গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে কর্মীদের আর মুখে হাত দিতে হবে না। সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যাবে।

ধ্রুব সরকার
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELIVERY
OUR SERVICES
MRI ● CT SCAN ● 4D USG
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 79087-26233 / 80012-22020

বাজার সরকার

বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন

আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন

বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান

আজ সন্ধে ৬টা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে

f LIVE

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

ফাঁকা বাড়িতে তালা ভেঙে গয়না, টাকা চুরি

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : ফের চুরি শিলিগুড়িতে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের মোড় বাজার সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সোনার গয়না এবং নগদ দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বাড়ির মালিক দুই মহিলা। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ওই বাড়ির বাসিন্দা দুই বোন নিজেদের বিয়ের জন্য সোনার গয়না বানিয়েছিলেন ও প্রায় দেড় লক্ষ টাকা জমিয়েও ছিলেন। সেই টাকা আলমারির লকারে রেখে বুধবার তাঁরা মামার বাড়িতে ঘুরতে যান। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়িতে ফিরে দেখেন ঘরের তালা ভাঙা। ভেতরে গিয়ে দেখেন আলমারি ভেঙে সোনার গয়না এবং টাকা নিয়ে গিয়েছে চোর। কান্নায় ভেঙে পরেন তাঁরা। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

মঙ্গলবার দেবীডাঙ্গা এলাকায় একটি বাড়িতে ঢুকে তালা ভেঙে ল্যাপটপ চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। বাড়ির মালিক ফিরে এসে দেখতে পান ঘরের তালা ভাঙা এবং ল্যাপটপ খোয়া গিয়েছে। এরপরেই তিনি প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ বুধবার রাতে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হল বাবুসোনা সরকার, সঞ্জয় মাহালি, উমেশ ছেত্রী। তিনজনই প্রধাননগর থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

শিলিগুড়িতে একের পর এক চুরিতে আতঙ্ক বাড়ছে। মঙ্গলবার রাতেও শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া এলাকায় একটি দোকানের শাটার ভেঙে ভেতরে ঢোকে চোর। শাটার ভাঙার শব্দ শুনে দোকানের ওপরের ফ্ল্যাট থেকে এক ব্যক্তি চিৎকার করেন। এরপরেই অভিযুক্ত ধরা পড়ে যায়। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। দিনপাঁচেক আগে মিলনপল্লি এলাকাতেও এক চোরকে ধরে বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ফুলবাড়ির একটি কারখানা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি এলাকার এক ব্যক্তি জিয়াগঞ্জ এলাকার ওই কারখানায় নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন।

গত কয়েকদিন থেকে তিনি বেপাত্তা ছিলেন। অন্যদিকে, গত কয়েকমাস থেকে এই কারখানা বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। এদিন কারখানার ভেতর থেকে পচা গন্ধ পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃতের নাম জানা যায়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হবেই

ব্যবসায়ীদের প্রতিরোধেও অনড় মেয়র

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : মঙ্গলবার দুপুরে প্রথমে শিলিগুড়ি হাসপাতালের উলটোদিকে একটি ওষুধের দোকানের বেআইনি অংশ ভেঙে দেন পুরকর্মীরা। এরপর পুরনিগমের কর্মীরা হকার্স কর্নারের কিছু বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে সেখানে গেলে রুখে দাঁড়ান প্রায় পাঁচশো ব্যবসায়ী। হাতেগোনা কয়েকজন পুলিশকর্মীকে নিয়ে আর বেআইনি নির্মাণ ভাঙার সাহস পাননি পুরকর্মীরা। তাই বাধ্য হয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন তাঁরা। এরপরই মেয়র গৌতম দেব জানান, প্রয়োজনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। ঠিক হয় এদিন বিকেলে মেয়র বৈঠকে বসবেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। যতই বাধা আসুক, শিলিগুড়ি শহরে বেআইনি নির্মাণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মেয়র গৌতম দেব।

গত মঙ্গলবার হকার্স কর্নারে দোকানের বেআইনি অংশ ভাঙতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল পুরকর্মীদের, যা নিয়ে গোটা শহরে রীতিমতো সমালোচনার মুখে পড়েছিল পুরনিগম। এদিন শুধু হকার্স কর্নার নয়, বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের সঙ্গেও অবৈধ নির্মাণ নিয়ে কথা বলেন মেয়র।

ক্ষুদিরামপল্লিতে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দিচ্ছেন পুরকর্মীরা। বৃহস্পতিবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

গৌতমের বক্তব্য, 'ওঁরা বলেছেন, ভাঙতে যাওয়ার আগে নাকি জানানো হয়নি। কিন্তু এটা ঠিক নয়। নোটিশ দেওয়া হয়েছিল ব্যবসায়ীদের।'

বৈঠকে এদিন ব্যবসায়ীরা জানান, যে ঘটনা ঘটেছে সেটা যাতে আর না হয় তার জন্য ব্যবসায়ীদের পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র বলছেন, 'মেয়র যে পরামর্শ দিয়েছেন তাতে আমরা খুশি। আমরা যা করব, এরপর থেকে পুরনিগমকে জানিয়ে করলে আর এই ধরনের সমস্যা থাকবে না।'

এদিনও ক্ষুদিরামপল্লিতে একটি নির্মাণের অবৈধ অংশ ভেঙে দেয় পুরনিগম। অভিযোগ, বাড়িটির বেশ কিছু অংশ অবৈধভাবে তৈরি হওয়ার পর পুরনিগমের তরফে বাড়ির মালিককে নোটিশও দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়ির মালিক কিছু না করায় পুরনিগমের তরফে এদিন পুলিশের উপস্থিতিতে বেআইনি অংশ ভাঙা হয়।

ঘণ্টাখানেক আলোচনার পর গৌতম বলেন, 'অবৈধ নির্মাণ ব্যবসায়ীরাও চান না বলে জানিয়েছেন। কিছু ক্ষেত্রে মেরামত করতে হয়। দোকানের উচ্চতা একটা জায়গায় গিয়ে থামাতে হবে। এটা ব্যবসায়ীদের দেখতে হবে। কারণ এতে বাজারেরই ক্ষতি হবে। আমরা মার্কেটে যাব। কারণ সাধারণ মানুষ এইসব বিষয় নিয়ে আমাদের কাছে বক্তব্য রেখেছেন।'

পণ্যবাহী গাড়ির জট রুখতে নির্দেশিকা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : যানজটের জেরে মালবোঝাই ট্রাক ঢুকতেই লেগে যাচ্ছে দুই থেকে তিন ঘণ্টা। কাঁচা মাল নষ্ট হওয়ায় বাড়ছে ক্ষতি। আড়তদারদেরই একটা অংশের তৈরি করা সে যানজট আটকাতে সরব হয়েছে ফল ও সবজি কমপ্লেক্সের অ্যাসোসিয়েশনও। জটিল এই পরিস্থিতি কাটাতে অবশেষে উদ্যোগী হল শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি।

নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, আড়তের সামনে গাড়ি রেখে তার মধ্যে দিয়েই মাল বিক্রির ওপর। মার্কেট সচিব তমাল দাসের বক্তব্য, 'আড়তে যেটুকু জায়গা রয়েছে, তারমধ্যেই ব্যবসা করতে হবে।' লোডিং বা আনলোডিংয়ের ক্ষেত্রে আড়তের সামনে একাধিক গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনও আড়তে একাধিক গাড়ি এলে সেগুলো খালি জায়গায় রাখতে হবে। এরপর গাড়ি আড়তের সামনে নিয়ে গিয়ে মাল লোডিং কিংবা আনলোডিং করাতে হবে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই রেগুলেটেড মার্কেটজুড়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিব কুমার অবশ্য রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। শিব কুমারের বক্তব্য, 'কয়েকজনের কারণে আমাদের ব্যবসা পুরো শেষ হয়ে গিয়েছে। গাড়ি ভেতরে ঢুকতে দেরি করছে। মাল পুরো বিক্রি না হওয়ায় আড়তে রেখে দিয়ে পরদিন আবার বিক্রি করতে হচ্ছে।' এর জেরে প্রচুর সবজি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমনকি মাছের আড়তেও ব্যাপক প্রভাব পড়ছে, বলছিলেন ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বাপি সাহা।

রেগুলেটেড মার্কেট

তাঁর আশঙ্কা, 'শুধুমাত্র নির্দেশ জারি করলেই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। প্রয়োজনে নির্দেশিকা বাস্তবায়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক।'

রেগুলেটেড মার্কেটে প্রতিদিন ছোট-বড় মিলিয়ে সাতশোর বেশি গাড়ি, ট্রাক ঢোকে। গেট থেকে ঢোকার পর তিন মাথার মোড় থেকে ফল ও সবজি কমপ্লেক্স পর্যন্ত শুরু হয়ে যায় যানজট। যানজটের জেরে মাছের আড়তে ঢোকার রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার রাস্তার মধ্যেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে একশ্রেণির ব্যবসায়ী একে একে দাঁড়িয়ে থাকা ভ্যানের মধ্যে মাল লোডিং করাচ্ছে। মজার ব্যাপার, ওই ব্যবসায়ীদের কোনও আড়তই নেই। অথচ আড়তদার হয়ে রাস্তা আটকে ব্যবসা চালাচ্ছে। ফল ও সবজি কমপ্লেক্সের ভেতরে ঢুকে আরও বিপজ্জনক পরিস্থিতি। সেখানে তো আবার এক-একটা আড়তের সামনেই একাধিক ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানেও ট্রাক থেকে সরাসরি সবজি নামিয়ে বিক্রি চলছে। 'আপনাদের তো আড়ত রয়েছে। আপনারাও তাহলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড়তের সামনে ট্রাক দাঁড় করিয়ে সরাসরি সবজি বিক্রি করছেন কেন?' ওই আড়তদারের বক্তব্য, 'আড়তে তো সেরকম জায়গাই নেই। তাই ট্রাক দাঁড় করিয়ে সরাসরি মাল বিক্রি করছি।' বাপি বলেন, 'কিছু আড়তদার বাইরে থেকে আড়তদারের এধরনের কার্যকলাপের জেরে মহাজন, ক্রেতা-বিক্রেতা, সকলের ওপরই প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে স্থানীয় ক্রেতারা মাল কিনে যানজটে আটকে যাচ্ছেন। সেগুলো বিক্রি করতে বাজারে যেতেই অনেকটা সময় লেগে যাচ্ছে।' মার্কেট সচিবের অনুরোধ, 'সবাইকেই আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। পুলিশ প্রশাসনেরও এব্যাপারে সহযোগিতা নেওয়া হবে।'

রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী, টোটোয় পণ্য পরিবহণ

ইসলামপুর, ৩০ নভেম্বর : এ এক আজব জায়গা। হাজার ব্যবস্থা নিলেও নিয়ম ভাঙার খেলা চলেই।

পুরবোর্ড থাকলেও পুর আইন মানা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। শহরের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা ও ফুটপাথ দখল করে দিনের পর দিন নির্মাণসামগ্রী পড়ে থাকে। মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ থাকলেও টোটোতে বেআইনিভাবে পণ্য পরিবহণ অব্যাহত। এনিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও পুরসভা ও পুলিশ নড়েচড়ে বসে কিছু ব্যবস্থা নিলেও অবস্থা ক'দিন পর যে কে সেই হয়। এনিয়ে প্রশ্ন করতেই ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল ও ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি শেরিং ভুটিয়া বরাবরের মতোই কড়া ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন। বাসিন্দারা অবশ্য আশ্বস্ত নন।

নিউটাউন রোড ইসলামপুর শহরের ভিআইপি রোড বলে পরিচিত। মঙ্গলবার দুপুরে দমকল দপ্তর পার করতে গিয়ে এক সাইকেল আরোহী ফুটপাথ দখল করে রাখা

ইসলামপুরের রাস্তায় পড়ে রয়েছে নির্মাণসামগ্রী। —সংবাদচিত্র

নির্মাণসামগ্রীর কারণে বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে কোনওমতে রেহাই পান। পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক রাস্তা গোটা বছর ধরে নির্মাণসামগ্রীর দখলে থাকে। একইভাবে শহরের অধিকাংশ ওয়ার্ডে রাস্তা দখল করে নির্মাণসামগ্রী পড়ে থাকাটাও যেন রুটিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে হোঁচট খেয়েই শহরের থানা কলোনির পড়ুয়া দিক পালের পাঁজরের হাড়ে চিড় ধরার দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু তারপরও এ নিয়ে পুরসভার টনক নড়েনি।

কানাইয়ালাল বলেন, 'কোনও নির্মাণসামগ্রী যাতে রাস্তায় না পড়ে থাকে সেজন্য ১৭টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদেরই ব্যবস্থা নিতে বলা হবে। আর টোটোতে পণ্যসামগ্রীর বিষয়টি নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের আরও সতর্ক হওয়া উচিত।' ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি (ট্রাফিক) শেরিং ভুটিয়া বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে প্রায়ই অভিযান চালিয়ে থাকি। তবে অনেক সময় পুলিশের চোখ এড়িয়ে হয়তো কিছু টোটো বেআইনি কাজকর্ম চালাচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নজরদারি ও অভিযান আরও বাড়ানো হবে।'

চার্চ রোডে গাড়ি দাঁড়ানোয় যানজটে সমস্যা

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : এয়ারভিউ মোড়ের সঙ্গে সেবক রোডের সংযোগকারী চার্চ রোডে যানজট লেগেই রয়েছে। ওই রাস্তা দিয়ে কোনও জায়গায় যেতে হলে হাতে অনেকটা সময় নিয়ে বের হতে হয়। প্রায় ৩০টির মতো খুচরো ও পাইকারি দোকান রয়েছে ওই রাস্তায়। ফলে প্রতিদিন শহর ও শহরের বাইরে থেকে বহু মানুষ মালপত্র বেচাকেনা করতে সেখানে আসেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে রাস্তার ওপরে ভ্যান, লরি, রিকশা দাঁড় করিয়ে জিনিসপত্র কিনছেন। আর এতেই যানজট তৈরি হচ্ছে।

অনেক সময় ক্রেতাদের গাড়িগুলিকে বড় রাস্তার পার্কিংয়ে রেখে দোকানে আসতে বলা হয়। তবে যাঁরা অনেক জিনিস নেন তাঁদের গাড়িই নিয়ে আসা ছাড়া উপায় থাকে না বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী রাকেশ সাহা।'

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ১০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার কমল আগরওয়াল। তিনি বলেন, 'আমি ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের নিয়ে এলাকায় গিয়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখব। সমাধান না হলে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।'

বৃহস্পতিবার বাঘা যতীন পার্কে সমবেত প্রতিবাদি সচেতন নাগরিকেরা।

শহর একজোট কুকুর খুনের প্রতিবাদে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ছিল ব্যাংকগুলির মাস শেষে কাজের হিসাবের দিন। ব্যাংকের কর্মীদের কাছে এই দিনটিতে কাজের চাপ অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। কাজ শেষ না হওয়া অবধি যে এমন দিনে ছুটি নেই, তা ভালো করেই জানা রয়েছে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি ব্যাংকের কর্মী অরিন্দম সান্যালের। এদিকে, শহরে ১১টি কুকুর শাবক খুনের ঘটনার প্রতিবাদে এদিন বিকালে বাঘা যতীন পার্ক থেকে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। পথকুকুরদের পাশে দাঁড়াতে কাজের প্রবল চাপের মধ্যেও কিছুটা সময় বের করে অরিন্দম সটান পার্কে চলে আসেন মিছিলে হাঁটতে। তাঁর কথায়, 'এখন আমরা প্রতিবাদ না করলে আগামীতে আবারও নৃশংসভাবে খুনের ঘটনা ঘটতে পারে। যারা কুকুর খুনে যুক্ত, তাদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাই।'

অরিন্দমের মতো অনেকেই এদিন কাজের মাঝে সময় বের করে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। শহরের শ'খানেক বাসিন্দা হাতে মোমবাতি, প্ল্যাকার্ড নিয়ে বাঘা যতীন পার্ক থেকে পদযাত্রা করে যান ঘটনাস্থলে। এদিন নিজের টোটোতে যাত্রী তোলা বন্ধ রেখে পদযাত্রায় শামিল হন শিলিগুড়ির প্রথম মহিলা টোটোচালক মুনমুন সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'রোজগারের চাপ তো রোজই থাকে। তার মাঝে সমাজের জন্য কিছু করার ভাবনাও রয়েছে। এমন অমানবিক ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। সাধারণ মানুষ সচেতন হলে, পথকুকুরের ওপর আক্রমণ অনেকটা কমে যায়।'

গত শনি ও রবিবার মিলিয়ে বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় নর্দমা থেকে ১১টি কুকুর শাবকের দেহ উদ্ধার হয়। যা নিয়ে শহরজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে ১১টি কুকুর শাবকের দেহই ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি যেখান থেকে কুকুরের দেহগুলি উদ্ধার করা হয়েছিল, তার পাশে পড়ে থাকা খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য কলকাতাতে পাঠানো হয়েছে। পশুপ্রেমী প্রিয়া রুদ্রর কথায়, 'শহরের মানুষ ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময় বের করে এই প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। আশা করছি, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তরা দ্রুত ধরা পড়বে।'

সেই মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় শিক্ষিকা পুষ্পিতা কুণ্ডু দত্ত ও সমাপ্তি দেব। দুজনেরই এক কথা, এমন ঘটনা যে বা যারা ঘটিয়েছে, তারা হৃদয়হীন। কঠোর শাস্তির প্রয়োজন। সেইসঙ্গে আরেক স্থানীয় বাসিন্দা, পেশায় ওয়াইল্ডলাইফ ফোটোগ্রাফার সৈরিন্ধ্রী ধর আবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত প্রয়োজন। পুলিশকে পুলিশের কাজ করতে দেওয়া হোক।'

এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সেক্রেটারি অমিত সরকার, পশুপ্রেমী অভিযান সাহা সহ অন্যরা।

নিজেরা রাস্তা সারাবেন, ভাবছেন ব্যবসায়ীরা

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : বাজারে বেহাল হয়ে থাকা রাস্তা সংস্কারে এবার নিজেরাই ঠিকাদার খুঁজছেন বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। নিজেরাই রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় থাকা গর্ত, এবড়োখেবড়ো অংশ সংস্কার করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য অসিত দে বলছেন, 'বাজারের একাধিক বেহাল রাস্তায় হোঁচট খেয়ে প্রতিদিনই ব্যবসায়ী-ক্রেতারা চোট-আঘাত পাচ্ছেন। আমরা এসব আর কতদিন সহ্য করে যাব?'

জর্জ মবার্ট রোড থেকে শুরু করে বিধান মার্কেটের বেহাল রাস্তাগুলোর সংস্কার নিয়ে শুরু হয়েছে দায় এড়ানোর পালা। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'পুজোর কারণে জর্জ মবার্ট রোডের কাজে কিছুটা দেরি হল। তবে বাকি কাজ কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওয়ার্ড কাউন্সিলার বরো থেকে অনেক টাকা পান। তিনিই তো বাকি রাস্তাগুলোর সংস্কার করে দিতে পারেন।' সংশ্লিষ্ট ১১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পালের পালটা অভিযোগ, 'জর্জ মবার্ট রোডের কাজটা আগের বোর্ডে পাশ হয়েছিল। বিধান মার্কেটের বাকি রাস্তাগুলোর জন্য পুরনিগম ও এসজেডিএ, দুই পক্ষকেই চিঠি দিয়েছি। কিছু হয়নি।'

তাঁর মন্তব্য, 'বরো থেকে বছরে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা পেয়ে থাকি। ওই টাকা দিয়ে কিছু হয় না।' এসজেডিএ চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী আশ্বাস দিয়েছেন, 'মেইনটেনান্স ফি পুরনিগম পায়। তবুও আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে। রাস্তাগুলো সংস্কার করে দেব।' অসিতবাবুর কথায়, 'আমরা সবসময়ই সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজের পক্ষে। তবে যা পরিস্থিতি, সংস্কারকাজটাও আমাদেরই করতে হবে।'

ব্যবসায়িক চাপ

- বিধান মার্কেটের বহু রাস্তা গর্ত এবং এবড়োখেবড়ো হয়ে বেহাল হয়ে রয়েছে
- বারবার আশ্বাস দিয়েও পুরনিগম ও এসজেডিএ এই রাস্তা সংস্কার করছে না
- ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের স্বার্থে বেহাল রাস্তা সংস্কার করবেন বলে ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

সরকারি সাহায্য চান নার্সারির মালিকরা

নিবেদিতা দাস

মাটিগাড়া, ৩০ নভেম্বর : হালকা শীত পড়তেই বেড়েছে চারাগাছের কদর। কেউ কিনছেন রঙিন ফুলের চারা কেউ বা ফলের। তাই এই মরশুমে বেড়েছে ফুলের চারাগাছ বিক্রির সংখ্যা। বৃহস্পতিবার এমনই দৃশ্য দেখা যায় শিলিগুড়ি সংলগ্ন মাটিগাড়ার পালপাড়া এলাকায়। সেখানকার নার্সারির মালিকরা বলেন, 'নিজস্ব জমি না থাকায় চাহিদা বাড়লেও বেশি সংখ্যায় উৎপাদন করতে পারছি না আমরা। অন্য রাজ্য থেকে ফুল আমদানি করতে প্রচুর খরচ পড়ছে। আমরা চাই সরকারি সহযোগিতা।'

মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেছেন, 'নার্সারির মালিকদের সহযোগিতার বিষয়টি নিয়ে উদ্যানপালন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। যদি তারা বড় মাপের চারাগাছ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।' মাটিগাড়া ব্লকের উদ্যানপালন দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, সরকারিভাবে নানা সুযোগসুবিধা রয়েছে। তবে এক হেক্টর নিজস্ব জমিতে নার্সারির বাগান হতে হবে। কিন্তু মাটিগাড়ায় দেখা যায় বেশিরভাগ চারাগাছ বিক্রেতার নিজস্ব কোনও জমি নেই। বালাসন সেতু সংলগ্ন নার্সারির মালিকরা জানালেন, এক হেক্টর জমি কেনার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই সরকারি সাহায্য চাইছি আমরা।

এদিন নার্সারিগুলি ঘুরে দেখা যায় ফুলের জাতের ওপর ভিত্তি করে চারার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। রকমভেদে প্রতিটি চারার দাম পড়ছে প্রায় পাঁচ টাকা থেকে দুশো টাকার মধ্যে। এদের মধ্যে রয়েছে পিটুনিয়া, গাজানিয়া, ডগ ফ্লাওয়ার, প্যাঞ্জি, সালভিয়া ফুল, জাইকো, অর্কিড, লালোপতি, অ্যাস্টার ফুল, সাকুলেন্ট প্রভৃতি। এগুলি কিনতে পানিট্যাঙ্কি, নেপাল, দার্জিলিং সহ আশপাশের এলাকা থেকে অনেকেই আসেন। বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বললে রোমা পাল বলেন, 'প্রতি বছর শীতকালীন ফুলের চারার ব্যাপক চাহিদা দেখা যায়। তাই বিক্রিও শুরু হয়েছে। সেইভাবেই কিন্তু আমাদের কাছে বেশি চারাগাছ নেই। সামান্য জমি থাকায় খুব কম উৎপাদন হয়। ফলে সরকারি সহযোগিতা চাইছি আমরা।' ব্যবসায়ী প্রীতম পালের কথায়, 'এই সময় নানা ধরনের বাহারি ফুলের চাহিদা থাকে। গাছপ্রেমীরা সব সময় নতুন গাছ খোঁজেন। কিন্তু আমাদের কাছে সেই গাছ নেই। ফলে সরকারিভাবে আমরা সাহায্য পেলে নানা ফুলের চাষ শুরু করতে পারব।'

প্রশাসনের কথা

> নার্সারির মালিকদের সহযোগিতার বিষয়টি নিয়ে উদ্যানপালন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। যদি তাঁরা বড় মাপের চারাগাছ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।
>
> —বিশ্বজিৎ দাস *বিডিও, মাটিগাড়া*

পাঁচ রাজ্যের বুথফেরত সমীক্ষায় ইঙ্গিত

হাত-পদ্মের লড়াই হাড্ডাহাড্ডি

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : সামনের বছর অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের আগে পাঁচরাজ্যের বিধানসভা ভোটকে সেমিফাইনাল হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী, পাঁচরাজ্যের ভোটের ফল কেমন হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশের রাজনৈতিক মহল। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে বুথফেরত সমীক্ষাগুলির যে ছবি সামনে এসেছে তাতে স্পষ্ট, বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের সমানে-সমানে টক্করের সাক্ষী থাকতে চলেছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়। একমাত্র ছত্তিশগড় বাদে বাকি দুটি রাজ্যে কংগ্রেসের থেকে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। তবে গো-বলয়ে কেরামতি দেখাতে সমর্থ হলেও তেলেঙ্গানা যে এখনও বিজেপির কাছে দূর অস্ত থাকছে তারও আভাস মিলেছে বুথফেরত সমীক্ষাগুলিতে। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে এবার কেসিআরের জয়ের হ্যাটট্রিক রুখে পরিবর্তন ঘটাতে পারে কংগ্রেস। অন্যদিকে উত্তর-পূর্বের মিজোরামে এবার অবশ্য ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে বুথফেরত সমীক্ষাগুলিতে।

ভোটদানের পর বুথের বাইরে হাসিমুখে তাঁরা। অপেক্ষা এখন ভোট ফলাফলের। বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদে।

বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানায় ভোটগ্রহণ করা হয়। চলতি বছরের গোড়ায় কর্ণাটক দখল করেছিল কংগ্রেস। এবার তেলেঙ্গানাতেও যদি তারা সরকার গড়তে সমর্থ হয় তাহলে দক্ষিণ ভারত হাত শিবিরের কাছে দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত হতে পারে। এদিন বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত তেলেঙ্গানায় ভোট পড়েছে প্রায় ৬৪ শতাংশ। এদিন ভোট দিতে যান মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও, তাঁর ছেলে তথা রাজ্যের মন্ত্রী কেটি রামা রাও, মেয়ে কবিতা, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রেভান্থ রেড্ডি প্রমুখ। ভোটগ্রহণের মাঝে বিআরএস প্রার্থী এবং কর্মীদের বিরুদ্ধে নির্বাচনি কারচুপির অভিযোগ তোলে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির সভাপতি জি কিষেন রেড্ডি এই অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের কাছে নালিশ জানান।

৩ ডিসেম্বর পাঁচরাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশিত হবে। তার সঙ্গে বুথফেরত সমীক্ষাগুলির ফল হুবহু মিলবে এমন কোনও কথা নেই। তবে পাঁচরাজ্যের ভোটের হাওয়া কোনদিকে বইছে তার একটা আভাস এই সমীক্ষায় ধরা পড়েছে। বিজেপি যদি শেষপর্যন্ত মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দখলে সমর্থ হয় তাহলে লোকসভা ভোটের আগে গেরুয়া শিবির স্বস্তিতে যতটা থাকবে তার থেকে বেশি প্রশ্ন উঠবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ম্যাজিকের ভবিষ্যত নিয়ে। তাঁকে সামনে রেখেই পাঁচরাজ্যে ভোটপ্রচার করেছে বিজেপি। সেক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশ দখলে রাখার নেপথ্যে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্ব নিয়ে চর্চা হতে বাধ্য। তাঁকে এবার প্রার্থী করা নিয়ে যথেষ্ট জটিলতা তৈরি হয়েছিল বিজেপিতে। উলটোদিকে মধ্যপ্রদেশে এবার কমল নাথকে সামনে রেখে প্রচারে শান দিয়েছিল কংগ্রেস। তিনি শিবরাজের সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের মতো ইস্যুগুলির পাশাপাশি নরম হিন্দুত্বের রাস্তাও ধরেছিলেন। কিন্তু শিবরাজ যদি তারপরও জিতে যান তাহলে কংগ্রেসের হিন্দুত্বের রাস্তা যে ভোটাররা গ্রহণ করতে নারাজ সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

রাজস্থানের সমীক্ষার ফল অবশ্য গত তিন দশকের পরম্পরা বজায় থাকছে বলে জানিয়েছে। সেইমতো এবার বিজেপিরই আসার কথা। যদি তাই শেষমেশ হয় তাহলে সেটা মোদি ম্যাজিক অপেক্ষা মরুরাজ্যের রাজনৈতিক ধারার জয় বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। গেহলট অবশ্য দাবি করেছেন, 'বুথফেরত সমীক্ষা যাই বলুক না কেন, রাজস্থানে কংগ্রেসই জিতবে। বিজেপি পাঁচরাজ্যের কোথাও জিতবে না।' ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের জনপ্রিয়তা এবং তাঁর সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলিই কংগ্রেসের সাফল্যের চাবিকাঠি হতে চলেছে। বাঘেল অবশ্য বলেন, কংগ্রেস এবার ৭৫টি আসন পাবে। কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আরও একবার ছত্তিশগড়ে সরকার গড়বে।

মিজোরামে মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার এমএনএফ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তাহলে সেখানে মিলিজুলি সরকার গঠিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দল জেডপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে কোনও একটি দল সরকার গঠনের চালিকাশক্তি হিসেবে এগিয়ে আসতে পারে।

জাতের লড়াইয়ে রাগাকে চ্যালেঞ্জ নমোর

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : জাতিগত জনগণনা নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দ্বৈরথে এবার পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা শীর্ষক এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি বলেন, 'আমার কাছে সবথেকে বড় চারটি জাত হল গরিব, যুবক, মহিলা এবং কৃষক। এই মানুষগুলির উত্থান হলেই ভারত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।'

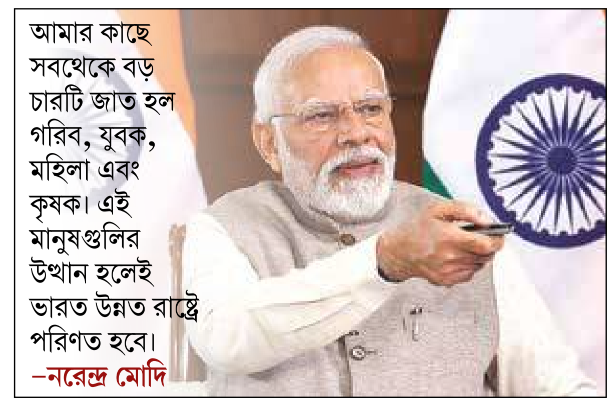
আমার কাছে সবথেকে বড় চারটি জাত হল গরিব, যুবক, মহিলা এবং কৃষক। এই মানুষগুলির উত্থান হলেই ভারত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
–নরেন্দ্র মোদি

সংসদের বিশেষ অধিবেশনে তো বটেই, সদ্যসমাপ্ত পাঁচরাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রচারেও জাতিগত জনগণনা নিয়ে বারবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রতি মোদির ভালোবাসা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। রাহুলের বক্তব্য, দেশে শুধুমাত্র গরিব আর বড়লোক নামে দুটি জাত রয়েছে বলে হামেশা দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী, অথচ ভোট এলেই নিজেকে ওবিসি হিসেবে তুলে ধরেন। দলিত ও আদিবাসীদের বিরুদ্ধে বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের বিমাতৃসুলভ মানসিকতারও সমালোচনা করেছেন রাহুল সহ কংগ্রেস নেতানেত্রীরা। হাত শিবিরের আক্রমণ ভোঁতা করতে মোদি এদিন হাতিয়ার করেন দেশের গরিব, যুবক, মহিলা এবং কৃষক সমাজকে। তিনি বলেন, 'ভারত কখনও থামবে না, ক্লান্তও হবে না। ১০ বছর ধরে আমার সরকারের কাজকর্ম দেখে মানুষের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গিয়েছে।'

নিজের সরকারের গুণকীর্তন করার পাশাপাশি কেন্দ্রের পূর্বতন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারগুলির সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার সমালোচনা করেন মোদি। তিনি বলেন, 'অতীতের সরকারগুলি শুধুমাত্র ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে কাজ করত। সেকারণে স্বাধীনতার দীর্ঘ কয়েক দশক পরেও জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ মৌলিক সুবিধাগুলি পাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিল।'

দেশজুড়ে কেন্দ্রের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সাফল্য প্রচার করতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা বেরিয়েছে। মানুষের কাছে ওই প্রকল্পগুলির সাফল্য যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছোতে পারে সেজন্য ওই যাত্রার মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, 'মোদি কি গ্যারান্টি গাড়ি' এখনও পর্যন্ত ১২ হাজারেরও বেশি পঞ্চায়েতে পৌঁছে গিয়েছে। ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ সুবিধা পেয়েছেন। এদিন ভিডিও কনফারেন্সের সময় জম্মুর এক সরপঞ্চের সঙ্গে হাসিঠাট্টাও করেন মোদি। বলবীর কৌর নামে ওই সরপঞ্চ প্রধানমন্ত্রীকে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার কথা বলছিলেন। সেসময় ভিড়ের মধ্যে তাঁকে ঠেলাঠেলি হচ্ছিল। মোদি তা দেখে বলেন, 'আপনি নিজের কুর্সি সামলান। না হলে অন্যরাও এবার সরপঞ্চ হয়ে যাবেন।' বলবীর কৌর জানান, কিষান ক্রেডিট কার্ড থেকে তিনি একটি ট্র্যাক্টর কিনেছেন। জবাবে মোদি বলেন, 'আপনার তো একটি ট্র্যাক্টর রয়েছে। আমার তো বাইসাইকেলও নেই।'

জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার পৌঁছেছে ৭.৬ শতাংশ। গত অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে এই হার ছিল ৬.২ শতাংশ।

আমেরিকা সহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলির অর্থনীতি যখন সংকটে তখন ভারতের অর্থনীতি ব্যতিক্রমী ছন্দে এগিয়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান ছিল দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জিডিপি ৬.৮ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। এমনকি রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমান ছিল ৬.৫ শতাংশ বৃদ্ধির। বিশেষজ্ঞদের ভুল প্রমাণ করে চমক দেখাল দেশের অর্থনীতি। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। তার থেকে সামান্য কমলেও জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৬ শতাংশ হওয়ার আশা করেননি বিশেষজ্ঞরা। কয়েক দিন আগে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছিলেন, 'দ্বিতীয় কোয়ার্টারে জিডিপি বৃদ্ধি চমক দেখাতে পারে।' তাঁর সেই অনুমানই আজ বাস্তবায়িত হল। জিডিপি পরিসংখ্যানে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। বলেছেন, সারা বিশ্ব যখন অর্থনীতির হাল ফেরাতে ব্যতিব্যস্ত তখন ভারতের অর্থনীতি যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ দিচ্ছে দেশের জিডিপি বৃদ্ধি।

অন্যদিকে আজ দেশের কোর সেক্টর বৃদ্ধির হারও প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রক। অক্টোবরে দেশের ৮টি কোর সেক্টরের বৃদ্ধির হার পৌঁছেছে ১২.১ শতাংশে। সেপ্টেম্বরে এই হার ছিল ৮.১ শতাংশ।

'চিন্তার কথা, এটা সরকারি নীতি নয়'

পান্নুন খুনে ষড়যন্ত্র রহস্যে ক্ষোভ ভারতের

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক মার্কিন নাগরিককে হত্যার ষড়যন্ত্রে নিখিল গুপ্ত নামে এক ভারতীয় যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ করেছে আমেরিকার বিচারবিভাগ। গত জুনে চেক প্রজাতন্ত্রের পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিখিলকে। তাঁকে আমেরিকায় প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া চলছে। মার্কিন বিচারবিভাগের রিপোর্টে চক্রান্তের শিকার ওই মার্কিন নাগরিকের নাম উল্লেখ না করা হলেও তিনি যে নিষিদ্ধ খালিস্তানপন্থী সংগঠন শিখ ফর জাস্টিস-এর নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন ছাড়া অন্য কেউ নন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বছর বাহান্নর নিখিল গুপ্তর বিরুদ্ধে মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগ আছে ভারতে। তদন্তে তিনি জানিয়েছেন, দেশে তাঁকে মামলা থেকে মুক্তি দিতে মার্কিন প্রবাসী খালিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পান্নুনকে খুন করতে ১ লক্ষ ডলারের বিনিময়ে ভাড়াটে খুনি নিয়োগের জন্য নিখিল এক ব্যক্তির সাহায্য নেন। ওই ব্যক্তির সূত্রেই এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর। পান্নুন হত্যার চক্রান্ত ব্যর্থ করতে কোনও অসুবিধা হয়নি মার্কিন গোয়েন্দাদের।

এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। বৃহস্পতিবার ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন, 'আমেরিকার আদালতে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে খুনের চক্রান্তের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাতে ভারতীয় আধিকারিকের সঙ্গে যোগ থাকার যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি আগেও বলেছি, আমি আবারও বলছি যে এটা সরকারের নীতির বিরোধী।'

কে কী বললেন

আমেরিকার আদালতে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে খুনের চক্রান্তের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাতে ভারতীয় আধিকারিকের সঙ্গে যোগ থাকার যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।
–অরিন্দম বাগচি
বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র

এই অভিযোগ আরও গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা উচিত ভারতের।
–জাস্টিন ট্রুডো
কানাডা প্রধানমন্ত্রী

তিনি জানান, আন্তর্জাতিক স্তরে সংগঠিত অপরাধ চক্র ও বন্দুকবাজদের সঙ্গে জঙ্গিদের এই ধরনের আঁতাত ঘোর দুশ্চিন্তার বিষয় বলেই তা নিয়ে ভারত সরকার একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটির রিপোর্ট পেলেই সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।

ম্যানহাটনের শীর্ষ ফেডারেল প্রসিকিউটর ড্যামিয়ান উইলিয়ামস বুধবার বলেন, 'ভারতে বসে নিউ ইয়র্কে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিককে হত্যার চক্রান্ত হয়েছিল। চক্রান্তের মাথা ছিলেন ভারত সরকারের এক আধিকারিক। যে মার্কিন নাগরিকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছিল, তিনি প্রকাশ্যে শিখদের জন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। খাস মার্কিন মুলুকে মার্কিন নাগরিককে হত্যার চক্রান্ত আমরা মেনে নিতে পারি না।'

মার্কিন বিচারবিভাগের অভিযোগ ওঠার পরেই ফের আসরে নেমেছে কানাডা। প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর বক্তব্য, 'আমেরিকা থেকে যে খবর শোনা যাচ্ছে, শুরু থেকে আমরা সেই কথাটাই বলে আসছি। এই অভিযোগ আরও গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা উচিত ভারতের।'

শীতকালীন অধিবেশনেই আসছে দণ্ডসংহিতা বিল

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদে শীতকালীন অধিবেশন। আসন্ন অধিবেশনে ভারতের ফৌজদারি এবং দেওয়ানি আইনগুলিতে পরিবর্তন আনতে মরিয়া মোদি সরকার।

আসন্ন অধিবেশনে ১৮টি বিল পেশ করা হবে। সংশোধনী এনে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য বিল তিনটি পেশ করতে চলেছে মোদি সরকার। বিল তিনটি পাশ করাতে চায় কেন্দ্র। যদিও দেশের ফৌজদারি আইনে পরিবর্তন করা নিয়ে মোদি সরকারের তাড়াহুড়োয় তীব্র আপত্তি তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার কলকাতায় এসেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ওই সফরের পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং শা'কে চিঠি দেন মমতা। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, ভারতীয় দণ্ডবিধি বা দেওয়ানি বিধির মতো দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আইনগুলিতে যদি অতি সক্রিয়তার সঙ্গে পরিবর্তন আনা হয় তাহলে দেশের জনজীবনে বড় প্রভাব পড়বে। এই সংক্রান্ত যে-কোনো পদক্ষেপ করার আগে বিচারপতি, মানবাধিকার কর্মী, সাধারণ মানুষের মতামত গ্রহণ করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু কেন্দ্র যে সেই পরামর্শ মানতে নারাজ বুধবারের বুলেটিন প্রকাশ্যে আসায় তা প্রমাণিত।

শা'কে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমান লোকসভার মেয়াদ প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। এই আবহে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই বিলগুলির পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়টি নতুন সরকার এবং নতুন লোকসভার ওপরেই ছাড়া উচিত। সরকারের কেন এই বিলগুলি নিয়ে তাড়াহুড়ো- প্রশ্ন তোলেন মমতা। কিন্তু মমতার সব আর্জি নাকচ করে অধিবেশনে দণ্ডসংহিতা বিলটি আনছে কেন্দ্রীয় সরকার।

১০০ বছরেই চলে গেলেন সেই কিসিঞ্জার

নরেন্দ্র মোদি ও হেনরি কিসিঞ্জার মুখোমুখি। *–ফাইলচিত্র*

ওয়াশিংটন, ৩০ নভেম্বর : মারা গেলেন নোবেলজয়ী হেনরি কিসিঞ্জার। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। কানেটিকাটের বাড়িতে এই প্রাক্তন মার্কিন কূটনীতিকের মৃত্যু হয়। তিনিই একমাত্র মার্কিন কূটনীতিক, যিনি দুই প্রেসিডেন্টের অধীনে কাজ করেছেন। বুধবার কিসিঞ্জার অ্যাসোসিয়েট এই খবর জানায়।

জার্মানির এক ইহুদি পরিবারে জন্মানো এই কূটনীতিক বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছোন। ১৯২৩ সালে জন্ম কিসিঞ্জারের। নাৎসি শাসনে ভীত কিসিঞ্জারের পরিবার ১৯৩৮ সালে আমেরিকায় চলে আসে। ১৯৪৩ সালে কিসিঞ্জার আমেরিকার নাগরিকত্ব পান, তিন বছরের পর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পিএইচডি করার পর কিসিঞ্জার দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কিসিঞ্জারের কর্মজীবনে খ্যাতি এবং বিতর্ক হাত ধরাধরি করে হেঁটেছে। কখনও আন্তর্জাতিক নানা সংকটে ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন, আবার কখনও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে নিন্দিত হয়েছেন তিনি। কিসিঞ্জারের আমলে জনপ্রিয় হয়েছিল 'রিয়েল পলিটিক' শব্দবন্ধ। অর্থাৎ আদর্শের আগে কৌশলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আগাগোড়া নিজের কর্মজীবনে কৌশলকেই গুরুত্ব দিয়েছেন কিসিঞ্জার।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বে পাকিস্তানের পক্ষ নেয় আমেরিকা। ওয়াশিংটনের এহেন অবস্থানের পিছনে হাত ছিল কিসিঞ্জারের। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সম্পর্কে কিসিঞ্জার যে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন, তা নিয়েও বিতর্ক হয়। তার জেরে নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর সমর্থনে প্রকাশ্যে সরব হন কিসিঞ্জার।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শত্রুতা বজায় রাখা, চিলির মতো বেশ কিছু দেশে স্বৈরাচারী শাসকদের মদত দেওয়া ইত্যাদি একাধিক অভিযোগে বিদ্ধ হতে হয়েছিল কিসিঞ্জারকে। তবে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধের অন্যতম 'কারিগর' হিসাবে ১৯৭৩ সালে কিসিঞ্জার নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। তাঁকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করার জন্য নোবেল কমিটির দুই সদস্য পদত্যাগ করেন।

টুকরো খবর

সবচেয়ে দুঃখী হস্তিনীর মৃত্যু

ম্যানিলা, ৩০ নভেম্বর : সঙ্গী হাতি শিবার মৃত্যুর পর ম্যানিলার চিড়িয়াখানায় একা হয়ে গিয়েছিল হস্তিনী বিশ্ব মালি। তিন দশকেরও বেশি তাকে সেই জীবন কাটাতে হয়েছে। বিশ্ব মালিকে মালি বলেই ডাকা হত। পিপল ফর দ্য ইথিকাল ট্রিটমেন্ট অফ অ্যানিম্যালস সংক্ষেপে পেটা মালিকে বিশ্বের সবচেয়ে 'দুঃখী হাতি' বলে আখ্যায়িত করে। মঙ্গলবার তার মৃত্যু হয়েছে। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের আন্দাজ, হাতিটির বয়স হয়েছিল ৪৩। সঠিক বয়স জানা যায়নি। ফিলিপিন্সের প্রয়াত প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোসের স্ত্রী ইমেল্ডা মার্কোসকে ১৯৮১ সালে হাতিটি উপহার দিয়েছিল শ্রীলঙ্কা সরকার। তখন বিশ্ব মালি ১১ মাসের। ম্যানিলার চিড়িয়াখানায় শিবা এসেছিল ১৯৭৭ সালে। মারা যায় ১৯৯০ সালে। কৈশোর ও যৌবনে বিশ্ব মালি শিবার সাহচর্য পেয়েছে।

ব্যয়বহুল শহর সিঙ্গাপুর ও জুরিখ

হংকং, ৩০ নভেম্বর : এবছর বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সিঙ্গাপুর ও জুরিখ। তৃতীয়স্থানে রয়েছে জেনিভা, নিউ ইয়র্ক ও হংকং। ইকনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট নামে এক সংস্থা বৃহস্পতিবার রিপোর্ট প্রকাশ করে সতর্ক করে জানিয়েছে, জীবনযাত্রার ব্যয়সংকট চলছে গোটা বিশ্বজুড়ে। সিঙ্গাপুর এই নিয়ে ন'বার ব্যয়বহুল শহরের তকমা পেল। বিভিন্ন বিভাগে মূল্যের স্তর উচ্চ হওয়াতেই সিঙ্গাপুর ও জুরিখ তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। সিঙ্গাপুরে পরিবহণ মূল্য সর্বাধিক। পোশাক, মুদিখানার জিনিসপত্র ও অ্যালকোহলের দামও সবচেয়ে বেশি। সুইৎজারল্যান্ডের জুরিখেও গৃহস্থালীর পণ্য, মুদিখানার জিনিসপত্রের দাম সর্বাধিক।

রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া যোগীরাজ্যে

লখনউ, ৩০ নভেম্বর : কলকাতার রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া এবার উত্তরপ্রদেশের বারাণসী জেলার লংকা অঞ্চলে। প্রায় একবছর দুই বোন মায়ের মৃতদেহ আগলে রয়েছেন। সাতদিন ধরে বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। ধৃত দুই বোন পুলিশি হেপাজতে রয়েছেন। ঘটনার তদন্ত হচ্ছে। লংকা থানার এসএইচও শিবকান্ত মিশ্র জানান, দীর্ঘ রোগভোগের পর ২০২২-এর ডিসেম্বরে উষা ত্রিপাঠীর মৃত্যু হয়। ঘটনা দু'বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। আর ফেরেননি। তাঁদের দুই মেয়ে পল্লব ত্রিপাঠী ও বৈশ্বিক ত্রিপাঠী মায়ের শেষকৃত্য করেননি।

বাড়ির পথে সুড়ঙ্গ-যুদ্ধে জয়ী শ্রমিকরা

দেরাদুন, ৩০ নভেম্বর : হৃষীকেশের হাসপাতাল থেকে একে একে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছেন উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গ-যুদ্ধে জয়ী শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবার সকালে হৃষীকেশ এইমস হাসপাতালের চিকিৎসকরা সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার হওয়া ৪১ জন শ্রমিককেই সুস্থ বলে ঘোষণা করেন। এদিন বিকালে তাঁদের মধ্যে ২৮ জনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের বাড়ি ফেরাতে হাসপাতালেই অপেক্ষা করছিলেন পরিবার ও প্রশাসনের লোকজন। তাঁদের সঙ্গে বাড়ির পথে পাড়ি দেন শ্রমিকরা।

বৃহস্পতিবার হাসপাতালের প্রবীণ চিকিৎসক রবি কান্ত জানান, শ্রমিকরা সকলেই সুস্থ। ৪১ জনের সবরকম শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। প্রত্যেকেরই রক্তপরীক্ষা, এক্স-রে এবং ইসিজি রিপোর্ট স্বাভাবিক। সকলেই শারীরিকভাবে সুস্থ ও পুরোপুরি কর্মক্ষম। তাই তাঁদের বাড়ি ফেরার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। রবি কান্তের কথায়, 'চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বলতে পারি, শ্রমিকরা প্রত্যেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক। হাসপাতালে থাকার আর কোনও প্রয়োজন তাঁদের নেই। আশা করি, কাজকর্ম করতেও তাঁদের কোনও অসুবিধা হবে না।' তিনি বলেন, 'সুড়ঙ্গে আটকে পড়লেও শ্রমিকদের খাওয়াদাওয়া বা বিশ্রামের কোনও সমস্যা হয়নি। কারও কোনও আঘাতও লাগেনি সেইভাবে। তাছাড়া শ্রমিকদের বেশিরভাগই তরুণ অথবা মাঝবয়সি। বয়স ও শারীরিক সক্ষমতা তাঁদের সুস্থ থাকতে সাহায্য করেছে।'

সিল্কিয়ারায় কাজ শুরু হবে দ্রুত

ঘরে ফেরার পালা। হাসপাতাল থেকে বাড়ির পথে উত্তরকাশীর শ্রমিকরা।

উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের চারধাম প্রকল্পের অংশ। সিল্কিয়ারা থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সুড়ঙ্গ খোঁড়ার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের। সেই সুড়ঙ্গের কাজেই বিপর্যয় নেমে আসে গত ১২ নভেম্বর। আচমকা ধসের জেরে সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে যান ৪১ জন শ্রমিক। বন্ধ হয়ে যায় প্রকল্পের কাজ। বিপন্ন শ্রমিকদের নিরাপদে উদ্ধারের পরেও ফের কবে কাজ শুরু হবে তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে শ্রমিকদের মধ্যে। সুড়ঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিকরা ছাড়াও আরও অনেকেই সুড়ঙ্গ প্রকল্পের কাজে যুক্ত। তাঁরা বাড়ি ফিরে যাবেন নাকি সিল্কিয়ারাতেই থেকে যাবেন তা ঠিক করতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন কয়েকজন শ্রমিক। এক মেশিন অপারেটর বললেন, 'আমি ছুটির আবেদন করেছি। জানি না কবে কাজ শুরু হবে।'

কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গে আবার খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হবে শীঘ্রই। তবে তার আগে বেশ কিছু কাজ রয়েছে। সুড়ঙ্গে শ্রমিক এবং কর্মচারীদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। সেই কারণে সিল্কিয়ারা সুড়ঙ্গে আগে নিরাপত্তা সংক্রান্ত একটি নিরীক্ষা করা হবে। সুড়ঙ্গের ভিতর এবং বাইরে যা যা মেরামত দরকার, সেগুলি করা হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেই শ্রমিকদের আবার সেখানে পাঠানো হবে।

সমলিঙ্গে বিয়ের স্বীকৃতি নেপালে

কাঠমান্ডু, ৩০ নভেম্বর : ভারত পারেনি, নেপাল পারল। সমলিঙ্গের বিবাহে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি স্বীকৃতির শংসাপত্র দেওয়া হল। প্রথম এই সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন রূপান্তরকামী মহিলা ৩৫ বছরের মায়া গুরুং ও ২৭ বছর বয়সি সমকামী সুরেন্দ্র পান্ডে। নেপালের পশ্চিম লামজুং জেলাকর্তৃপক্ষ মায়া ও সুরেন্দ্রকে বিয়ের শংসাপত্রটি দিয়েছেন। এশিয়ার মধ্যে এতদিন একমাত্র থাইল্যান্ডেই সমলিঙ্গের বিয়ের আইনি স্বীকৃতি আছে। এবার নেপালেও তা হল।

এই দম্পতির বিয়ে অনেকদিন আগে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এযাবৎ সরকারের কাছ থেকে শংসাপত্র পাননি। বুধবার তা পেয়েছেন। সুরেন্দ্রর সঙ্গে মায়ার আইনি বিয়ে পশ্চিম নেপালের লামজুং জেলায় ডোরডি গ্রামীণ পুরসভায় হয়েছিল। নেপালের সুপ্রিম কোর্ট ২৮ জুন সমলিঙ্গের বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশের দেওয়ানি বিধিতে পরিবর্তন ঘটানোরও নির্দেশ দিয়েছিল নেপালের শীর্ষ আদালত। তা বাস্তবে রূপ পেতে কিছুটা সময় লেগেছে বটে। কিন্তু অবশেষে তা সম্পন্ন হয়েছে। বিবাহের শংসাপত্রটি মায়া ও সুরেন্দ্র হাতে পাওয়ার খবরে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে নেপালের এলজিবিটি সম্প্রদায়।

একটি সূত্র জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট নেপাল সরকারকে নির্দেশ দিলেও কাঠমান্ডু জেলা আদালত মায়া ও সুরেন্দ্রর বিয়েকে আইনি স্বীকৃতি দেয়নি। তবে ডোরডি গ্রামীণ পুরসভার প্রধান হেমরাজ কাফলে বলেছেন, 'আমরা ওই দম্পতিকে বিয়ের শংসাপত্র দিয়েছি।'

স্লোগান যুদ্ধে সরগরম বিধানসভা

১১ বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : একদিকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও অন্যদিকে দুর্নীতি ইস্যুতে বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও তৃণমূল ও বিজেপি বিধায়কদের স্লোগান ও পালটা স্লোগানে উত্তপ্ত হল বিধানসভা। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে বিধানসভার সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়া লোকজনও দাঁড়িয়ে পড়েন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী বিধানসভা চত্বরে মোতায়েন করতে হয়। বিধানসভায় পৌঁছে যান কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (এসটাব্লিশমেন্ট) মিরাজ খালিদ, ডিসি (এনফোর্সমেন্ট) রাহুল দে ও ডিসি (সেন্ট্রাল) দীনেশ কুমার। পদস্থ পুলিশ কর্তারা বিধানসভায় মোতায়েন পুলিশকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। পুলিশ আধিকারিকদের ডেকে পাঠান বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই বিধানসভা চত্বর দ্রুত ফাঁকা করতে পুলিশ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বৃহস্পতিবার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী তৃণমূল বিধায়করা আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাত্র ৩০ মিটার দূরে বিধানসভার লবির সামনে সিঁড়িতে বসে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন বিজেপি বিধায়করা। বিরোধী দলনেতাকে লক্ষ্য করে তৃণমূল বিধায়করা 'বাবা চোর, বেটা চোর' স্লোগান দিতে শুরু করেন। তখন বিজেপি বিধায়করা পাল্টা 'মমতা চোর, ভাইপো চোর' স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। এই নিয়ে উত্তপ্ত হয় বিধানসভা চত্বর।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বিজেপি বিধায়করা কোনও আইন মানেন না। তাই জাতীয় সংগীত চলার সময় ওই বিজেপি বিধায়করা চিৎকার করছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা নিয়ে আমরা সরব হয়েছি। কিন্তু লজ্জা লাগে যে বিজেপি বিধায়করা রাজ্যের মানুষের কথা ভাবেন না।' তবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'তৃণমূল নেতা ও মন্ত্রীরা টাকা চুরি করবেন বলে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয় না। রাজ্যের মানুষের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়। কিন্তু রাজ্য সরকার ওই টাকা হজম করে নিচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা আটকে রেখেছে। রাজ্য সরকার অপচয় ও চুরি বন্ধ করলে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই টাকা দেবে।'

বুধবার বিধানসভায় আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তৃণমূল বিধায়করা। দিনের শেষে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সেখানে জাতীয় সংগীত গাইছিলেন তৃণমূল বিধায়করা। তখন 'চোর চোর' স্লোগান তোলেন বিজেপি বিধায়করা। জাতীয় সংগীতের অবমাননা হয়েছে এই অভিযোগ তুলে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জমা দেন পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও তৃণমূলের উপমুখ্যসচেতক তাপস রায়। ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার বিজেপির ১১ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশ ছাড়া কোনও মামলা করতে চায় না কলকাতা পুলিশ। অভিযোগে শুভেন্দুর নাম নথিভুক্ত করার জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানাবে পুলিশ।

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই অভিযোগে অনেক ভুল রয়েছে। তৃণমূলে যাওয়া বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের নাম রয়েছে। বাঁকুড়ার শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউড়ির নামও ভুল আছে। এমনকি হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের নামেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অথচ তিনি বুধবার বিধানসভায় ছিলেন না। আমরা এই নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হব।'

তৃণমূল ও বিজেপির স্লোগানে উত্তপ্ত বিধানসভা। বৃহস্পতিবার কলকাতায়।

ঘটনাক্রম

- তৃণমূল বিধায়করা আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভে বসেন
- কিছুক্ষণের মধ্যেই বিধানসভার লবির সামনে বিক্ষোভে বসেন পদ্ম বিধায়করা
- তৃণমূল বিধায়করা 'বাবা চোর, বেটা চোর' স্লোগান দেন
- পদ্ম বিধায়করা 'মমতা চোর, ভাইপো চোর' স্লোগান দেন

শা'র সভা না জমায় অসন্তোষ বিজেপিতে

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে শক্তি প্রদর্শনের বদলে বুধবার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে অমিত শা-র জনসভা কার্যত বিজেপির দুর্বলতাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। দলের একটা বড় অংশ একথা বলছেন।

তাঁদের মতে, 'এই সভা করে আদতে আমাদের কোনও লাভ হয়নি। উলটে যে সংগঠন এরাজ্যে তৈরি হয়েছিল, তা যে এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে তা প্রমাণ হয়ে গেল। যেখানে সভা হয়েছে, সেই জায়গা ২০ হাজার লোক দিয়েই অনেকখানি ভরে ফেলা যায়। অথচ সভাস্থল অনেকটাই ফাঁকা ছিল। গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকদের মাঠে নিষ্ক্রিয় করে রাখায় সভায় ভিড় জমানো যায়নি। এরকম সভা না হলেই বরং ভালো ছিল।'

তবে এসব যুক্তিতর্ক একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেছেন, 'বুধবারের সভায় লক্ষাধিক লোক হয়েছিল। সুন্দরবনে পুলিশ লঞ্চ আটকে রেখে বহু লোককে আসতে দেয়নি। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন জায়গা থেকে বিজেপির নেতা-কর্মীরা এসেছেন। অমিত শা আমাদের ৩৫টি আসন দখলের লক্ষ্যমাত্রা দিয়ে গিয়েছেন। আমরা সেই লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখেই এগোচ্ছি। আমাদের মধ্যে কোথাও কোনও ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ নেই।'

> **দলীয় কর্মীদের দাবি**
>
> গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকদের মাঠে নিষ্ক্রিয় করে রাখায় সভায় ভিড় জমানো যায়নি। এরকম সভা না হলেই বরং ভালো ছিল।

বিজেপি নেতা অনুপম হাজরা অবশ্য বুধবার থেকেই গলা ফাটিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে তাঁকে উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু শুধু তৃণমূল থেকে আসা অনুপম নন, যে নেতা-কর্মীদের ওপর ভিত্তি করে এরাজ্যে বিজেপি হইহই করে এগিয়েছিল সেই সায়ন্তন ঘোষ, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়দের সভাস্থলের আশপাশে দেখা যায়নি। তবে শুধু এদিন নয়, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা, সায়ন্তন ও রাজুরা দীর্ঘদিন ধরেই দলে ব্রাত্য হয়ে রয়েছেন। এর ফলে তৃণমূল থেকে আসা বঙ্গ বিজেপির এই মুহূর্তের সবচেয়ে সক্রিয় নেতা শুভেন্দু অধিকারীর পাশে বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ছাড়া সেভাবে সক্রিয় নেতা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দক্ষ সংগঠকদের হতাশ হয়ে বসে যেতে দেখে রাজ্যজুড়ে সক্রিয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়েছে।

অমিত শা-র সভা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, উত্তরবঙ্গ থেকে মাত্র ৩টি ট্রেনে নামমাত্র লোক নিয়ে আসতে পেরেছে বিজেপি। বিক্ষুব্ধ নেতাদের প্রশ্ন, শিয়ালদা, শ্যামবাজার ইত্যাদি জায়গা থেকে ক'টা মিছিল নিয়ে যেতে পেরেছেন বঙ্গ বিজেপি নেতারা? যে জায়গায় তৃণমূল সভা করলে মিছিলের চাপে কার্যত গোটা কলকাতা স্তব্ধ হয়ে যায়, সেই জায়গাতেই বিজেপির সভায় যানবাহন চলাচল বিন্দুমাত্র বিপর্যস্ত হয়নি বলে তাঁদের ক্ষোভ।

তাঁদের দাবি, রাহুল সিনহা একসময় যে বিশাল জমায়েত করে দেখিয়েছেন, তার থেকে অনেকগুণ বেশি খরচ করার পরেও এবার বিজেপির সভায় ভিড় জমেনি।

স্বাস্থ্য মিশনের টাকা নিয়ে মোদিকে চিঠি

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : একশো দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে আন্দোলনও করেছে তৃণমূল। এই ইস্যুতে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মধ্যে রাজ্যের সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির রং গেরুয়া না করায় টাকা আটকে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার অভিযোগ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন মমতা। প্রকল্পের টাকা কেন দেওয়া হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনে এই নিয়ে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন করারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের 'ফরমান' অনৈতিক নয় বলে দাবি করেছে বিজেপি।

রাজ্যে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন খাতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলার ৪৭৪টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৬৫টি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ২৮টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির জন্য একাধিক কিস্তিতে টাকা দেওয়ার কথা কেন্দ্রের। অথচ চলতি আর্থিক বছর শেষ হতে যখন মাত্র ৪ মাস বাকি তখনও কেন্দ্র প্রকল্প বাবদ কোনও টাকা বরাদ্দ করেনি। প্রকল্পের টাকা কেন আটকে দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে তিনি লিখেছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য গত ১২ বছরে ধারাবাহিকভাবে ভালো কাজ করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে এই মুহূর্তে ১১ হাজার এই কেন্দ্র রয়েছে। যার মাধ্যমে গড়ে প্রতিদিন ৩ লক্ষ মানুষ পরিষেবা পান। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অন্য রাজ্যের জন্য অর্থ বরাদ্দ করলেও এই রাজ্যের জন্য কোনও টাকা বরাদ্দ করেনি। এতেই ক্ষুব্ধ রাজ্য সরকার।

নবান্ন সূত্রে খবর, কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশিকা পাঠিয়ে জানিয়েছিল, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির রং হতে হবে মেটালিক হলুদ অর্থাৎ গেরুয়া ধরনের। তাতে খয়েরি রংয়ের বর্ডার থাকতে হবে। রং নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ফরমানে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকার ম্যাচিং গ্রান্ট দেওয়া সত্ত্বেও কেন কেন্দ্রীয় সরকার এই ফরমান দেবে তা নিয়ে তিনি গত কয়েকদিন ধরেই প্রশ্ন তুলছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমি জানতে পেরেছি, স্বাস্থ্য মিশন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে। কালার ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয়টি সেখানে অন্যতম কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই রাজ্যের সরকারি রং নীল ও সাদা। তা বদল করতে হলে অনেক অতিরিক্ত অর্থ খরচ হবে। প্রকল্পের বাকি শর্তগুলি রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই পূরণ করেছে। তাই অর্থ বরাদ্দ বন্ধ না করে তা যেন অবিলম্বে দেওয়া হয়।'

এই প্রকল্পে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে পাওয়ার কথা রাজ্য সরকারের। প্রকল্পের টাকা না পাওয়া গেলে রাজ্যের কোষাগারের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি ফোনও করতে পারেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

> **চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন**
>
> স্বাস্থ্য মিশন খাতে কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে। কালার ব্র্যান্ডিং অন্যতম কারণ দেখানো হয়েছে। বাকি শর্ত রাজ্য পূরণ করেছে। তাই বরাদ্দ বন্ধ না করে যেন অবিলম্বে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে কেন্দ্র এই অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে কোনও অন্যায় করেনি বলে মনে করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের টাকায় রাজ্যে প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত শর্ত মানতে হবে। রাজ্য সরকার নিজের ইচ্ছেমতো রং করতে পারে না। রাজ্য সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এই অনিয়ম রাজ্য সরকার বন্ধ করলেই কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ্দ করবে।'

এখনও পড়ে অর্থ কমিশনের ১০০ কোটির বেশি

চিত্ত মাহাতো

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩০ নভেম্বর : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের যে বিপুল পরিমাণ অর্থবরাদ্দ পেয়েছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তার ২৫ শতাংশ টাকা অর্থাৎ ১০০ কোটিরও বেশি টাকা খরচ করতে না পারায় পড়ে রয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দ এই টাকা খরচ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছনে রয়েছে জেলা পরিষদ। বরাদ্দ ১০০ কোটি ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮০৫ টাকার মধ্যে মাত্র ৫৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৯২টাকা খরচ করতে পেরেছে জেলা পরিষদ।

পঞ্চায়েত সমিতিতে বরাদ্দ ছিল ১০০ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫১১ টাকা। খরচ হয়েছে ৭৮ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৩১১ টাকা। এছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাদ্দ ৪৬৮ কোটি ৩৪ লক্ষ ২ হাজার ১৩৬ টাকার মধ্যে খরচ হয়েছে ৪১১ কোটি ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৬১ টাকা। পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে সব মিলিয়ে প্রায় ১২৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বরাদ্দের প্রায় ২৫ শতাংশ টাকা পড়ে রয়েছে।

টাকা কেন পড়ে রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি জানিয়েছেন। যদিও কেন্দ্রীয় বরাদ্দ পড়ে থাকায় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেত্রী অন্তরা ভট্টাচার্য। তবে বাকি টাকার কাজ করতে মার্চ পর্যন্ত প্রতি মাসে ১০ থেকে ১২ কোটি টাকা খরচের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জেলা পরিষদের সভাধিপতি জানিয়েছেন।

স্মারকলিপি

শান্তিনিকেতন, ৩০ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার বেশ কিছু দাবি নিয়ে বিশ্বভারতী উপাচার্যর কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন কর্মী, ছাত্র, অধ্যাপকরা। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয়কুমার মল্লিক মনোযোগ সহকারে সবটা শুনেছেন। পাশাপাশি এদিন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা অনুপম হাজরা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যর সঙ্গে দেখা করে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের জমিজট মেটানোর দাবি জানান। তাঁর বক্তব্য, অতি বিজেপি সাজতে গিয়ে প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী অধ্যাপক সেনের ওই সামান্য জায়গা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন।

পিসি-ভাইপো'র লড়াই চলছে, কটাক্ষ সুকান্তর

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : বুধবার ধর্মতলায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র জনসভার পর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজ্যজুড়ে তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি শুরু হয়েছে। অমিত শা'র নির্দেশেই বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে এই তল্লাশি বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তৃণমূলের এই অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তাঁর পালটা অভিযোগ, তৃণমূলে এখন গৃহযুদ্ধ চলছে। দলে এখন 'পিসি' ও 'ভাইপো'র মধ্যে লড়াই শুরু হয়েছে। এতদিন সিবিআই-ইডি পিসি-ঘনিষ্ঠ নেতা-মন্ত্রীদের আটক করছিল। এখন ভাইপো-ঘনিষ্ঠ নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে। দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের কাছে গোপন তথ্য তুলে দিচ্ছে বলে সুকান্তর অভিযোগ।

সুকান্ত এদিন কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূল নাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখানোর কর্মসূচি নিয়েছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেখে ময়দান ছেড়ে পালিয়েছেন তৃণমূল নেতারা। মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়ে দুর্গানাম জপ করেছেন। যাতে ভাইপোর নামটা বেরিয়ে না আসে।'

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কলকাতা, বাগুইআটি, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে তল্লাশিতে নামে সিবিআই। এই নিয়ে সুকান্ত তৃণমূলের কটাক্ষের পালটা বলেন, 'এতদিন শোনা যেত পিসি-ঘনিষ্ঠদের বাড়িতে ইডি, সিবিআই তল্লাশি চালাচ্ছে। ভাইপোই নাকি নাম বলে দিতেন। এখন তো ভাইপো ঘনিষ্ঠদের বাড়িতেও তল্লাশি শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে পিসি-অনুগামীরাই নাম বলে দিচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। সিবিআই ও ইডিকে দুইপক্ষ থেকেই ইনপুট দেওয়া হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে।'

সুকান্তর বক্তব্য, সিবিআই ও ইডিকে তথ্য দেওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূলে এখন দেখা হচ্ছে কে বেশি চোর? পিসির অনুগামীরা, নাকি ভাইপোর অনুগামীরা? তাঁর কথায়, তৃণমূলের মধ্যে 'গৃহদাহ' এমন পর্যায় পৌঁছেছে যে তা দলকে জতুগৃহে পরিণত করবে।

আদালতে বিজেপি

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর: ফের সভা করতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি। ২ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে বিজেপির সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে। সভার অনুমতি চেয়ে বৃহস্পতিবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুর বিজেপি জেলা নেতৃত্ব। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের শুক্রবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে বিসর্জনের পথে। বৃহস্পতিবার নদিয়ার শান্তিপুরে রাস উৎসবে। – পিটিআই

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ বিএড বিশ্ববিদ্যালয়

অব্যাহত শিক্ষকদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : অসন্তোষ বাড়তে থাকায় নির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল বাবা সাহেব আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় (বিএড)। বৃহস্পতিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয় মূল গেটে। বুধবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন অনুমোদনবিহীন বিএড কলেজের শিক্ষকরা। অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশনও রাজ্যপালের কাছে চিঠি দিয়ে এই বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে বিক্ষোভরত শিক্ষকদের দাবি, '২০২৩-'২৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তির অনুমোদন না পাওয়ায় আমরা বিপাকে পড়েছি। আমাদের চাকরি আজ প্রশ্নের মুখে।' প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর জীবন এর সঙ্গে জড়িত বলে তাঁরা জানান। বিক্ষোভরত শিক্ষক ডঃ জহিরুল ইসলাম, অপূর্ব পাত্র, সায়ন্তনী সেনগুপ্ত প্রমুখ বলেন, 'যে টাকা বেতন হিসাবে পাচ্ছি তাও যদি না মেলে তাহলে সংসার চালানো দায় হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যেই কলেজ থেকে আমাদের বলা হচ্ছে, চাকরিতে আর রাখা হবে না। আমাদের এই পরিস্থিতির জন্য উপাচার্যের সিদ্ধান্তই দায়ী।' বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর বক্তব্য, 'চাকরি কেন চলে যাবে? প্রথম বর্ষের ছাত্র ভর্তির অনুমোদন বাতিলের অর্থ এই নয় কলেজগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। যদি সত্যিই শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হয়, তাহলে সেই চিঠি আমাদের দিক। ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, শিক্ষকদের জন্যই এই পদক্ষেপ। যে টাকাই তাঁদের বেতন দেওয়া হোক না কেন, তা ব্যাংকের মাধ্যমে দিতে বলা হয়েছে কলেজগুলিকে।

> “যে টাকা বেতন হিসাবে পাচ্ছি তাও যদি না মেলে তাহলে সংসার চালানো দায় হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যেই কলেজ থেকে আমাদের বলা হচ্ছে, চাকরিতে আর রাখা হবে না। আমাদের এই পরিস্থিতির জন্য উপাচার্যের সিদ্ধান্তই দায়ী।
>
> **–সায়ন্তনী সেনগুপ্ত,** *বিক্ষোভরত শিক্ষক*

বিএড কলেজ মালিকদের সংগঠনের সভাপতি মলয় পিট ও প্রচার সচিব দিব্যেন্দু বাগ বলেন, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত এই ধর্না বিক্ষোভ চলবে। ছাত্র ভর্তির অনুমোদন নিয়ে বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। ৪ ডিসেম্বর মামলার শুনানি। সেদিনই সম্ভবত পরিষ্কার হয়ে যাবে গোটা বিষয়টি।

সহানুভূতিশীল ক্ষেত্রে চাকরির নিয়ম শিথিল

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : কর্মরত অবস্থায় সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুতে তাঁর নিকট আত্মীয়কে চাকরি দেওয়ার (ডায়েড-ইন-হারনেস) ক্ষেত্রে পরীক্ষার নিয়ম কিছুটা শিথিল করল রাজ্য সরকার।

অর্থদপ্তর একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করে জানিয়েছে, পদ খালি থাকলে যোগ্য প্রার্থীদের জেলা অফিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে নিয়োগ করা যাবে। তবে সেখানে কম্পিউটার সম্পর্কিত পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য প্রবেশন পিরিয়ডের মধ্যেই ওই প্রার্থীকে কম্পিউটার পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। পরীক্ষা নেবে নেতাজি সুভাষ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই পরীক্ষায় পাশ না করলে প্রার্থীর চাকরি স্থায়ী হবে না। পাশ করলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর স্থায়ীকরণে কোনও সমস্যা থাকবে না। যদি কোনও প্রার্থী পরীক্ষায় পাশ করতে না পারেন, তাঁকে আবার সুযোগ দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশন পিরিয়ডের মেয়াদ বৃদ্ধি হবে।

গলফগ্রিনে পুলিশ অবরোধের মুখে

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : বেআইনিভাবে মাঠ দখল করে রেখেছে স্থানীয় ক্লাব। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে 'ক্লাব'-কে উচ্ছেদ করতে গিয়েছিলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পুলিশ পৌঁছানোর পরেই সেখানে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাটি কলকাতা পুরসভার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের গলফগ্রিনের একটি ক্লাবের মাঠকে কেন্দ্র করে। এদিন সেখানে পুলিশ পৌঁছালে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয়রা। নেতৃত্বে ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার তপন দাশগুপ্ত। পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতাকে বোঝানোর চেষ্টা করে। পুর প্রতিনিধি এবং স্থানীয়দের অভিযোগ, জমির দাম আকাশছোঁয়া হওয়ায় জমি মাফিয়ারা মাঠটিকে দখল করার চেষ্টা করছেন।

ঝালদা নিয়ে নির্দেশ

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে ঝালদা পুরসভায় আস্থা ভোটের নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জানিয়েছেন, জেলাশাসকের উপস্থিতিতে ভোট করাতে হবে। তবে পুরসভার কাজে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

ঝালদা পুরসভার চেয়ারপার্সন শীলা চট্টোপাধ্যায়ের অপসারণ চেয়ে ২৩ নভেম্বর হাইকোর্টে জোড়া মামলা দায়ের হয়। পাঁচজন তৃণমূল কাউন্সিলার ও দুই কংগ্রেস কাউন্সিলার একই দাবিতে মামলা দায়ের করেন। এদিন এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরসভায় আস্থা ভোট করাতে হবে। আদালতে ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

বেতন বন্ধ মিহিলালের

রামপুরহাট, ৩০ নভেম্বর : বিজেপির সঙ্গে সখ্য রাখায় বেতন বন্ধ বগটুই কাণ্ডে স্বজনহারা মিহিলাল শেখের। চলতি বছরের এপ্রিল মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না তিনি। বিষয়টিতে প্রতিহিংসার রাজনীতি দেখছে বিজেপি নেতৃত্ব।

১০ টাকার কয়েন দিয়ে বাইক কেনা

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ৩০ নভেম্বর : নিজের স্বপ্নকে সত্যি করলেন লটারি বিক্রেতা তাপস লেট। এক বছর ধরে দশ টাকার কয়েন জমিয়ে লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে কিনে ফেললেন একটি মোটরবাইক। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় জমল বীরভূমের মল্লারপুরের একটি গাড়ির শোরুমে। লটারি বিক্রেতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে অবশ্য এগিয়ে এসেছেন শোরুমের কর্ণধার টুটুল মণ্ডল।

এর আগে তামিলনাড়ুতে দশ টাকার কয়েন জমিয়ে চার চাকার গাড়ি কিনে তাক লাগিয়েছিলেন এক যুবক। এবার একইভাবে বাইক কিনলেন রামপুরহাট থানার চাকপাড়ার তাপস। তাঁর কথায়, 'লটারি কিনতে এসে প্রতিদিনই কেউ না কেউ বেশ কিছু ৫ ও ১০ টাকার কয়েন দিতেন। তখনই মনে হয়েছিল ১০ টাকার কয়েন জমিয়ে একটি মোটরবাইক কিনব। সেই মতো জমাতে শুরু করি কয়েন। সেই স্বপ্ন এতদিনে সত্যি হল। খুব ভালো লাগছে পছন্দের গাড়ি কিনতে পেরে।'

ওই শোরুমের কর্ণধার জানালেন, বেশ কিছুদিন আগে তাপস তাঁদের শোরুমে ফোন করে পছন্দের গাড়ি কেনার কথা জানিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে বলেছিলেন টাকা হিসেবে সব দশ টাকার কয়েন নিতে হবে। প্রথমে লক্ষাধিক টাকার কয়েন নিতে তিনি অস্বীকার করলেও পরে রাজি হয়ে যান। এরপরই হাসিমুখে ঝোলা ভর্তি করে দশ টাকার কয়েন নিয়ে শোরুমে হাজির হন তাপসবাবু। টুটুলবাবু বলেন, 'ওই টাকা আমাকে কিছুটা বিড়ম্বনায় ফেলবে ঠিকই, তবে তাপসবাবুর মুখের হাসি আমার সব বিড়ম্বনাকে ম্লান করে দিয়েছে।'

বাইক নিয়ে তাপস লেট। রামপুরহাটে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

মেষ : বহুদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা কাজ আজ চালু করলে সাফল্য পাবেন। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পাবেন। বৃষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। অল্পেই খুশি থাকুন। মাথার যন্ত্রণায় ভোগান্তি। মিথুন : অফিসে কর্মকুশলতার কারণে পুরস্কৃত হবেন। ব্যবসায়ীদের দেশের বাইরে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। কর্কট : সব বিষয়ে মাথা গলাতে যাবেন না। মায়ের শরীর নিয়ে খুবই চিন্তা থাকবে। সিংহ : অসর্তকতার কারণে মূল্যবান জিনিস খোয়াতে পারেন। পথে চলতে সতর্ক থাকুন। কন্যা : খেলোয়াড়রা ভালো সুযোগ পাতে পারেন। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। তুলা : পৈতৃক সূত্রে সম্পত্তি হাতে আসতে পারে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন। বৃশ্চিক : সাহিত্যিকদের জন্যে শুভ দিন। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। ধনু : সারাদিন উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে হবে। দাম্পত্যে সমস্যা হতে পারে। মকর : কোনও কাজে সফলতা মিলবে। ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। কুম্ভ : সাংসারিক ঝামেলা মিটবে। রাজনীতির ব্যক্তিত্বদের নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। মীন : ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। সারাদিন খুব উদবেগে কাটবে।।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ১০ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৪ অঘোন, সংবৎ ৪ মার্গশীর্ষ বদি, ১৬ জমাঃ অউঃ। সূঃ উঃ ৬।৫ অঃ ৪।৪৮। শুক্রবার চতুর্থী দিবা ৩।২৫। পুনর্বসুনক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।২৫। শুক্রযোগ রাত্রি ৯।২৭। বালবকরণ দিবা ৩।২৫ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৪।১০ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।২৫ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৩।২৫ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।৪৬ গতে ১১।২৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৭ গতে ৯।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১১।৪৯ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, দিবা ৩।২৫ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৩।২৫ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব এইডস দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ২।৫১ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৫ গতে ৯।২১ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ৩।৩৮ মধ্যে ও ৪।৩২ গতে ৬।৬ মধ্যে।

ধৃত পাচারকারী

কিশনগঞ্জ সেক্টরের এসএসবি'র ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের মাফিটোলা বিওপির জওয়ানরা নেপাল সীমান্তে পাচারের আগে প্রচুর পরিমাণে খইনি, বিড়ি, জর্দা উদ্ধার করেছে।

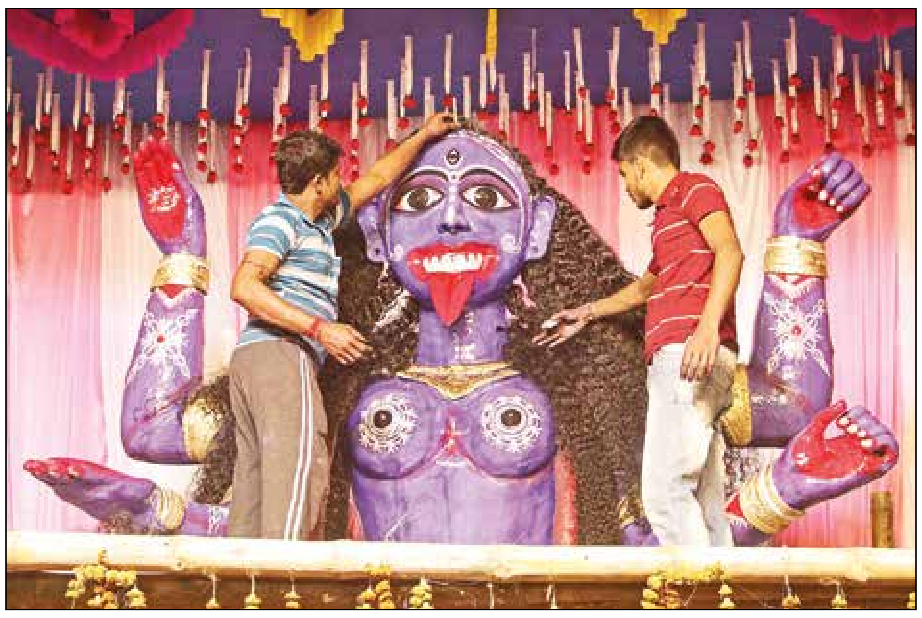

আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, বোল্লায় সেজে উঠছেন রক্ষাকালী। বৃহস্পতিবার। –মাজিদুর সরদার

পাহাড়ে ক্ষোভ, বিপাকে বিস্ট

শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : লোকসভা ভোটের আগেই পাহাড় সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এই মন্তব্য করেছেন। তাঁর দাবি, 'ভোটের আগে কেন্দ্র পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান (পিপিএস) এবং ১১ জনগোষ্ঠীকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার দাবি নিয়ে ঘোষণা করবে।' যদিও সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করার জন্য প্রস্তাবিত বিলের তালিকায় পাহাড় নিয়ে কোনও উল্লেখ না থাকায় পাহাড়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। বিজেপির বিরুদ্ধে ফের পাহাড়বাসীকে ধোঁকা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পাহাড়ের শতবর্ষ প্রাচীন দাবি গোর্খাল্যান্ড রাজ্য। এই দাবিতে বহুবার রাস্তায় নেমেছেন সাধারণ মানুষ। আর এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে কখনও সুবাস ঘিসিং, কখনও বিমল গুরুং নেতা হয়েছেন। আর রাজনৈতিক ময়দানে ২০০৯ সালে বিজেপি ক্ষমতায় এলে পাহাড়বাসীকে পৃথক রাজ্যের দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে। ২০১৫, ২০১৯ সালেও একইভাবে বিজেপি পাহাড়ের সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। মানুষও এই আশ্বাসকে সত্যি ভেবে দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছে। ২০২৩-এ এসেও পাহাড়ের প্রাপ্তি কার্যত শূন্য। গোর্খাল্যান্ড রাজ্যও হয়নি, ১১ জনজাতি তপশিলি উপজাতির মর্যাদাও পায়নি। ৪ ডিসেম্বর সংসদের শীতকালীন অধিবেশন বসছে। এটাই বর্তমান সরকারের শেষ অধিবেশন। তাই এই অধিবেশনে কেন্দ্র পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান এবং ১১ জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ করবে, এটাই পাহাড়ের আশা ছিল। কিন্তু এই অধিবেশনে পেশ করার জন্য কেন্দ্র প্রাথমিকভাবে যে বিলের তালিকা তৈরি করেছে তাতে পাহাড় নিয়ে কোনও উল্লেখ নেই। কেন্দ্রের এই ভূমিকার সমালোচনা করেছে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। দলের মুখপাত্র এসপি শর্মার বক্তব্য, 'বিজেপি পাহাড়ের মানুষকে আবার বোকা বানাল। ২০০৯ সাল থেকে পাহাড়ের মানুষকে গোর্খাল্যান্ড দিচ্ছি দেব বলে টানা তিনবার ভোটে জিতেছে। অথচ এখনও কিছুই দিতে পারেনি। কেন্দ্রের এই সরকার পাহাড় সমস্যা মেটাতে আন্তরিক নয়। তা না হলে এই সরকারের সর্বশেষ শীতকালীন অধিবেশনে পাহাড় নিয়ে কোনও বিল থাকত। বিজেপির এই ভূমিকায় গত ১৫ বছরে পাহাড়বাসী হতাশা ছাড়া কিছুই পায়নি। এবার আর বিজেপির ভাঁওতা মানুষ বিশ্বাস করবে না।'

শীতকালীন অধিবেশনের প্রস্তাবিত বিলে পাহাড়ের কোনও দাবির উল্লেখ নেই

দীর্ঘদিনের গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকারী কংগ্রেস নেতা বিনয় তামাং বলেছেন, '১৯ দিন ধরে চলা সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ১৮টি বিল পেশ করা হবে। সেখানে পাহাড় নিয়ে একটিও বিল নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। একজন গোর্খা সন্তান হিসাবে আমরা হতাশ।' বিজেপির এই ভূমিকার কড়া নিন্দা করেছেন হামরো পার্টির সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড।

রাজু বিস্ট অবশ্য দাবি করেছেন, 'আমার এখনও বিশ্বাস যে লোকসভা ভোটের আগেই কেন্দ্র পাহাড় নিয়ে পদক্ষেপ করবে। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। একটা বিলের খসড়া তৈরি হয়েছে। এখনও সেগুলি ক্যাবিনেট বৈঠকে পাশ হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। তার পরেই সংসদে পেশ হবে। হাতে সময় আছে, দেখুন কী হচ্ছে।'

উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে সিরিয়াল নম্বর

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৩০ নভেম্বর : মাধ্যমিক হোক কিংবা উচ্চমাধ্যমিক, প্রশ্ন ফাঁসে মালদা জেলার বদনাম সারা রাজ্যে। ওই দুই পরীক্ষা শুরু হওয়া এখনও কয়েক মাস বাকি। কিন্তু, প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে এবার একাধিক পদক্ষেপ নিতে চলেছে উচ্চশিক্ষা সংসদ।

ফাঁস রুখতে প্রথমবারের জন্য উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রে সিরিয়াল নম্বর ব্যবহার করতে চলেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। পরীক্ষাকেন্দ্রে ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেড ব্যবহার রুখতে ব্যবহার করা হবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর ও মেটাল ডিটেক্টর। অতীতের কিছু অভিজ্ঞতা থেকে মালদা জেলাকে সংবেদনশীল জেলা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন সংসদ সভাপতি।

আগে উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে অ্যাডমিট ছাড়া এলে পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হত। তবে এবার নয়া নিয়ম অনুযায়ী, প্রথম দিন অ্যাডমিট ছাড়া ঢুকতে দেওয়া

প্রশ্ন ফাঁস রুখতে উদ্যোগ

হবে। দ্বিতীয় দিন অ্যাডমিট ছাড়া এলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ওই পরীক্ষার্থীর প্রথম দিনের পরীক্ষাও বাতিল হবে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। ইতিমধ্যে এই পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

প্রস্তুতি নিয়ে আজ দুপুরে টাউন হলে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ডঃ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সহ জেলা, পুলিশ ও শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। বৈঠকে উঠে আসে, এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে দুপুর ১২টা থেকে। দ্রুত ফল প্রকাশ করতে সংসদের কাছে অনলাইনে মার্কস আপলোড করা হবে। বৈঠকে গর্ভবতী পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়া নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠে এসেছে। সে সব খতিয়ে দেখার কথা জানানো হয়েছে সংসদের তরফে।

বৈঠক শেষে চিরঞ্জীববাবু বলেন, 'উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে আজ মালদা জেলায় প্রস্তুতি সভা হল। পরীক্ষা নিয়ে কী কী সমস্যা আসতে পারে, সেই সমস্ত সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের ৬০টি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী থাকা ১৪টি বিষয়ের প্রশ্নপত্রে সিরিয়াল নম্বর থাকছে। অন্য সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেই প্রশ্নপত্রে সিরিয়াল নম্বর থাকে। এটা একটা অতিরিক্ত নিরাপত্তাজনিত বিষয়।

আজ বোল্লা রক্ষাকালীপুজো

পতিরাম, ৩০ নভেম্বর : আলোর রোশনাতে ভাসছে মন্দির চত্বর। সোনা-রুপো, হিরে কয়েক কোটির টাকার গয়নায় সেজে উঠেছেন মা রক্ষাকালী। ধূপ, ধুনোর গন্ধে ম-ম করছে চারদিক। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। লাখো লাখো ভক্তের সমাগম উপচে পড়বে বোল্লায়। পুজো ঘিরে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন মন্দির কমিটির সদস্য ও পুরোহিতরা। নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশি প্রহরায় মোড়া হয়েছে গোটা এলাকাকে। মন্দির চত্বরে প্রায় দেড় হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। রয়েছে ৩২টি সিসি ক্যামেরা।

শৌচালয়েও টাকা

প্রথম পাতার পর

নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কুন্তল ঘোষকে জেরা করে ঝন্টু সম্পর্কে সিবিআই তথ্য পায় বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, কারাবন্দি মানিক ভট্টাচার্য ও জীবনকৃষ্ণ সাহার সঙ্গে ঝন্টুর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

ঝন্টুর বাড়ির পর ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের বাড়িতে সিবিআইয়ের তল্লাশির খবর মেলে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলেন। বিধানসভার অধিবেশন চলছে বলে বিধায়ক কলকাতায় ছিলেন। চার সিবিআই আধিকারিক তাঁর পরিবারের সদস্যদের বয়ান রেকর্ড করেন। পরিবারের দাবি, সম্প্রতি একটি জমি বিক্রি করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া টাকা সেই জমির দাম বাবদ পাওয়া গিয়েছে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ অবশ্য সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'কোন কোন সূত্রে বলা হচ্ছে, জাফিকুলের বাড়ি থেকে টাকা পাওয়া গিয়েছে। সে টাকা বৈধ না অবৈধ, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনও আসেনি। যদি ব্যবসার টাকা হয়, তবে তার বৈধতা নিয়ে কার কী বলার আছে? কিন্তু যদি অবৈধ হয়, তবে দলের অবস্থান আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন- জিরো টলারেন্স।'

কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তর বাড়ির দরজা না খোলায় প্রায় মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করতে হয় সিবিআইয়ের দলকে। লাগোয়া আরেকটি বাড়ির ছাদ পাশাপাশি থাকায় সেখান থেকে বাপ্পাদিত্য বেরিয়ে যেতে পারেন ভেবে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে চতুর্দিক ঘিরে ফেলা হয়। বেশ কয়েকবার বেল বাজানোর পর অবশ্য এক মহিলা দরজা খুলে জানান, বাপ্পাদিত্য ভোরবেলায় বাড়ি ফিরে ঘুমোচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর অবশ্য বাপ্পাদিত্য নীচে আসেন।

সিবিআই বিধাননগর পুরসভার যে তৃণমূল কাউন্সিলার দেবরাজ চক্রবর্তীর বাড়িতে সিবিআই হানা দিয়েছিল, তিনি রাজারহাট ও কেষ্টপুর এলাকায় রাজনীতি করেন। একসময় প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর আপ্তসহায়ক ছিলেন। পরে কিছুদিন তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ছিলেন। আবার তৃণমূলে ফিরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তিনি। এর আগে ২০২২ সালের অক্টোবরে ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় তাঁকে তলব করেছিল সিবিআই।

দেবরাজের বাড়িতে ঘণ্টা চারেক তল্লাশির পর দুপুর ১টা নাগাদ তাঁকে নিয়ে সিবিআই শ্যামনগরের একটি ফ্ল্যাটে তাঁর স্ত্রী অদিতির গানের স্টুডিওতে যায়। এই খবরগুলি ছড়িয়ে পড়তে তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ও বিধানসভায় দলের উপমুখ্যসচেতক তাপস রায়। তাঁদের বক্তব্য, দেশে খবর রটে গিয়েছে যে, অমিত শা'র কলকাতার সভা ফ্লপ হয়েছে। তাই তাঁর মুখরক্ষা করতে তৃণমূলের গায়ে কালি ছেটাতে সিবিআইকে নামানো হয়েছে।

মানিক-যোগে কোচবিহারে

প্রথম পাতার পর

ছয় সদস্যের সিবিআইয়ের দল সজলের পাশাপাশি কলেজের অধ্যক্ষ কিশোরকুমার দাসের সঙ্গে কথা বলেন। মাঝে একবার অধ্যক্ষকে কলেজ থেকে বের হতে দেখা যায়। খানিক বাদেই আবার কলেজে ঢুকে যান তিনি। তবে সজলকে কিন্তু সারাদিনে একবারের জন্যও বের হতে দেখা যায়নি।

সন্ধ্যার পরে সজলকে কলেজ থেকে গাড়িতে তুলে সিবিআই কর্তারা খাগড়াবাড়ি এলাকার পরেশ কর চৌপথিতে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে বাড়ির লোকজনের সামনেই সজলকে খানিকক্ষণ জেরা করেন। জেরা শেষে ফের নিয়ে গিয়ে সজলকে কলেজেই নামিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকটি ফাইল ও কাগজপত্র নিয়ে সেখান থেকে চলে যায় সিবিআইয়ের দলটি।

টেঙ্গনমারিতে সজলকে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি সিবিআইয়ের কর্তারা শ্যামলের বাড়িতে যান। স্বভাবতই সেখানে শ্যামলকে তাঁরা পাননি। শ্যামলের স্ত্রীকেও শেষবার এলাকায় দেখা গিয়েছিল মাস চারেক আগে। এদিন শ্যামলকে না পেয়ে তাঁর বাড়ির বন্ধ দরজার সামনেই চেয়ার নিয়ে কয়েক ঘণ্টা বসে থাকেন সিবিআইয়ের আধিকারিকরা।

অভিযান চালাকালীন সিবিআই কর্তারা কলেজের বিভিন্ন নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখেছেন। কলেজের বিভিন্ন কম্পিউটারে রাখা নথিপত্র তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় সিবিআইয়ের টিম প্রথমেই সজলের মোবাইল চান। কিন্তু সেই মোবাইল দিতে দেরি করেন সজল। তাতে সিবিআই কর্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কলেজের বিশেষ ঘরে এদিন সজলকে দিনভর জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও কলেজের অধ্যক্ষ বা অন্য কোনও সদস্যকে খুব একটা জিজ্ঞাসাবাদ তাঁরা করেননি। কলেজে এদিন ছাত্রছাত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠানেও তাঁরা কোনও ব্যাঘাত ঘটাননি। ওই কলেজের দুটি ভবন রয়েছে। এক ভবনে যখন সিবিআইয়ের কর্তারা এসব জিজ্ঞাসাবাদ, নথি পরীক্ষার কাজ করছেন, তখন অন্য ভবনে যথারীতি সেই নবীনবরণ অনুষ্ঠান হয়েছে।

কোচবিহারের রাজারহাটে এই কলেজের নির্মাণকাজ শেষ হয় ২০১৩ সালে। ২০১৪ সাল থেকে কলেজের সেশন শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে ডিএলএডের ৫০টি আসন নিয়ে এই কলেজ শুরু হয়। বর্তমানে অবশ্য কলেজটিতে বিএড ও ডিএলএড দুটিতেই ১০০টি করে আসন রয়েছে। বর্তমানে কলেজটির পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন আশিস কর। সম্পাদক রয়েছেন অমলচন্দ্র কর। এছাড়া কলেজের অন্যতম কর্ণধার সজল কর ও মানসী করও তাতে সদস্য হিসাবে রয়েছেন। কয়েক বছর আগে কলেজের পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন সজলের দাদা শ্যামল কর। পাশাপাশি তৎকালীন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক পদেও ছিলেন। অভিযোগ, এই শ্যামলই নাকি চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রচুর চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন। টাকা দিয়ে চাকরি না পাওয়ায় টাকা ফেরতের দাবিতে ওই বিএড কলেজের সামনেই বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন অনেকে। তারপর পদ যায় শ্যামলের। আর তারপর থেকেই তিনি বেপাত্তা।

শুধু কলেজেই নয়, টাকার দাবিতে প্রচুর লোকজন প্রায়ই তাঁর বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতেন। পরেশ কর নামে এলাকার এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, টাকা ফেরতের দাবিতে শ্যামলের বাড়ি থেকে তাঁর গাড়িও তুলে নিয়ে যায় টাকা প্রাপকরা। কার্যত তাঁদের ভয়েই ঘরছাড়া শ্যামল। কেবল শ্যামল নয়, সজলও নাকি সেজন্যই বাড়ি ছেড়ে পরিবার নিয়ে বিএড কলেজেই থাকেন।

সেই কলেজে সদ্য কাজে যোগ দিয়েছেন অধ্যক্ষ কিশোরকুমার দাস। সিবিআইয়ের অভিযান নিয়ে এদিন বলেন, 'কলেজের পঠনপাঠনের সঙ্গে এই অভিযানের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁদের যা যা নথিপত্র প্রয়োজন ছিল, সেসব তাঁরা খতিয়ে দেখেছেন।'

ব্রাউন সুগার উদ্ধার

খড়িবাড়ি, ৩০ নভেম্বর : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে অভিযান চালিয়ে মাদক সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম বিশ্ব বর্মন ওরফে বাহাদুর। তার কাছ থেকে ১০১ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় বাইকে ওই ব্যক্তি মাদক নিয়ে বিক্রির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি কোয়ার্টার মোড়ে বাইকটিকে আটক করে এসওজি ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশের যৌথবাহিনী। বাইকটি থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়।

গুদামে আগুন

বাগডোগরা, ৩০ নভেম্বর : শিবমন্দির এলাকায় একটি লেপতোষকের গুদামে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার রাতে শিবমন্দিরের মহম্মদ মনসুর নামে এক লেপতোষকের দোকানের মালিকের গুদামে আগুন লাগে। খবর পেয়ে প্রথমে মাটিগাড়া থেকে দমকলের একটি গাড়ি এবং পরে শিলিগুড়ি থেকে দমকলের আরেকটি গাড়ি এসে প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। মাটিগাড়া দমকল সূত্রে জানানো হয়েছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৩০ নভেম্বর : কিশনগঞ্জের আবগারি দপ্তরের কর্মীরা বুধবার রাতে ডেরামারি চকের কাছে মালদা থেকে বিহারে পাচারকালীন একটি পিকআপ ভ্যানের গোপন চেম্বার থেকে ৫৬৯ লিটার বিদেশি মদ সমেত একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় ধৃত মদ পাচারকারী রাজস্থানের জয়পুরের বাসিন্দা।

দপ্তরের জেলা সুপার আদিত্য কুমার জানিয়েছেন, আবগারি কর্মীরা কোচাধামন পুলিশের সঙ্গে রাজ্য সড়কে রাতে নাকা চেকিং শুরু করে। তবে মস্তান চকের কাছে ওই পিকআপটিকে বাহাদুরগঞ্জের দিকে দ্রুতগতিতে যেতে দেখে যৌথবাহিনী গাড়িটি থামানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু গাড়িটি না দাঁড়িয়ে পালাতে থাকলে আবগারি ও পুলিশকর্মীদের গাড়ি ধাওয়া করে ডেরামারি গ্রামের চকের কাছে পিকআপটিকে আটক করে।

আজ ফিরছেন

প্রথম পাতার পর

মানিককে বরণ করে নিতে চান। বৃহস্পতিবার মানিকের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, তাঁর স্ত্রী সহ পাড়ার মহিলারা মুড়িমাখা নিয়ে একসঙ্গে বসে শুক্রবারের প্রস্তুতির আলোচনায় ব্যস্ত। সকলেই রিলাক্স মুডে। স্বামী জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে বাড়ি ফিরছেন আর স্ত্রী তাঁর পছন্দের পদ রাঁধবেন না তা কখনও হয়? সোমার কথায়, 'উনি নিরামিষ খুব একটা পছন্দ করেন না। মাছ, মাংস ভালোবাসেন। তাই শুক্রবার মাংস রাঁধব।' ছেলে মণিও মানসিক চাপ কাটিয়ে এখন ফুরফুরে মেজাজে। দাদা বিনয়ের কাছে বারবার ফোন করে খোঁজ নিচ্ছেন, 'কোথায় এলে তোমরা?' বাবাকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন মণি।

উত্তরকাশীর সিল্কিয়ারা টানেলে যখন শ্রমিকরা আটকে ছিলেন তখন কীভাবে সময় কাটাচ্ছিলেন তাঁরা? সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা মোবাইলে আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। –পিটিআই

অ্যাডিট টানেল তৈরি শেষ সেবক-রংপো রেলপথে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিককে উদ্ধার করতে ব্যবহার করা হয়েছিল ম্যানুয়াল র‍্যাট মাইনিং পদ্ধতি। দিল্লির র‍্যাট মাইনররা ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে শ্রমিকদের উদ্ধার করেন। সুড়ঙ্গ খননে অবশ্য এই পদ্ধতি এখন অনেকটাই বাতিলের খাতায়। তবে, দিল্লির খনিশ্রমিকরা তা ব্যবহার করেই সাফল্য এনে দেন।

খনিশ্রমিকদের উদ্ধারের পরদিনই সেবক-রংপো রেলপথে সুড়ঙ্গ খননে সাফল্য এনে দিল নিউ অস্ট্রিয়ান মেথড। এই রেলপ্রকল্পের ১ নম্বর টানেলের 'অ্যাডিট টানেল'-এর কাজ শেষ করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সাফল্য নজিরবিহীন বলে জানিয়েছেন।

সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত ৪৫ কিমি রেলপথ নির্মাণের কাজ করছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। এই রেলপথের ৪৫ কিলোমিটারের মধ্যে ৩৮ কিলোমিটারই টানেল। মোট ১৪টি টানেল ও ১৭টি সেতু তৈরি হবে এই প্রকল্পে। সবচেয়ে দীর্ঘ টানেল ৫.৩ কিলোমিটার ও সবচেয়ে বড় সেতুটির দৈর্ঘ্য ৪২৫ মিটার।

হিমালয়ের এই অংশ অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর প্রকৃতির। তাই সুড়ঙ্গ খননে প্রথম থেকেই সমস্যা হচ্ছে। মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, মূল টানেলের দৈর্ঘ্য ৪২২৩ মিটার। এই অ্যাডিট টানেলটির দৈর্ঘ্য ৮৫৫ মিটার। গত বুধবারই অ্যাডিট টানেলের কাজ শেষ হয়েছে।

মূলত সুড়ঙ্গ খননের সময় আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য সমান্তরাল এই অ্যাডিট টানেল তৈরি করা হয়ে থাকে। নিকাশি, বায়ু চলাচল, শ্রমিকদের যাতায়াত প্রভৃতি কারণে এই অ্যাডিট টানেল ব্যবহার করা হয়। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নিউ অস্ট্রিয়ান মেথড ব্যবহার করেই দ্রুত এই অ্যাডিট টানেল বানানো সম্ভব হয়েছে। ১৯৬০ সাল নাগাদ সুড়ঙ্গ খননে এই পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। এই পদ্ধতিতে মূলত পাথরের ভারবহন ক্ষমতা সহ নানা বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়ে থাকে।

বাড়ল ক্ষতিপূরণ

প্রথম পাতার পর

আগেও নানা কাজে বাগানের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এখন চা ও ছায়াগাছ তুলে ফেলার ক্ষতিপূরণের অঙ্ক আগের থেকে একধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে বাগানগুলি আর্থিকভাবে উপকৃত হবে।

ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের (আইটিএ) ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক সঞ্জয় বাগচী বলছেন, 'গাছের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়টিকে স্বাগত জানাই। তবে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধিও করা উচিত। বর্তমানে ওই দরে যতটুকু জমি নেওয়া হচ্ছে, তা বাজারমূল্যের ১০ শতাংশ।'

সংশ্লিষ্ট মহল জানাচ্ছে, জাতীয় বা রাজ্য সড়ক কিংবা অন্য কোনও বড়মাপের কাজের পাশাপাশি চা বাগানের ভেতরের লিজহোল্ড জমিতেও বিভিন্ন সরকারি কাজ হয়ে থাকে। ওই তালিকায় রয়েছে গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা, পানীয় জলের প্রকল্প, অঙ্গনওয়াড়ি, স্কুল, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, আবাস যোজনার ঘর ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে বাগানগুলি থেকে প্রশাসন এনওসি নিয়ে কাজ করে। ক্ষতিপূরণের বিষয়টি সেক্ষেত্রে আর থাকে না। বাগানও এনওসি দিয়ে দেয় শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বার্থে।

কিশোরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

যেখান থেকে মাদক কেনা হচ্ছে সেই এলাকা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন সমাজের বিশিষ্টজনরা। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষের মতে, 'আগে দেখতে হবে এই কিশোররা স্কুলছুট কিনা। স্কুলছুট হলে আগে তাদের স্কুলে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর কাউন্সেলিং করতে হবে। পরিবারের কোনও শাসন রয়েছে কিনা সেটাও দেখতে হবে।'

সমাজকর্মী তপনউদয় সরকারের বক্তব্য, 'এসবের পিছনে সোশ্যাল মিডিয়ার একটা নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এর বাইরে প্রশাসনের আরও বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কোথা থেকে মাদক আসছে এই কিশোরদের কাছে সেটাও পুলিশের দেখা প্রয়োজন।'

কাউন্সিলারকে যে গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে সেখানে স্বাক্ষর করেছেন দিনমজুর এক মহিলা। ওই মহিলা কিশোরের প্রতিবেশী। তাঁর বক্তব্য, 'প্রতিদিন অত্যাচার হয়। প্রতিদিন নেশা করে এসে বাড়িতে অত্যাচার করে, পাড়ায় অত্যাচার করে। পুলিশ আসে বকাঝকা করে চলে যায়।'

চালককে খুনের চেষ্টা

প্রথম পাতার পর

রেললাইনের দিকে তাঁদের নজর যেতেই তাঁরা সেখানে একটি বাইককে রাস্তায় দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেন। সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পুলিশ সেখানে যেতেই এক দুষ্কৃতী পালিয়ে যায়। পুলিশ অন্য দুই দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলে। অচৈতন্য অবস্থায় দিলীপকে উদ্ধার করা হয়। দিলীপের টোটোর পাশাপাশি বাইকটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বাইকটিতে কোনও নম্বর প্লেট ছিল না।

তদন্তকারীদের অনুমান, টোটোয় চড়া দুষ্কৃতীদের ডাক পেয়ে আরেক দুষ্কৃতী ওই বাইকটি নিয়ে সিঙ্গিঝোরা চা বাগানের কাছে চলে এসেছিল। দিলীপকে খুন করে দুষ্কৃতীরা তাঁর টোটোটি নিয়ে চম্পট দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, পুলিশের ভূমিকায় দিলীপের পরিবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর দাদা অনিল বললেন, 'রাত ৮টাতেও ভাই বাড়ি না ফেরায় আমরা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। সেই সময় ওর ফোন বন্ধ ছিল।

প্রতিবেশীদের নিয়ে খড়িবাড়ি, ঘোষপুকুর থানা সহ বিভিন্ন এলাকায় খোঁজখবর চালালেও রাতভর ওর কোনও খোঁজখবর পাইনি। এদিন সকালে বাগডোগরা থানায় এসে ওকে পেয়ে আমরা প্রচণ্ড খুশি। পাশাপাশি, অচেনা কাউকে টোটোতে যাতে না তোলা হয় সেজন্য সমস্ত টোটোচালককে অনুরোধ করছি।' দিলীপের প্রতিবেশী শ্রদ্ধা ছেত্রীও এলাকার টোটোচালকদের কাছে একই আর্জি জানিয়েছেন।

অভিধান কর্মশালা

বাগডোগরা, ৩০ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র' আয়োজিত রাজবংশী সাংস্কৃতিক অভিধান তৈরির কর্মশালা শেষ হল। আট দিনব্যাপী কর্মশালা গত ২৩ নভেম্বর শুরু হয়। এই কর্মশালায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের দিকপালরা ছাড়াও অধ্যাপক, গবেষক, ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করেন। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিখিলেশ রায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা-বাণিজ্য ও আইন বিভাগের ফ্যাকাল্টি সুভাষচন্দ্র রায় এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রাক্তন অধ্যাপক গিরীন্দ্রনারায়ণ রায়, সাহিত্যিক জগদীশ আসোয়ার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন যুগ্মসচিব ডঃ অমলকান্তি রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রম্যরচনা এবং উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ

প্রথম পাতার পর

পোস্টার চোখে পড়ল মমতার রাজনীতিক ভ্রাতৃবধূর জয়ধ্বনি দিয়েও। ওদিকে কাঁথির অধিকারী পরিবারে তো কে যে এখন সরকারিভাবে কোন দলে, তা স্পষ্ট করে বলতেই পারেন না শুভেন্দুর দাদা বা ভাই।

মমতার তরুণ ব্রিগেড কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ৫১ হাজার চিঠি পাঠাল অমিত শা'র দপ্তরে। দশটা, একশোটা নয়, একেবারে ৫১ হাজার। ডাকঘরগুলো দেশজুড়ে ধুঁকছে। পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড বিক্রি হয় না। তার মধ্যে এত চিঠি!

রম্যরচনা লেখার ভালো বিষয় নয়? বিধানসভা চত্বরে আম্বেদকর মূর্তির একদিকে বসে কালো পোশাকের তৃণমূল নেতা-বিধায়করা। অন্যদিকে বসে বিজেপির নেতা। দুটো দল অন্য দলের উদ্দেশে চ্যাঁচাচ্ছে, 'চোর চোর চোর চোর'। প্রায় আধ ঘণ্টা এদিক থেকে ভেসে আসছে 'পিসি চোর, ভাইপো চোর', ওদিক থেকে ভেসে আসছে 'বাপ চোর, ব্যাটা চোর'। দুটো দলেই এমন কিছু নেতা রয়েছেন, যাঁরা চোর হওয়ার ঊর্ধ্বে। চোর শব্দটা তাঁদের পক্ষে অপমানজনক। ডাকাত শব্দটা বরং খাটে নামের আগে। বিধানসভা চত্বরে সংবিধান প্রণেতার মূর্তির পাশে এমন নাটক। আম্বেদকরের আত্মা মূর্তি ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারতেন। দুটো মেশিনের বাড়বাড়ন্ত এই বাংলায়। টাকা গোনার মেশিন ও ওয়াশিং মেশিন।

রম্যরচনা লেখা যায় না এই হাসির দৃশ্যমালা নিয়ে?

কংগ্রেস বা সিপিএম নেহাত বিধানসভায় নেই। নইলে অবধারিত চোর চোর নাটকে নচিকেতা চক্রবর্তী হয়ে তাঁরাও উপস্থিত হতেন। দুটো পার্টির রাজনৈতিক মনোভাবও যাত্রাপালার মতো। সেলিম যা বলেন, সীতারাম করেন তার উলটো। অধীর যা বলেন, রাহুল করেন তার উলটো। বাংলায় তাঁদের হাতে এক ধূসর পাণ্ডুলিপি। কী যে করবেন, পড়া কঠিন। কে যে আসল শত্রু, বোঝা কঠিন।

রম্যরচনার বিষয় তো এটাও।

মা-বোনেরা, বাবা-ভাইয়েরা, সবে কলির সন্ধে কিন্তু! নির্বাচন ঘোষণার মুখে রাজ্যজুড়ে যা দেখা যাচ্ছে, তাতে স্পষ্ট, এমন হাস্যকর দৃশ্য আমাদের সহ্য করতে হবে আরও। কোনও পক্ষের মধ্যেই সংযত ভাব নেই। সৌজন্যবোধও যেন পিসি সরকারের গিলি গিলি গে মন্ত্রে ভ্যানিশ। এখন থেকেই ওপরে ওপরে যুদ্ধ। ভেতরে ভেতরে কী হচ্ছে, আপনিও জানেন না, আমিও জানি না। তবে বিধানসভায় 'চোর চোট্টা' নাটকে যা হল, তা যদি দুটো প্রধান দলের অনুগামীরা রাজ্যজুড়ে করেন, তাহলে মারপিট-রক্তপাত-খুনোখুনি অবধারিত। এটা ভেবেই শিউরে উঠতে হয়।

এবং খুব খারাপ শোনালেও সেসবের জন্য বাংলাকে তৈরি থাকতে হবে। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা আমার, ভেবে দেখুন, পাঁচটা রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হল। কোথাও সেভাবে খুন, রক্তপাত, বুথ দখল, গুলিবিনিময়, বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোট, মারপিটের খবরই এল না। প্রায় সব রাজ্যেই লোকে হাসতে হাসতে গিয়ে ভোট দিয়ে এল। নেতাদের কথার যুদ্ধ হল ভোটের মঞ্চে। ওখানেই শেষ যাবতীয় উত্তেজনা। সব রাজ্যে মূল প্রশ্ন, কত শতাংশ ভোট পড়ল। সোনার বাংলায় মূল প্রশ্ন, কোথায় কোথায় ঝামেলা হল? ক'টা লাশ পড়ল?

কোনও পক্ষের নেতারা কেউই বলছেন না, রাজ্যে শান্তি ফেরানোর জন্য একসঙ্গে কাজ করতে হবে। রাজ্যের বদনামের ভাগীদার আমরা সব পার্টিই। রাজ্যের সংস্কৃতি বদলে ঘৃণার পরিবেশ তৈরির জন্য আমাদের সব পার্টিরই অতি চিৎকৃত কুৎসিত কাদা ছোড়াছুড়ি দায়ী। দুর্নীতির দশমুণ্ড মালা পরে রয়েছেন অধিকাংশ পার্টিরই কিছু নেতা। কেউ বলে না, চলো এসব বদলাই। অমিতবাবু মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেছেন, 'আপনি দিনরাত দুর্গানাম জপ করছেন, যাতে না এরা ভাইপোর নাম বলে দেয়।' এই দশা কিন্তু সব দলেরই কিছু বড় নেতার। স্বজনপোষণ, অনুচরপোষণে যাঁরা অভ্যস্ত। দুর্গা নামে থোড়াই কেয়ার।

আসলে গোপাল ভাঁড়ের গল্পের মতো নেতাদের দশা। সবাই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে ব্যস্ত। গোপাল একদিন ধামা ভর্তি খই নিয়ে বাড়ি আসছিল। দমকা হাওয়ায় খই উড়ে গেল। ওই দিকে তাকিয়ে গোপাল বলতে লাগল--গোবিন্দায় নমঃ। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। যেন তিনি মোটেই অপরাধী নন, গোবিন্দর ইচ্ছেতেই সব হচ্ছে। পাশের লোকটি বললেন, তোমার যা বুদ্ধি, তাতে এখানে পুঁতলে অন্য জায়গায় গাছ হয়ে উঠবে। গোপালের উত্তর, 'গোবিন্দর যেমন ইচ্ছে। লোকে প্রাণ ভরে খই দেয় না বলে তিনিই ধামার খই উড়িয়ে সেবা গ্রহণ করছেন। গোবিন্দর কৃপা হলে মাটিতে পোঁতা বীজই মানুষের মাথা ছাপিয়ে যায়।'

জনতাও সমান। তাঁরাও ওইভাবে বলেন, উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। সন্ধেয় চ্যানেলে চ্যানেলে কলতলার ঝগড়ায় অধ্যাপক-পুলিশকর্তা-নেতা-ছাত্ররা গলার শির ফুলিয়ে চ্যাঁচায়। জনতা শুনে গালাগাল দেয়, বলে অসহ্য। আবার শোনেও। টিআরপি বাড়ায়। আপনি তা হলে বলুন, রাজ্যজুড়ে বিশৃঙ্খলা-কুকথা-খুনোখুনির জন্য ঠিক কারা দায়ী? চোখের সামনে বদলে যেতে থাকে বঙ্গসমাজ, দায়ী কারা?

মাপ করবেন, এসব আর আদৌ রম্যরচনার বিষয় নয়। অনেক জটিল সমাজতত্ত্বের ব্যাপার। বাংলা আসলে আর রম্যরচনার সংস্কৃতিতে বিশ্বাসই করে না।

চলুন, সবাই মিলেই কোরাসে গেয়ে উঠি, উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।

আবহাওয়া

শুক্রবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩১.০	২১.০
শিলিগুড়ি	২৯.০	১৭.০
জলপাইগুড়ি	২৯.০	১৬.০
কোচবিহার	২৯.০	১৫.০
আলিপুরদুয়ার	২৯.০	১৫.০
মালদা	৩০.০	১৭.০
রায়গঞ্জ	২৯.০	১৮.০
গ্যাংটক	২০.০	৯.০

সিরিজ জয়ের ভাবনায় সূর্যদের কাঁটা বোলিং

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া
চতুর্থ টি২০
স্থান ঃ রায়পুর
সময় ঃ সন্ধ্যা ৭টা
সম্প্রচার ঃ স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলে

রায়পুর, ৩০ নভেম্বর : বরসাপাড়ায় গ্লেন ম্যাক্সওয়েল-দাপটে বিদ্ধ হয়েছিল ভারত।

হ্যাটট্রিক জয়ে সিরিজ দখলের লক্ষ্য বানচাল হয় গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ম্যাজিকাল সেঞ্চুরিতে। ভারতের হাতে অবশ্য আরও দুটি সুযোগ। বাকি দুই ম্যাচের একটাতে জিতলেও চলবে। যদিও টিম সূর্য অপেক্ষায় নারাজ।

সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় স্পিন ব্রিগেডের অন্যতম মুখ রবি বিষ্ণোই বলে দেন, দুই দলে একঝাঁক নতুন খেলোয়াড়। নতুনদের জন্য দারুণ মঞ্চ চলতি সিরিজ। প্রথম দুই ম্যাচ জেতার সুবাদে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার সুবিধা তাদের সঙ্গে। আগামীকাল রায়পুরের চতুর্থ ম্যাচেই সিরিজে কবজা জমাতে চান।

ভারতের যে লক্ষ্যটাকে আটকে দিয়ে সিরিজে টিকে থাকতে বদ্ধপরিকর অস্ট্রেলিয়া। আর দুই চাওয়া-পাওয়ার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর ম্যাক্সওয়েলের অনুপস্থিতি। সিরিজ থেকে ছুটি নিয়ে ফিরে গিয়েছেন। বদলে একাধিক নতুন মুখকে নিয়ে শহিদ বীরনারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের বাইশ গজে ভারতের টক্করে ক্যাঙারু ব্রিগেড।

প্রসিধের বিকল্পের খোঁজে লক্ষ্মণরা

রায়পুরে পৌঁছে খোশমেজাজে রুতুরাজ গায়কোয়াড় ও সূর্যকুমার যাদব। ছুটি কাটিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়লেন শ্রেয়স আইয়ার।

ভারতীয় দলেও একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা। বিয়ে-পর্ব সেরে রায়পুরেই দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন মুকেশ কুমার। গত ম্যাচের আগেই দীপক চাহারকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গুয়াহাটি-ম্যাচের পর পেস ব্রিগেড চিন্তায় ফেলেছে ভিভিএস লক্ষ্মণদের। অর্শদীপ সিং নিজের দক্ষতার প্রতি সুবিচারে ব্যর্থ। তৃতীয় ম্যাচে ডোবানোর ক্ষেত্রে প্রসিধ কৃষ্ণার জঘন্য বোলিংকে দুষছেন অনেকে।

ফাঁকফোকর সামাল দিতে মুকেশ-দীপক আগামীকাল দলের ভরসার জায়গা হতে পারে। মুকেশ প্রথম দুই ম্যাচে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেছে। অপরদিকে, চোটআঘাতে কেরিয়ার বারবার ধাক্কা খেলেও সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাটে দীপক দক্ষতা নিঃসন্দেহে সম্পদ। আগামীকাল বোলিং ব্রিগেডের হাল ফেরাতে পেস বিভাগের চেহারা কীরকম হয়, চোখ থাকবে। স্পিনারদের মধ্যে বিষ্ণোইয়ের ধারাবাহিকতা স্বস্তির জায়গা।

ভারতের ৫০তম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেন্দ্র রায়পুরে এখনও পর্যন্ত একটাই ম্যাচ হয়েছে। উদ্বোধনী যে ওডিআই ম্যাচে মহম্মদ সামিদের দাপটের সামনে মাত্র ১০৮ রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। অবশ্য সেই বোলিং ব্রিগেডের কাউকেই আগামীকাল পাচ্ছেন না ভিভিএস লক্ষ্মণরা। মঞ্চও আলাদা, পঞ্চাশের বদলে টি২০।

পিচ-পূর্বাভাসে হাইস্কোরিং ম্যাচের ইঙ্গিত। প্রথম তিন ম্যাচের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের (মোট ১২৩টি চার ও ৬৫টি ছয় হয়েছে দুই দল মিলিয়ে) ছবিটা রায়পুরেও আগামীকাল বজায় থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেদিক থেকে ভারতীয় বোলারদের জন্য খানিক স্বস্তি ম্যাক্সওয়েলের অনুপস্থিতি।

দেশে ফিরেছেন মার্কাস স্টোয়িনিস, প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি করা জোশ ইনগ্লিসও। ফলে জোশ ফিলিপ, বেন ম্যাকডারমটদের আগামীকাল দেখা যাবে অজি এগারোতে। ম্যাক্সওয়েলদের বিকল্প ভাবনায় বাড়তি গুরুত্ব পাবেন ক্যামেরন গ্রিনও। যাঁর পাওয়ার হিটিংকে হালকাভাবে নেওয়া মুশকিল।

ভারতের চিন্তার জায়গা ষষ্ঠ বোলার হাতে না থাকা। প্রসিধ মার খাওয়ার পরও বিকল্প অস্ত্র ছিল না অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের কাছে। আগামীকাল দল সাজানোর সময় যা ভাবনায় থাকবে হেডকোচ লক্ষ্মণেরও। কিন্তু প্রশ্ন হল বিকল্প কে?

ব্যাটিং ব্রিগেড ভারতের তুরুপের তাস। রুতুরাজ গায়কোয়াড় গুয়াহাটিতে কেরিয়ারের সেরা ইনিংস উপহার দিয়েছেন। ঈশান কিষান, সূর্যকুমার, যশস্বী জয়সওয়ালরাও রান পাচ্ছেন। আগামীকাল সম্ভবত দেখা যাবে শ্রেয়স আইয়ারকেও (শেষ দুই ম্যাচের জন্য নির্বাচিত)।

ব্যাটিং সাফল্যের মাঝেও জেসন বেহরেনডর্ফ কাঁটা। হাইস্কোরিং ম্যাচেও নতুন বলে অজি পেসার কার্যত 'আনপ্লেয়বল'। গুয়াহাটিতে ৪ ওভারে মাত্র ১২ রান দিয়েছেন। ২৪ বলের মধ্যে ১৭টিই ডট বল! শুরুর চাপটা ভারতীয় টপ অর্ডারকে নড়িয়ে দিয়েছিল। তিরুবনন্তপুরমেও রানের বন্যা বইলেও বেহরেনডর্ফের চার ওভার থেকে ২৫-এর বেশি আসেনি। আগামীকাল অজি স্পিডস্টারকে মাথায় চড়ে বসতে দিলে মুশকিল। দায়িত্বটা কে সামলাবে, কীভাবেই বা সামলাবেন, সেটাই দেখার।

বেহরেনডর্ফ আত্মবিশ্বাসী। গুরুত্ব দিচ্ছেন শিশির ফ্যাক্টরকেও। জানান, টসে জিতে আগে বোলিং বুদ্ধিমানের কাজ। দুই দলই চাইবে আগে বোলিং করে নিতে। ইঙ্গিত পরিষ্কার, ব্যাট-বলের টক্করে টস ফের নির্ণায়ক হতে চলেছে।

পরিসংখ্যানে নজর

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম তিন দ্রুততম টি২০ সেঞ্চুরির মধ্যে দুইটি এসেছে চলতি সিরিজে (ভাইজাগে জোশ ইনগ্লিস, গুয়াহাটিতে ম্যাক্সওয়েল)।

সিরিজে ৮ ওভারে মাত্র ৩৭ রান দিয়েছেন জেসন বেহরেনডর্ফ। চলতি সিরিজে হওয়া দুইটি মেডেন ওভারই তাঁর।

কানাডাকে ১২ গোল দিল ভারত

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : কয়েকদিন আগেই ভারতের হকি দলের কোচ ক্রেগ ফুলটন জানিয়েছিলেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে হকিতে ভারতকে শীর্ষে তুলতে চান। তারই প্রথম ধাপ হিসাবে ১৫ ডিসেম্বর থেকে স্পেনে অনুষ্ঠিত হতে চলা পাঁচ দেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে ভারত। সেই প্রতিযোগিতার জন্য ২৪ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করলেন কোচ ক্রেগ ফুলটন। স্পেনের ভ্যালেন্সিয়াতে অনুষ্ঠেয় এই প্রতিযোগিতায় স্পেন, ভারত ছাড়াও অংশ নিচ্ছে জার্মানি, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম। এই প্রতিযোগিতাকে ২০২৩-'২৪ এফআইএইচ হকি প্রো লিগের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে ভারত। তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে তৈরি ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত সিং। সহ অধিনায়ক হিসেবে সুমিত এবং অমিত রোহিদাসের নাম ঘোষিত হয়েছে। দলে ফিরেছেন গোলরক্ষক সুরজ কারকেরা। ডিফেন্সে অধিনায়ক হরমনপ্রীত ছাড়াও জারমানপ্রীত সিং, অমিত বড় ভরসা। দুই তরুণ মিডফিল্ডার যশদীপ সিওয়াচ, রবিচন্দ্র সিং মৈরাংথাম দলে সুযোগ পেয়েছেন। গোলের জন্য ভারত তাকিয়ে থাকবে মনদীপ সিং, ললিতকুমার উপাধ্যায়দের দিকে।

ভারতের কোচ ফুলটন বলেছেন, 'তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার চমৎকার ভারসাম্য রয়েছে এই দলে। বিশ্বের সেরা দলগুলির বিরুদ্ধে আমাদের তরুণ খেলোয়াড়দের নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ রয়েছে। প্যারিস অলিম্পিকের আগে এই সাত মাস আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।' ফুলটন আগেই জানিয়েছিলেন, অলিম্পিকের প্রস্তুতি হিসেবে বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় ভারত অংশগ্রহণ করবে।

এদিকে জুনিয়ার মহিলা বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে কানাডাকে ১২-০ গোলে হারিয়েছে ভারত। ভারতের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন অনু, মুমতাজ খান ও দীপিকা সোরেং। এর মধ্যে মুমতাজ একাই চারটি গোল করেছেন। ভারতের হয়ে বাকি গোলগুলি করেন দীপি মণিকা টোপো এবং নীলম। ম্যাচের প্রথম ৬ মিনিটের মধ্যে অনু জোড়া গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয় কোয়ার্টার শেষে মুমতাজ ও মণিকার গোলে ভারতের ব্যবধান আরও বাড়ে। শেষ দুটি কোয়ার্টারে ভারতের সামনে কানাডা কার্যত আত্মসমর্পণ করে। ভারতের পরের ম্যাচ শুক্রবার জার্মানির বিরুদ্ধে।

গোলকিপার ওনানার ভুলে বিদায়ের মুখে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

'জিদান' বুটে ম্যাচের সেরা বেলিংহাম

ইস্তানবুল, ৩০ নভেম্বর : 'ওয়েলকাম টু হেল।' বুধবার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে এই বলেই স্বাগত করে গালাতাসারের সমর্থকরা। সেই 'হেল'-এই ঘরের দলের সমর্থকদের সুবাদে উত্তপ্ত পরিবেশে গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানার চিরাচরিত ভুল। ফলে মাস্ট উইন ম্যাচে ২ গোলে এগিয়ে গিয়েও ড্র করে ফিরতে হল লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে। ১১ মিনিটে আলেহান্দ্রো গারনাচোর গোলে এগিয়ে যায় ইউনাইটেড। ১৮ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত শটে দ্বিতীয় গোলটি করেন অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। যদিও ব্রুনোর ট্যাকলেই পাওয়া ফ্রি-কিকে ওয়াল ভেদ করে গালাতাসারের প্রথম গোল করেন হাকিম জিয়েচ। দ্বিতীয়ার্ধে স্কট ম্যাকটমিনে স্কোর ৩-১ করে ফের ব্যবধান বাড়িয়ে দেন। এতে দমে যাননি জিয়েচরা। ৬২ মিনিটেই ফের ফ্রি-কিকে দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। তাঁর শট সোজা ওনানার কাছে পৌঁছালে বল ঠিকমতো না ধরতে তা পারায় জালে ঢুকে যায়। ওনানার এই চরম ভুলে ম্যাচ আরও উত্তেজক হয়ে ওঠে। ফলে ৭১ মিনিটে মহম্মদ কেরেম আকতুর্কোগলু সমতায় ফিরিয়ে আনেন গালাতাসারেকে।

পরে ব্রুনো, গারনাচোরা চেষ্টা চালালেও দলকে এগিয়ে দিতে পারেননি। শেষে ৩-৩ গোলে রেফারি শেষবাঁশি বাজান। এই ম্যাচ ড্রয়ের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে যাওয়ার পথে এরিক টেন হ্যাগের দল। পরের রাউন্ডে যাওয়ার জন্যে পরের ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখকে হারানোর সঙ্গে সঙ্গে গালাতাসারে ও এফসি কোপেনহেগেনের ম্যাচ ড্র হওয়ার প্রার্থনা করতে হবে তাঁদের। ম্যাচ শেষে হারের দায় শিকার করেছেন ওনানা। কোচ হ্যাগও হারের জন্যে নিজেকে দায়ী করেছেন। অধিনায়ক ব্রুনো অবশ্য খেলা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারাকে হারের কারণ হিসেবে মনে করছেন। তাঁর বক্তব্য, 'সত্যি কথা বলতে আমরা এইবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভালো খেলছি না। আমরা খেলাকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আমরা কোপেনহেগেনের বিরুদ্ধেও একইভাবে হেরেছিলাম।' তিনি মনে করছেন, সব খেলোয়াড়কে নিজেদের ভুলের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে।

নাপোলির বিরুদ্ধে গোলের পর উল্লাস রিয়াল মাদ্রিদের জুডে বেলিংহামের।

অন্যদিকে, ঘরের মাঠে ৪-২ গোলে নাপোলিকে হারিয়ে গ্রুপে শীর্ষস্থান দখল করল রিয়াল মাদ্রিদ। চোটের কারণে ফুল স্কোয়াড মাঠে নামাতে না পারলেও রিয়াল বুঝিয়ে দিল কেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তারা এত সফল। এদিন ম্যাচের শুরুতেই জিয়োভানি সিমিওনে এগিয়ে দেন নাপোলিকে। যদিও তার ২ মিনিট পরেই রড্রিগোর গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। ২২ মিনিটে জিনেদিন জিদানের বুটের সাদৃশ্য বুট পরে মাঠে নামা জুডে বেলিংহামের হেডারে এগিয়ে যায় রিয়াল। পরে আন্দ্রে-ফ্রাঙ্ক জাম্বো অ্যাঙ্গিসার গোলে নাপোলি সমতায় ফেরে। ৮৪ মিনিটে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে নিজের প্রথম গোলে দলকে এগিয়ে দেন নিকো পাজ। শেষলগ্নে বেশকিছু সুযোগ নষ্ট করা হোসেলু গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। সঙ্গে সমর্থকদের কাছে সুযোগ নষ্টের জন্যে ক্ষমাও চেয়ে নেন তিনি। জয়ের পর ম্যাচের সেরা বেলিংহামকে কিংবদন্তি জিদানের সঙ্গে তুলনা করলেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। তিনি বলেছেন, 'দুই আলাদা প্রজন্মকে তুলনা করা মুশকিল। তবে বেলিংহামের মতো বক্সে প্রবেশের ক্ষমতা জিদানের ছিল না। সেরকমই ব্যক্তিগত শৈলীর দিক দিয়ে জিদান এগিয়ে।'

অন্যান্য ম্যাচে, লেনসকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আর্সেনাল। গোল করেছেন কাই হাভার্টস, গেব্রিয়াল জেসুস, বুকায়ো সাকা, গেব্রিয়েল মার্টিনেলি, মার্টিন ওডেগার্ড ও জর্জিনহো। এছাড়া কোপেনহেগেনের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করেছে বায়ার্ন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফলাফল

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড -৩	গালাতাসারে-৩
পিএসভি আইন্দহোভেন -৩	সেভিয়া-২
বায়ার্ন মিউনিখ-০	এফসি কোপেনহেগেন- ০
রিয়াল মাদ্রিদ-৪	নাপোলি-২
রিয়াল সোসিয়েদাদ-০	আরবি সলজবার্গ-০
এসসি ব্রাগা-১	ইউনিয়ন বার্লিন-১
আর্সেনাল-৬	লেনস-০
বেনফিকা-৩	ইন্টার মিলান-৩

স্ত্রী সোনমের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে এই ছবি পোস্ট করলেন সুনীল ছেত্রী।

উগান্ডার উত্থানে বিদায় জিম্বাবোয়ের

টি২০ বিশ্বকাপ

হারারে, ৩০ নভেম্বর : ক্রিকেট বিশ্বকাপের মঞ্চে যোগ্যতা অর্জনে ফের ব্যর্থ জিম্বাবোয়ে। ২০২৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথভাবে অনুষ্ঠেয় টি২০ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের টিকিট পেল না জিম্বাবোয়ে। ২০১৯ ও চলতি বছরের ওডিআই বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পাননি সিকান্দার রাজারা। জিম্বাবোয়ের ক্রিকেট বোর্ড নির্বাসিত থাকায় ২০২১ সালের টি২০ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে খেলারই সুযোগ তারা পায়নি। এবার উগান্ডা-কাঁটায় বিদ্ধ জিম্বাবোয়ে।

সমীকরণ বলছিল আফ্রিকার আঞ্চলিক যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম দুইয়ে থেকে ডেভ হাউটনের দলের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের আশা জিইয়ে রাখতে রোয়ান্ডার বিরুদ্ধে উগান্ডাকে হারতেই হত। বৃহস্পতিবার সেই ম্যাচে রোয়ান্ডাকে ৬৫ রানে অলআউট করে ১ উইকেট হারিয়ে ৮.১ ওভারেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় উগান্ডা। ফলে যে কোনও ফর্ম্যাট মিলিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র পেল তারা। তাই এদিন কেনিয়ার বিরুদ্ধে জিম্বাবোয়ের ম্যাচটি নিয়মরক্ষার হয়ে গেল। প্রথমে ব্যাট করে চার উইকেটে ২১৭ রান তোলে প্রতিযোগিতার ফেভারিটরা। সৌজন্যে অধিনায়ক রাজার ৪৮ বলে ৮২ রান ও সন উইলিয়ামসের ২৬ বলে ৬০ রানের ইনিংস। জবাবে ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৭ রানেই থেমে যায় কেনিয়া। দুটি করে উইকেট নেন রাজা, রিচার্ড এনগারাভা, ওয়েসলি মাধেভেরে, রায়ান বার্ল ও সিন উইলিয়ামস। উগান্ডার পাশাপাশি বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়েছে ডেভিড উইসার নামিবিয়াও।

শানকে নিয়ে বেতন বিতর্ক পাক ক্রিকেটে

লাহোর ও মেলবোর্ন, ৩০ নভেম্বর : বিতর্ক ও খারাপ সময় কাটতেই চাইছে না পাকিস্তান ক্রিকেটে!

দিন বদলেছে। দলের অধিনায়কও বদলে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও পাকিস্তান ক্রিকেটে সুদিন ফেরার আশা নেই।

নয়া শুরুর লক্ষ্যে শান মাসুদকে বাবর আজমের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। তিনি তাঁর দল নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেও গিয়েছেন। কিন্তু তার আগেই পাকিস্তান টেস্ট দলের অধিনায়ক শানকে নিয়ে বিতর্ক। যার কেন্দ্রে পাক অধিনায়কের বেতন।

শান মাসুদ

শান বেশ কয়েক বছর পাকিস্তান জাতীয় দলে কাটিয়ে ফেললেও কোনও দিনও নিয়মিত হতে পারেননি। তাই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মূল চুক্তির তালিকায় তিনি ছিলেন অনেক পিছনের সারিতে। যেখানে বেতনও কম। পাকিস্তান দল অস্ট্রেলিয়া সফরে রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে শানকে সবচেয়ে কম বেতনের পাক অধিনায়ক হিসেবে কী বলবেন, এমন প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়েছিল। এমন ঘটনার পর দ্রুত পাক টেস্ট দলের অধিনায়ক শানকে নীচের সারি থেকে তুলে উপরের দিকে নিয়ে আসা হয়েছে। পিসিবি সরকারিভাবে বিবৃতিও দিয়েছে। কিন্তু তারপরও বিতর্ক থামছে না। কেন এমন ঘটনা হল, সেই প্রশ্ন তুলে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে পাক ক্রিকেটমহলে। যদিও শানকে মূল চুক্তির তালিকায় উপরের দিকে নিয়ে আসার পর পিসিবি-র তরফে আর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ফলে নয়া টেস্ট অধিনায়কের বেতন বিতর্ক থামছেই না।

আইএফএ-মোহনবাগান চাপানউতোর অব্যাহত

ডার্বিতে মাঠে নামল না সবুজ-মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : ম্যাচের আগে গা ঘামিয়ে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা ড্রেসিং রুমে ফিরছেন। এমন সময়ে সংবাদমাধ্যমের পরিচিত মুখদের দেখে এক লাল-হলুদ ফুটবলারের প্রশ্ন, 'ওরা কি সত্যিই খেলতে আসবে না?'

মেডিকেল টিম থেকে বল বয়, আয়োজকদের তরফে নৈহাটি স্টেডিয়ামে ডার্বির সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল। উপস্থিত ছিল ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসি। টিমলিস্টের একটি দিকে লাল-হলুদ ফুটবলারদের নাম থাকলেও অন্যদিকটি খালি। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট মাঠে উপস্থিত না হওয়ায় ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ম্যাচটি পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করেন ম্যাচ কমিশনার ও রেফারি।

ম্যাচটির ফলাফল কী হবে, তা ঠিক করবে লিগ কমিটি। এমনটা জানিয়ে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশন সরকারিভাবে শেষ হল। এবার লিগ কমিটির মিটিংয়ে সমস্ত দলের পয়েন্ট হিসেব করে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হবে। সেখানে এই ম্যাচটি নিয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

ম্যাচটি নিয়ে বৃহস্পতিবার মোহনবাগানের বক্তব্য, 'আমরা আইএফএ-কে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম যাতে ১১-২৪ নভেম্বরের মধ্যে লিগ শেষ করা হয়। সেটা আইএফএ করেনি। যেহেতু দেরি হয়েছে এবং আমাদের আগামী কয়েক সপ্তাহ ঠাসা সূচির মধ্যে খেলতে হবে, তাই ম্যাচটি জানুয়ারিতে করলে অসুবিধা ছিল না।' তারা মৌখিকভাবে আইএফএ-কে অনুরোধ করেছিল যে জাতীয় দলের খেলা চলাকালীন কলকাতা লিগের কোনও ম্যাচ যেন তাদের দেওয়া না হয়। ১৬ ও ২১ নভেম্বর ভারতের বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচও ছিল। এই প্রসঙ্গে তাদের জবাব, '২২ নভেম্বর জাতীয় দলের ফুটবলাররা চলে এসেছিল। ২৪ নভেম্বর ম্যাচটি হলে আমরা খেলতাম, কারণ ম্যাচটা ডার্বি। গোটা ভারত এই ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাই লিগে রিজার্ভ দল খেললেও এই ম্যাচে পূর্ণশক্তির দল খেলানোর পরিকল্পনা থাকায় ৩০ জন ফুটবলারকে নথিভুক্ত করানো হয়েছিল।' এর প্রেক্ষিতে আইএফএ'র বক্তব্য, 'যারা ২৭ নভেম্বর ম্যাচ খেলে ৩০ নভেম্বর খেলতে চায় না, তাদের ফুটবলাররা ২২ নভেম্বর দলে যোগ দিলে ২৪ নভেম্বর কি ম্যাচ খেলতে রাজি হবে? এটা মানতে কষ্ট হয়।'

মোহনবাগান এসজি ম্যানেজমেন্টের আরও অভিযোগ, 'দলের জন্য পুলিশ এসকর্ট পাঠানো হয়নি। ডার্বির ইতিহাসে প্রথমবার ম্যাচে দর্শকদের অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থা করা হল। নৈহাটি স্টেডিয়ামে দর্শকাসন ১২,০০০। ম্যাচটি হলে অন্তত ৩০ হাজার মানুষ খেলা দেখতে যেত। গ্যালারিতে ঢুকতে না পারলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত। আমাদের জাতীয় দলের ৬-৭ জন ফুটবলার রয়েছে। ওই পরিস্থিতিতে তাদের কিছু হলে তার দায় কে নিত?' এই নিয়ে আইএফএ সচিবের বক্তব্য, 'আমি চাইলে ফাঁকা মাঠে ম্যাচ করাতেই পারি। মোহনবাগানও শূন্য গ্যালারিতে ডার্বি আয়োজন করেছে।' এরপরও ডার্বি নিয়ে মোহনবাগান-আইএফএ বিবাদের জল যে বহুদূর গড়াবে, তা বললে অত্যুক্তি হবে না।

পাশাপাশি মোহনবাগান এও অভিযোগ তুলেছে, তারা যে তিনটি ম্যাচ ওয়াক ওভার পেয়েছে, সেই তিনটি ম্যাচের পয়েন্ট সম্বন্ধে তাদের জানানো হয়নি। আইএফএ সচিবে উত্তরে বলেছেন, 'ম্যাচগুলির ফল লিগ কমিটি একবারই বসে ঠিক করবে। বারবার বৈঠক করা যায় না।'

অন্যদিকে আইএফএ-কে নিয়ে মোহন সচিব দেবাশিস দত্তের অভিযোগ, 'ডার্বি ম্যাচের টিকিটই নেই। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ম্যাচটা করার জন্য তারা কতটা তৈরি ছিল। অন্য ক্লাবগুলিকে বিতরণের জন্য আমরা আইএসএলের টিকিট আইএফএ-কে দিই। কিন্তু কোনওদিন তার কোনও হিসাব পাইনি। এদিন চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে যে, এবার থেকে আমরাই সরাসরি ক্লাবগুলিকে টিকিট দেব।' এদিকে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার মোহনবাগানকে বিদ্রুপ করে বলেছেন, 'ওরা এর আগেও খেলতে যায়নি। ওদের অভ্যাস আছে। আইএফএ একটা সূচি দিয়েছে। আমরা তারই মান্যতা দিয়েছি। মোহনবাগান যদি তৈরি না থাকে, তাহলে সূচি পালটানো হোক, এই বলে ম্যাচের আগের রাতে আইএফএ-কে আমি অনুরোধও করি।'

বড় ম্যাচে ওয়াকওভারের নজির

সাল	প্রতিযোগিতা	ওয়াকওভার দেওয়া দল	জয়ী
১৯৩৯	কলকাতা লিগ (ফিরতি সাক্ষাৎকার)	ইস্টবেঙ্গল	মোহনবাগান
১৯৫৪	কলকাতা লিগ (ফিরতি সাক্ষাৎকার)	ইস্টবেঙ্গল	মোহনবাগান
১৯৬৮	কলকাতা লিগ	ইস্টবেঙ্গল	মোহনবাগান
১৯৭২	আইএফএ শিল্ড ফাইনাল	মোহনবাগান	ইস্টবেঙ্গল
১৯৭৪	কলকাতা লিগ	মোহনবাগান	ইস্টবেঙ্গল
১৯৮৫	কলকাতা লিগ (ফিরতি সাক্ষাৎকার)	মোহনবাগান	ইস্টবেঙ্গল
২০১৬	কলকাতা লিগ	মোহনবাগান	ইস্টবেঙ্গল
২০২৩	কলকাতা লিগ	মোহনবাগান	ইস্টবেঙ্গল

তথ্য ঃ হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সমর্থকদের চাহিদা পূরণ হয়নি, মানছেন সাদিকু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : দলের এবং সমর্থকদের যে চাহিদা সেটা যে তিনি এখনও পর্যন্ত পূরণ করতে পারেননি, এই কথা উপলব্ধি করতে পারছেন আর্মান্দো সাদিকু।

গুরুত্বপূর্ণ হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচ খেলতে এদিনই দলের একাংশ রওনা দিল ভুবনেশ্বর। আর এক দফায় মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অবশিষ্টরা যাচ্ছেন শুক্রবার সকালে। এটা হায়দরাবাদ এফসি-র ঘরের মাঠে ম্যাচ হলেও খেলাটা ভুবনেশ্বরে হবে, তেলেঙ্গানা নির্বাচনের জন্য। তবু অবশ্য হুয়ান ফেরান্দো মনে করছেন না, এতে তাঁর দল কিছু বাড়তি সুবিধা পাবে। কারণ হিসাবে তাঁর মন্তব্য, 'এখানে হলে যে পরিমাণ সমর্থক মাঠে আসেন খেলা দেখতে, সেটা তো আমরা ভুবনেশ্বর হলেও পাব না। হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সমর্থক যাবেন, কিন্তু বাকিরা তো আমাদের বিরোধিতাই করবেন। তাই কলকাতার কাছের জায়গা হলেও ভুবনেশ্বরে বাড়তি কিছু সুবিধা নেই।' তিনি যেটা বললেন না, সেটাও অবশ্য একটা ফ্যাক্টর।

এএফসি কাপের শেষ তিন ম্যাচে এত খারাপ প্রদর্শন এবং টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে যাওয়ার পর সমর্থকরাও আর ভুবনেশ্বরে যাওয়ার ব্যাপারে কতটা আগ্রহ দেখাবেন, সেই প্রশ্নও থাকছে। তিনি যতই চোট-আঘাতের কথা বলুন না কেন, দলের স্ট্রাইকারদের গোলমুখে ব্যর্থতা নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যেই সমালোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে দিমিত্রিস পেত্রাতোসের অনুপস্থিতিতে জেসন কামিন্সের মতো বিশ্বকাপার ও আর্মান্দো সাদিকুর মতো ইউরোতে গোল করা ফুটবলার যেভাবে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেটাকে কেউই ভালো চোখে দেখছেন না।

সম্ভবত সাদিকু নিজেও সেটা বুঝতে পারছেন। তাই এদিন কোচের সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে স্বীকার করে নিলেন, 'মোহনবাগান তো বিরাট বড় ক্লাব। তাই এই ক্লাবের সমর্থকদের চাহিদাও অসম্ভব বেশি। প্রত্যাশার চাপ নিতে পারছি না, এমন নয়। কিন্তু ফুটবলে ভালো এবং খারাপ দুরকম দিনই আসে। আমি জানি সমর্থকদের যতটা চাহিদা তা আমি পূরণ করতে পারিনি। বিশেষ করে ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে গোটা দল এবং আমি নিজে খুব খারাপ খেলেছি। এই জায়গাগুলো ঠিক করতে হবে। আমি আশাবাদী, পরের ম্যাচেই আমরা ঘুরে দাঁড়াব। আর আমি নিজে গোল পেতে চেষ্টা করছি। আশা করছি সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব।' তিনি আশাবাদী হলেও ইতিমধ্যেই বিদেশি পরিবর্তনের আওয়াজ উঠেছে দলের অন্দরে। যা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ফেরান্দো অবশ্য এড়িয়ে গেলেন, 'দলের সব ফুটবলারের উপর আমার আস্থা আছে। তাই এসব নিয়ে ভেবে এনার্জি নষ্ট করতে চাই না। আমাদের ফোকাসে এখন শুধুই হায়দরাবাদ ম্যাচ।'

আর্মান্দো সাদিকু চেষ্টায় খামতি না রাখলেও মাঠে তার প্রভাব ফেলতে পারেননি।

জনি কাউকোর সঙ্গে এখনও চুক্তি আছে। তাই নতুন কোনও বিদেশি নিতে গেলে তাঁকে আগে দেখে নিতে হবে মোহনবাগানকে। তাছাড়া সাদিকুকে পাশে বসিয়ে ফেরান্দোই বা কীভাবে বলেন, নতুন বিদেশির কথা! কারণ বদল করতে গেলে সবথেকে আগে চূড়ান্ত ব্যর্থ এই আলবেনিয়ান স্ট্রাইকারকেই সরাতে হবে দল থেকে।

রোহিত-বিরাটকে ছাড়া টি২০ দল

টেস্টে সহ অধিনায়ক বুমরাহ

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : জল্পনার অবসান।

তিন সিরিজের পূর্ণাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের দল ঘোষণা করল ভারত। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে নিয়ে গত কয়েকদিন প্রচুর নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে। তবে প্রত্যাশামাফিক দুইজনকে বাইরে রেখেই সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের দল গড়া হয়েছে। বিরাট-রোহিত শুধু অংশ নেবেন সফরের একদম শেষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে।

সফরে দুইটি টেস্ট, তিনটি করে টি২০ এবং ওডিআই ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল। টি২০ দিয়ে সফর শুরু হচ্ছে ১০ ডিসেম্বর ডারবানে। শেষ কেপটাউনের নিউ ইয়ার্স টেস্ট (৩-৭ জানুয়ারি) দিয়ে। এছাড়াও রয়েছে 'এ' দলের দুইটি বেসরকারি টেস্টের সিরিজ। কোনা শ্রীকর ভরতের নেতৃত্বাধীন দলে বাংলা থেকে রয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

সবার নজর ছিল অবশ্য টি২০ দল নিয়ে। মাস ছয়েকের মধ্যে বিশ্বকাপের আসর। বিরাট-রোহিতকে রেখে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের টি২০ দল গড়া হবে কি না, তা নিয়ে চায়ের কাপে তুফান উঠছিল। তবে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর দুইজনে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে মাসখানেকের ছুটি চেয়েছিলেন। তা মঞ্জুর হয়েছে।

নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আজকের নির্বাচনি বৈঠকে বিরাট-রোহিতদের সে দাবি গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে টি২০ এবং ওডিআই সিরিজ থেকে 'ছুটি'। তবে দল ঘোষণার পর বিতর্কের উত্তাপ কমছে না। সামনেই টি২০ বিশ্বকাপ। রোহিত-বিরাট যদি বিশ্বকাপ ভাবনায় থাকে, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ এই সফরে রাখা উচিত ছিল।

হার্দিক পান্ডিয়ার অনুপস্থিতিতে টি২০ দলের দায়িত্ব সূর্যকুমার যাদবের কাঁধে। ডেপুটি হিসেবে ফিরছেন অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাদেজা। বাংলা রনজি ট্রফি দলের মুকেশ কুমার সহ চলতি অজি সফরের বেশিরভাগই রয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রসিধ কৃষ্ণা। চলতি সিরিজে ব্যর্থতার জের। শুধুমাত্র টেস্ট দলে জায়গা পেয়েছেন তরুণ পেসার।

ওডিআই দলে অধিনায়ক লোকেশ রাহুল। দ্বিতীয় উইকেটকিপার সঞ্জু স্যামসন। টেস্ট সিরিজের কথা মাথায় রেখে ঈশান কিষানকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে ওডিআই থেকে। কুড়ির ফরম্যাটে সাফল্যের সুবাদে পঞ্চাশের ক্রিকেটেও ডাক পেলেন রিঙ্কু সিং। প্রত্যাবর্তন ঘটছে অভিজ্ঞ লেগস্পিনার

যুযবেন্দ্র চাহালের। তিন দলেই রয়েছেন বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি মুকেশ।

টেস্ট দল : রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমান গিল, যশস্বী জয়সওয়াল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, ঈশান কিষান (উইকেটকিপার), লোকেশ রাহুল (উইকেটকিপার), রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা, শার্দূল ঠাকুর, মহম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার, মহম্মদ সামি (ফিটনেস বিবেচ্য), জসপ্রীত বুমরাহ (সহ অধিনায়ক) ও প্রসিধ কৃষ্ণা।

টি২০ দলঃ যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), রিঙ্কু সিং, শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষান (উইকেটকিপার), জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), রবীন্দ্র জাদেজা (সহ অধিনায়ক), ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, কুলদীপ যাদব, অর্শদীপ সিং, মহম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার ও দীপক চাহার।

ওডিআই দল : রুতুরাজ গায়কোয়াড়, বি সাই সুদর্শন, তিলক ভার্মা, রজত পাতিদার, রিঙ্কু সিং, শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল (অধিনায়ক, উইকেটকিপার), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, যুযবেন্দ্র চাহাল, মুকেশ কুমার, আবেশ খান, অর্শদীপ সিং ও দীপক চাহার।

একনজরে

- টেস্ট দলে অধিনায়ক রোহিত শর্মা। সহ অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ। আছেন বিরাট কোহলিও।
- সাদা বলের সিরিজে না খেলার কথা জানিয়েছিলেন বিরাট। টি২০ ও ওডিআই, কোনও দলে রাখা হয়নি তাঁকে।
- রোহিত শর্মাও নেই সাদা বলের দুই সিরিজে।
- টি২০ সিরিজে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। সহ অধিনায়ক রবীন্দ্র জাদেজা।
- ওডিআই সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন লোকেশ রাহুল।
- টেস্ট দলে দুই উইকেটকিপার ঈশান কিষান ও লোকেশ রাহুল। জায়গা হয়নি কোনা শ্রীকর ভরতের।

মেয়াদ নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়ালেন কোচ দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি, ৩০ নভেম্বর : শেষ হয়েও হইল না শেষ!

সরকারি ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তাঁর চুক্তির মেয়াদও বেড়েছে। অথচ, সেই মেয়াদ কতদিনের, জানেন না রাহুল দ্রাবিড়!

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষের পরই শুরু হয়েছিল জল্পনা। মাঝের সময়ে ক্রমশ সেই জল্পনা বেড়েছিল। এমনও শোনা গিয়েছিল, দ্রাবিড় দ্রুত আইপিএলের অন্যতম ফ্র্যাঞ্চাইজি দল লখনউ সুপার জায়েন্টসে যোগ দিচ্ছেন।

গতকাল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে ই-মেল পাঠিয়ে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল, রাহুল দ্রাবিড়ই টিম ইন্ডিয়ার কোচ থাকছেন। রহস্যজনকভাবে সেই ই-মেলে উল্লেখ ছিল না দ্রাবিড়ের মেয়াদ কতদিন বাড়ল। আজ বেঙ্গালুরুতে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এই ব্যাপারে মুখ খুলেছেন দ্রাবিড়। টিম ইন্ডিয়ার কোচ তাঁর চুক্তির মেয়াদ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছেন নিজেই। দ্রাবিড় বলেছেন, 'সরকারিভাবে ঘোষণার কথা আমিও শুনেছি। কিন্তু এখনও কোনও চুক্তির কাগজ হাতে পাইনি। ফলে সেই কাগজপত্র হাতে পাওয়ার পরই বলতে পারব চুক্তির মেয়াদ কতদিনের।'

দ্রাবিড়ের এমন মন্তব্য সামনে আসার পর তা ভাইরাল হতে বেশি সময় লাগেনি। বিসিসিআইয়ের একটা অংশের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হওয়া নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে নতুনভাবে। সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, গতকাল দ্রাবিড়ের চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি বোর্ডের তরফে ঘোষণা হলেও কেন চুক্তির মেয়াদ কতদিনের, তা জানানো হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলের খবর, আগামী জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। সেই কুড়ির বিশ্বকাপ পর্যন্তই দ্রাবিড়ের সঙ্গে বোর্ডের চুক্তি নবীকরণ হয়েছে। যদিও আজ দ্রাবিড়ের মন্তব্য সামনে আসার পর তাঁর চুক্তির মেয়াদ নিয়ে নতুনভাবে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। বিসিসিআইয়ের তরফেও দ্রাবিড়ের চুক্তির বিষয়ে আর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

'বিরাট হতে পারব না আমি'

ফাইনাল শেষে রোহিতদের কান্নায় বুক ফাটছিল অশ্বীনের

চেন্নাই, ৩০ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ের উল্লাসের পাশে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া ভারতীয় ব্রিগেড। ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের ছবিটা কাঁদিয়েছে আসমুদ্রহিমাচলকে। যন্ত্রণা শুধু নয়, সাজঘরে চার দেওয়ালের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়েন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা।

প্রাক্তন সতীর্থ সুব্রমণিয়াম বদ্রীনাথের সঙ্গে কথোপকথনে 'অন্ধকার' সেই রাতে সাজঘরের ছবিটা এদিন তুলে ধরেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। রোহিত-বিরাটদের হাল দেখে কীভাবে যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছিল গোটা দল। ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেছেন, 'ফাইনালে হারের কষ্ট সবাইকে কুরে-কুরে খাচ্ছিল। রোহিত কাঁদছিল। বিরাট কাঁদছিল। বুক ফেটে যাচ্ছিল ওদের কাঁদতে দেখে।'

রোহিতের হাতে কাপ না উঠলেও অধিনায়ককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন অশ্বীন। বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা অধিনায়কদের অন্যতম মহেন্দ্র সিং ধোনি। আর রোহিত হল মানুষ হিসেবে অসাধারণ। দলের প্রত্যেককে ও বোঝে, জানে। কার কোনটা পছন্দ-অপছন্দ, তার খোঁজ রাখে। সতীর্থদের সঙ্গে দুর্দান্ত বোঝাপড়া।'

রোহিতের ভয়ডরহীন ক্রিকেট মানসিকতারও সমর্থক অশ্বীন। জানান, দলে সবসময় নির্ভীক ক্রিকেটের কথা বলেন হিটম্যান। এর জন্য যদি কোনও ম্যাচে ১৫০ রানে গুটিয়েও যায়, তাতেও সমস্যা নেই। সবার পাশে থাকবে। অধিনায়ক হিসেবে সামনে থেকে দলকে এভাবে পরিচালনা করা, বাকিদের উদ্বুদ্ধ করার গুণটা ভীষণভাবে রয়েছে রোহিতের মধ্যে। আর ক্রিজে নেমে নিজের পারফরমেন্সে দলের সামনে উদাহরণ তুলে ধরা তো রয়েইছে।

অন্য একটি ক্রিকেট-আড্ডায় আবার ফিটনেস নিয়ে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। যেখানে অশ্বীনের অকপট স্বীকারোক্তি, তার পক্ষে কোহলি হওয়া সম্ভব নয়। তিনি হতেও চান না। ফিটনেস হোক ক্রিকেট, তার জার্নিটা একান্তভাবেই তার নিজস্ব। বাকিদের সঙ্গে তুলনা করা অমূলক।

পরিশ্রমের বিকল্প নেই, বরাবর মেনে চলেন। কিন্তু বিরাটদের মতো সহজাত অ্যাথলিট নন। তাই নিজের মতো করেই ফিটনেসে জোর দিয়েছেন। বোলিং, ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ফিটনেস নিয়ে পরিশ্রম করেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মধ্যে টিকে থাকতে। আর সেই লক্ষ্যে তিনি সফল, ১৩ বছরের সফল কেরিয়ারে বুঝিয়েওছেন।

বিশ্বকাপ হতাশা ভুলতে স্ত্রী রীতিকার সঙ্গে ছুটি কাটাচ্ছেন রোহিত শর্মা। লন্ডনে ভক্তের সঙ্গে বিরাট কোহলি। -ইনস্টাগ্রাম

বাস্তববাদী অশ্বীনের কথায়, 'ফিটনেস নিয়ে প্রচুর ঘাম ঝরিয়েছি। কিন্তু নিজের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কখনও তা করিনি। আর তার দরকারও পড়ে না। ক্রিকেটকে ভালোবাসি। আর সেই ভালোবাসা থেকেই পরিশ্রম, ক্রিকেট নিয়ে পড়ে থাকা সবকিছু। বেশ কিছু প্রিয় খাবার ত্যাগ করেছি। বদলেছি লাইফস্টাইল। দ্বিগুণ খেটেছি। কিন্তু জানি, কখনও বিরাট কোহলি হতে পারব না। আর বিরাটের জার্নি ওর নিজস্ব। আমার ক্রিকেট-সফর ওর থেকে আলাদা।'

অনিল কুম্বলের পর ভারতীয় বোলার হিসেবে সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের মালিক অশ্বীন সাফ জানান, তিনি সহজাত অ্যাথলিট নন। তকমাটা গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেলেও, পরিশ্রমে কখনও ঘাটতি থাকেনি। মাঠে নেমে নিজের সেরাটা দিতে হবে। তার জন্য ফিটনেস সহ যা যা করণীয়, সবকিছু করতে হবে। সেটাই করে চলেছেন। যতটুকু সাফল্য পেয়েছেন, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাতেই খুশি।

আই লিগে ফের গড়াপেটার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : আই লিগে আবার ম্যাচ গড়াপেটার কালো ছায়া। সরাসরি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সভাপতিই জানালেন বিষয়টি।

ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে এদিন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছেন, তাঁরা এবারের আই লিগে বেশ কিছু ম্যাচে ফুটবলারদের গড়াপেটায় যুক্ত থাকার অভিযোগ পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা বেশ কিছু অভিযোগ পেয়েছি ফুটবলারদের ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে। পুরো ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং অবশ্যই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। ফুটবলের মতো অসাধারণ একটা খেলায় ফুটবলারদের নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ফুটবলকে বিপজ্জনক জায়গায় যেতে দিতে পারি না। একইসঙ্গে ফুটবলার ও কর্মকর্তাদের সজাগ করা হবে এই ধরনের হাতছানি থেকে নিজেদের কীভাবে রক্ষা করা যায় সেই ব্যাপারে।' তবে তিনি এটাও জানান, এআইএফএফ এই বিষয়টি বরদাস্ত করবে না। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ইন্টিগ্রিটি অফিসার জাভেদ সিরাজ এই বিষয়টি তদন্ত করছেন বলে জানা গিয়েছে।

ভারতীয় ফুটবলে প্রায় প্রতি বছরই এই ধরনের ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ শোনা যায়। এবারও আই লিগ শুরু হতে না হতেই ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রসঙ্গ উঠে এল। অন্তত চারটি দল এই বিষয়ে জড়িত বলে খবর। যা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও হয়। যে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে এদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন স্বীকার করেছেন, তেমনি আবার দুই-একটি ক্লাব পুরোপুরি অস্বীকার করে যায়। অন্তত দুই-তিনটি ক্ষেত্রে গোল নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন করার জায়গা আছে বলে অভিজ্ঞ মহল বলছে।

ইস্টবেঙ্গলের ৫

কলকাতা, ৩০ নভেম্বর : কন্যাশ্রী কাপে ইস্টবেঙ্গল ৫-০ গোলে হারাল বালি গ্রামাঞ্চল ক্রীড়া সমিতিকে। জোড়া গোল করেন সুস্মিতা বর্ধন ও সুলঞ্জনা রাউল। বাকি গোল তুলসী হেমব্রমের। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লাবণি মিস্ত্রির জোড়া গোলে মতুয়া সরোজিনী নাইডু ওরিয়েন্ট এসসি-কে হারিয়েছে। সুরুচি সংঘ ৫-০ গোলে হারায় কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সকে।

উত্তর ২৪ পরগণা চ্যাম্পসকে হারানোর পর শিলিগুড়ি বিকাশ। বহরমপুরে।

কোয়ার্টারে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : আন্তঃজেলা পুরুষদের টি২০ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি বিকাশ। বৃহস্পতিবার গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে তারা ২৭ রানে উত্তর ২৪ পরগণা চ্যাম্পসকে হারিয়েছে। বহরমপুরে টসে হেরে শিলিগুড়ি ৭ উইকেটে ১৪৭ রান তোলে। অধিনায়ক রাজকমল প্রসাদ ৪৭ রান করেন। মহম্মদ জাভেদ আলমের অবদান অপরাজিত ৩৯। রাজু হালদার ১৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে উত্তর ২৪ পরগণা ১৮.৫ ওভারে ১২০ রানে অলআউট হয়। বিজয় শর্মা ২২ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট।

বিদায় অরুণাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : আন্তঃজেলা মহিলাদের টি২০ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার জিতেও বিদায় নিল শিলিগুড়ি। এদিন তারা ৭ উইকেটে জলপাইগুড়িকে হারিয়েছে। কৃষ্ণনগরে টসে জিতে জলপাইগুড়ি ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৪ রানে আটকে যায়। অধিনায়ক পুনম সোনি ২৭ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে শিলিগুড়ি ১৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৫ রান তুলে নেয়। অরুণা বর্মন ৫৬ ও শিঞ্জিনী সরকার ১৫ রানে অপরাজিত থাকেন।

জয়ী ভুজিয়াপানি

বাগডোগরা, ৩০ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে বৃহস্পতিবার ভুজিয়াপানি টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে পুঁটিমারি এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১। ভুজিয়াপানির সাধন ঘোষ ও পুঁটিমারির ধ্রুব বর্মন গোল করেন। শুক্রবার খেলবে তরাই মর্নিং ও ওয়ারিয়র।

মহানন্দাকে আটকাল বিধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, সুলোচনা দেবী আগরওয়াল, গুরুদাসী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবলে বৃহস্পতিবার মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও বিধান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা বিধানের বিক্রম সরকার। শুক্রবার খেলবে এসএসবি ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে বিক্রম সরকার।

তৃতীয় প্রয়াণ বার্ষিকী

কঁবিতা দাস
তিরোধান ১লা ডিসেম্বর 2020
নয়ন সমুখে তুমি নাই, স্মৃতির মনিকোঠায় তবু রয়েছ হৃদয় জুড়ে। তোমার স্মরণে সমগ্র দাস পরিবার। প্রতিক ৬নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলেজ পাড়া, চিলড্রেন পার্ক, শিলিগুড়ি।

পালিরাম ট্রফি ভলিবল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩০ নভেম্বর : এইচবি বিদ্যাপীঠের নবম পালিরাম আগরওয়াল ট্রফি ছেলেদের ১৮ দলীয় আন্তঃস্কুল ভলিবল বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে সেমিফাইনালে উঠেছে ভিক্টোরিয়া স্কুল ও জার্মেলস অ্যাকাডেমি।

শ্রী হনুমান মন্দির ধরমশালা স্কুল জয়গাঁ ১৫-১৪, ১৪-১৫, ১৫-১৪ পয়েন্টে শ্রীকৃষ্ণা প্রণামী স্কুলকে হারিয়েছে। ভিক্টোরিয়া ১৫-১২, ১৫-১২ পয়েন্টে লিটল অ্যাঞ্জেল স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়।

সেমিফাইনালে জার্মেলস

অলিভিয়া স্কুল ১৫-৭, ১৫-৮ পয়েন্টে নারায়ণা স্কুলকে হারিয়েছে। ভিক্টোরিয়া ১৫-১২, ১৫-৩ পয়েন্টে অলিভিয়ার বিরুদ্ধে জয় পায়। জার্মেলস ১৫-৯, ১৫-১২ পয়েন্টে রয়্যাল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। মডেলা কেয়ারটেকার স্কুল ১৪-১৬, ১৮-১৬, ১৫-৯ পয়েন্টে জয়গাঁর বিরুদ্ধে জয় পায়। জার্মেলস ১৪-১৬, ১৮-১৬, ১৫-১২ পয়েন্টে মডেলাকে হারিয়েছে।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, এইচবি বিদ্যাপীঠের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিভাগের ইনচার্জ সঞ্জয় টিবরেওয়াল, ম্যানেজার পিকে শা, যুগ্ম ম্যানেজার প্রবীন ঝাওয়ার, প্রিন্সিপাল অর্চনা শর্মা প্রমুখ।

বলে থুতু লাগিয়ে বিতর্কে ফিলিপস

শান্তর শতরানে চালকের আসনে বাংলাদেশ

সিলেট, ৩০ নভেম্বর : কেন উইলিয়ামসনের শতরানের পরও গতকাল ৪ উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে বাংলাদেশকে ম্যাচে রেখেছিলেন বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর (অপরাজিত ১০৪) শতরানে চালকের আসনে বসে পড়ল বাংলাদেশ। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের স্কোর ২১২/৩। শান্তর সঙ্গে ক্রিজে মুশফিকুর রহিম (৪৩)। লিড ২০৫ রানের।

বুধবারের ২৬৬/৮ স্কোর নিয়ে খেলতে নেমে কিউয়িদের প্রথম ইনিংস ৩১৭ রানে শেষ হয়ে যায়। টেস্টে ২ হাজার রানের গণ্ডি টপকে দুই প্রাক্তন তারকা রিচার্ড হ্যাডলি ও ড্যানিয়েল ভেত্তোরির পাশে বসে পড়লেন কিউয়ি অধিনায়ক টিম সাউদি। ৪ রানে ৩ উইকেট নেন মোমিনুল হক। ৭ রানে পিছিয়ে থেকে খেলতে নেমে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটা ভালো হয়নি। স্কোরবোর্ডে ২৬ রান ওঠার ফাঁকে ফিরে যান দুই ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয় (৮) ও জাকির হাসান (১৭)। কিন্তু এখান থেকেই খেলা ধরে নেন শান্ত ও মোমিনুল (৪০)। তাদের ৯০ রানের পার্টনারশিপ বাংলাদেশের বড় রানের মঞ্চ তৈরি করে দেয়। শান্তর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে মোমিনুল রানআউট হলেও অধিনায়ককে

শতরানের পর নাজমুল হোসেন শান্ত।

আটকানো যায়নি। শান্ত পাশে পেয়ে যান অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার মুশফিকুরকে। তাদের অবিচ্ছেদ্য ৯৬ রানের পার্টনারশিপ কিউয়ি শিবিরের চিন্তা বাড়াচ্ছে। শান্ত বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটার, যিনি অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক ম্যাচে তিন অঙ্কের রান পেলেন। শান্তর ব্যাট আগামীকালও কথা বললে চলতি টেস্টে জয়ের দিকে অনেকটা এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

এদিকে, বলে থুতু লাগিয়ে বিতর্কে জড়ালেন কিউয়ি অলরাউন্ডার গ্লেন ফিলিপস। বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩৪ তম ওভারের ঘটনা। দ্বিতীয় বল করার আগে বলে থুতু লাগিয়ে ফেলেন ফিলিপস। মাঠের দুই আম্পায়ার আহসান রাজা ও পল রাইফেল সেই সময় বিষয়টি নিয়ে কিছু বলেননি। কিন্তু বিভিন্ন ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ফিলিপস বলে থুতু লাগাচ্ছেন। তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর বাংলাদেশের ম্যানেজার নাফিস ইকবাল জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই চতুর্থ আম্পায়ারকে জানানো হয়েছে। ফলে ফিলিপসের উপর কোনও শাস্তির খাঁড়া নেমে আসে কি না সেটাই দেখার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in